আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

মক্কায় ইসরাইলি সাংবাদিক প্রবেশে সাহায্যকরী গাড়ি চালককে গ্রেপ্তার

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ইসরাইলি সাংবাদিককে মক্কায় প্রবেশে সাহায্য করা সৌদি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৩ || সোমবার || শ্রাবন ১২ || ১৪২৯ || জিল হজ্ব ২৯ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 43 || 25 July || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ডিপোর্টেশন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে উৎকণ্ঠা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট জনস্বার্থের জন্য হুমকি স্বরুপ যে কাউকে গ্রেফতার করে ডিপোর্ট না করার 'বাইডেন প্রশাসনের নীতি' স্থগিত করেছে। এর ফলে এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইমিগ্র্যাশন যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে। বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) সুপ্রীম কোর্ট বলেছে, বাইডেন প্রশাসনের এই নীতি কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মধ্যে ৫-৪ ভোটে এই রায় প্রদান করা হয়। যুক্তাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা তথা সন্ত্রাস, গুপ্তচরবৃত্তি এবং জনস্বার্থের প্রতি হুমকি নয় এমন কাউকে গ্রেফতার না করার জন্য বাইডেন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাংলাদেশী কর্মী নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রিসের পার্লামেন্টে পাস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মৌসুমি কাজের ভিসায় পাঁচ বছরের জন্য মোট ১৫ হাজার বাংলাদেশী কর্মী নেবে গ্রিস। দুই দেশের মধ্যে হওয়া এই সংক্রান্ত একটি সমঝোতা চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে গ্রিসের পার্লামেন্ট। গ্রিসে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাব না
-মির্জা ফখরুল



ঢাকা ডেস্ক: নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্কে বিদ্যুৎ খরচে সতর্কতার নোটিশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রেও চলছে প্রচ- তাপপ্রবাহ। এখানে বিভিন্ন এলাকায় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা আরও বেড়ে যাওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। এজন্য বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সতর্কতা জারির প্রস্তুতি চলছে। প্রচ- গরমের মধ্যে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক হতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া দপ্তরের (এনডব্লিউসি) এক টু-ইটার পোস্টে বলা হয়, 'দেশের একটা বড় অংশ বিপজ্জনক তাপমাত্রার মধ্যে আছে। চলতি সপ্তাহে এ পর্যন্ত ৬০টি উচ্চ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ক্যাপিটল হিলের শুনানি

হামলাকারীদের উস্কে দিয়ে লাইভ দেখছিলেন ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে হামলার সময় টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার দেখছিলেন সে সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রায় তিন ঘণ্টা এভাবেই কাটান। সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নিতে সন্তান ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অনুরোধে কান দেননি ট্রাম্প। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত শুনানিতে এমন জবানবন্দি দিয়েছেন সাক্ষীরা। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ হয় যৌন সংসর্গে ৯৫ শতাংশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মাঙ্কিপক্সের ৯৫ শতাংশ সংক্রমণের ঘটনা যৌন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে হয়। এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

যা করা যাবে না কাতার বিশ্বকাপে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপের ২২তম আসর বসতে চলেছে কাতারে। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বিশ্বে করোনা শনাক্ত ৫৭ কোটি ছাড়ালো মোট মৃত্যু ৬৩ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮৪ জন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বে মহামারি করোনা-ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ও শনাক্ত দুই-ই বেড়েছে। এই (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Welcome to the 36th FOBANA Convention 2022 Chicago, Illinois

Hosted by Bangladesh Association of Chicagoland (BAC)

September 2-4 , 2022 (Friday-Sunday)

Executive Committee



Rehan Reza
Chairperson



Masud Rob Chowdhury
Executive Secretary

Visit FOBANA 2022 Website at:
https://fobana2022chicago.com/

Host Committee



Maqbul M. Ali
Convener



Syed Ahsan
Member Secretary

Invited Chief Guest



Mr. Imran Ahmad
Honourable Minister of Expatriates
Welfare & Overseas Employment.
Peoples Republic Of Bangladesh

- Global Business Luncheon Seminar.
- Youth Forum Alumni.
- FOBANA Scholarship $1000 Each. (Illinois Only)





Invited Artists



Baby Naznin



Kanak Chapa



Tahsan Khan



Shuvro Dev



Rizia Parvin



Zeenat Ara Muna



Meher Afroz Shaon



Dinat Jahan Munni

Invited Artists From North America



Romel khan



Tanima Hadi

Media Partners

ntv · ATN BANGLA · ATN NEWS

Media Friends

সাপ্তাহিক আজকাল · বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika · TIME · IB TV USA · TIMES 24 times24.tv · প্রথম আলো · Bornomalanews · Bornomala news 24 · BANGLA PRESS Every news is draft of history · প্রবাসের নিউজ



























আগামী বছর থেকে ‘লিটল বাংলাদেশ মেলা

(শেষের পাতার পর)

৬৬ প্রিসিন্ক্ট কমিউনিটি কাউন্সিল যৌথভাবে ‘ব্রুকলীন পথমেলা’র আয়োজন করে আসছিলো। এদিকে এবারের মেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ বলেন, আমি ব্রুকলীনের মেয়ে, ব্রুকলীনে আমার জন্ম। আমি আপনাদেরই মেয়ে। আমরা সবাই মিলে চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড স্কয়ার ‘লিটল বাংলাদেশ’ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি সেলিব্রেট করবো।

মেলা কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ১৬ জুলাই ব্রুকলীনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ এন্ড ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয় প্রবাসের ইতিহাস সৃষ্টিকারী এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বৃহৎ পথমেলা। এদিন ব্রুকলীন মেলায় মানুষের ঢল নেমেছিল। বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক এবং ৬৬ প্রিসিন্ক্ট কমিউনিটি কাউন্সিল কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত ব্রুকলীনে মৌসুমের প্রথম এই মেলায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি কন্ট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার, সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ৩৯ এর নির্বাচিত কাউন্সিওম্যান শাহানা হানিফ, ডিস্ট্রিক্ট ৪০-এর কাউন্সিলওম্যান রিতা জোসেফ, ৬৬ প্রিসিন্ক্ট-এর কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইনস্পেকটর জেসন হ্যাগস্টেড, এক্সও ক্যাপটেইন ব্র্যাট গ্রানোউইটার, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স অফিসার জ্যামস জেমন প্রমুখ।

ঐদিন বেলা আড়াইটায় কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম এর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ফিরোজ আহমেদ ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরীর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও হোমকেয়ার ব্যবসায়ী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, সন্দীপ সোসাইটির উপদেষ্টা লুৎফুল করিম, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, মেলার আহবায়ক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, চাইনিজ কমিউনিটি লিডার লু লুইস, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রফিকুল মাওলা, মার্কস হোমকেয়ারের আমীর হোসাইন কামাল, হেলথ ফাস্ট-এর সালেহ আহমেদ, মেলার সাংস্কৃতিক বিষয়ক চেয়ারম্যান এস এম ফেরদৌস, রাজনীতিক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, নিউইয়র্ক আমেরিকা বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবীব ও সেক্রেটারী হাসান জিলানী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বখতিয়ার উদ্দীন, গোলাম মাহমুদ, প্রফেসর সৈয়দ আজাদ, ইকবাল হায়দার, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সালেহ মানিক প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান ছাড়াও এই মেলা থেকে চার্চ ম্যাকডোনাল্ডকে সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ ‘লিটল বাংলাদেশ’ ঘোষনা সংক্রান্ত পাশ হওয়া বিলের বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং সিটি প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে একটি ঐতিহাসিক ঘোষনা বলে উপস্থিত দর্শক এবং আয়োজকরা মনে করেন। শাহানা হানিফ তার বক্তব্যে বাংলাদেশীদের জন্য এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন, তখন হাজার হাজার দর্শক হাততালির মাধ্যমে শাহানা



হানিফকে অভিনন্দন জানান। তিনি আরো বলেন, এই এলাকায় তার জন্ম এবং বেড়ে উঠা সুতরাং এই এলাকার জন্য তার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তিনি অতীতেও কাজ করেছেন এবং আগামীতেও করবেন।

গত পেন্ডামিকে কমিউনিটি এবং মানবতার পক্ষে অবদানের জন্য মেলায় ‘পেন্ডামিক হিরো’ হিসেবে চার জনকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, বিশিস্ট চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, বিশিস্ট চিকিৎসক এবং এই মেলার প্রধান অতিথি ডা. চৌধুরী সরওয়ারুল হাসান। পেন্ডামিকের সময়ে নিউইয়র্ক থেকে একমাত্র নিয়মিত প্রিন্টিং ভার্সন পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকা’র সম্পাদক সাহাব উদ্দিন সাগরকে এবং (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 25 // 2022

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ছায়াপথের সন্ধান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একের পর এক চমক দিয়েই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। মহাবিশ্বের সাড়া জাগানো ছবি দেখানোর মাত্র এক সপ্তাহ পর নতুন এক ছায়াপথের সন্ধান দিয়েছে টেলিস্কোপটি। হার্ভার্ড সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের গবেষক রোহান নাইডু জেমস ওয়েবের তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন এই ছায়াপথের খোঁজ পাওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, ছায়াপথটি সাড়ে ১ হাজার ৩৫০ কোটি বছর আগের। এটি গ্লাস-জেড ১৩ নামে পরিচিত। রোহান নাইডু আরও বলেন, মহাবিস্ফোরণের বিগ ব্যাং ৩০ কোটি বছর পরে গ্লাস-জেড ১৩ ছায়াপথের সৃষ্টি। এর আগে সবচেয়ে প্রাচীন যে ছায়াপথ শনাক্ত করা হয়েছিল, তার চেয়ে এটি ১০ কোটি বছর বেশি প্রাচীন। তিনি আরও বলেন, 'আমরা সম্ভাব্য সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্রের আলো দেখছি, যেটা আগে কেউ কখনো দেখেনি।'

মারুফ ও মুনকার: এ উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য

(শেষের পাতার পর)

হচ্ছে সৎ কাজ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত কাজকে মারুফ বলা হয়। আর মুনকার হচ্ছে মারুফের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কথা ও কাজ যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন করেননি বরং তিনি তা অপছন্দ ও ঘৃণা করেছেন এবং তা করতে বারণ করেছেন।

যে সমস্ত কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং তাঁর নৈকট্য সাধিত হয় সেই কাজকে মারুফ বলা হয়। আর মুনকার হচ্ছে মারুফের বিপরীত। এমন কথা ও কাজ যা শরীয়তে হারাম, অপছন্দ ও ঘৃণা করে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের একটি অত্যাবশকীয় দায়িত্ব। এটি ইসলামের একটি মৌলিক কাজ। কারণ এর মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতা সংস্কার ও সংশোধিত হয়। সত্য প্রভাবশালী ও মিথ্যা দূর্বল হয়। সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়। কল্যাণ ও ঈমানের বিস্তৃতি ঘটে। চারদিকে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই পরিলক্ষিত হয়। অশান্তি ও অকল্যাণ সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়। তাই একটি কল্যাণকামী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ করা সমাজের প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার একটি কল্যাণকামী জাতির কল্যাণধর্মী বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর মুসলিম জাতি হলো শ্রেষ্ট উম্মাহ। সুতরাং তাদেরকেই এ দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বনী ঈসরাইলদের এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হঠকারিতার পথ বেঁচে নিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই নেতৃত্বের আসন থেকে হঠিয়ে মধ্যমপন্থী জাতি উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেন। কারণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে মুসলমানগণ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরই শেষ্ট উম্মত। তোমাদের মানবতার কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাকবে।"(সুরা আলে ইমরান:১১০)

যারা এ দায়িত্ব পালন করেন তাদের রয়েছে মহা পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত আদায় প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"(সুরা তাওবা:৭১) আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধকারীর ওপর রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাকে ঈমানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ কাজ যারা করবে না তারা মু'মিন নারী পুরুষের বন্ধু হতে পারে না। বরং তারা মু'মিন নারী পুরুষ থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন কোন জাতিতে পরিণত হবে। কারণ মু'মিন নারী পুরুষই কেবল পারস্পরিক বন্ধু। তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য তাদের জীবনাচরণের অন্তর্ভুক্ত। এ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে।

"আর তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম হবে।"(আলে ইমরান:১০৪) অত্র আয়াতে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনকারীদের সফলকাম বলা হয়েছে।

আল কুরআন ও হাদীসে আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পার্থিব মুসিবত ও পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বলা হয়েছে। তাছাড়া যারা এ দায়িত্ব পালন করবে না তারা জালিম হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তারা দুনিয়ার জীবনে পদদলিতও লাঞ্জিত হবে।

"বনী ঈসরাইলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে লানত করা হয়েছে। এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না যা তারা করত। তারা যা করত অবশ্যই মন্দ ছিল।"(সুরা মায়েদা:৭৮-৭৯) অত্র আয়াতে আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা আল্লাহর লানত, গযব ও ঘৃণার কারণ এবং এ কারণেই তাদেও দুনিয়া আখিরাতের জীবনে কঠিন শাস্তি নেমে আসবে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা প্রদানে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

কোথাও মন্দ ও অন্যায় কাজ হচ্ছে আর তা দেখে চুপ করে বসে থাকলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। সুতরাং আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি থেকে দুরে থাকা যায়।

এটি একটি বিশাল ইবাদাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য সহযোগীতা করো। আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ উল্লেখিত আয়াতের হুকুমকে বাস্তবে রূপায়ন করা হয়।

সমাজ ও সভ্যতায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সকল প্রকার বিকৃতি থেকে সমাজ রক্ষা পায়। একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠে। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি পায়। ফলে একটি তাকওয়াভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠে। এই সমাজের জন্য মহান আল্লাহ আকাশের বরকতের দরজা খুলে দেন।

আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা আল্লাহর লানত, গজর ও ঘৃণার কাজ বলে সে সমাজে দুনিয়ার জীবনে কঠিণ বিপদ ও মুসিবত নেমে আসে। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্য়োগ জড়-ঝঞ্জা, সাইক্লোন ইত্যাদি সমাজকে পর্যদুস্ত করে তুলে। আর আখিরাতে তো প্রতিটি মানুষকে এ কাজ না করার জবাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"বনী ঈসরাইলের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মুখে তাদের লানত করা হয়েছে। এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করতো এবং সীমালঙ্ঘন করতো। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করতো না যা তারা করতো। তারা যা করতো অবশ্যই মন্দ ছিল।"(সুরা মায়েদা:৭৮-৭৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যে সমস্ত হেদায়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গেলো তখন যারা খারাপ কাজে বাধা দিতো তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম এবং বাকি লোক যারা দোষী ছিল তাদেও নাফরমানীর জন্য তাদেরকে কঠিণ শাস্তি দিলাম।"(সুরা আরাফ:১৬৫) এ আয়াত থেকে জানা যায় এ জনপদে তিন শ্রেনীর লোক ছিল।

এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্যত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচরণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচরণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীরদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কি লাভ? তিন, যারা ঈমানী মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে সৎ কাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদের বিরত রাখতে তৎপর ছিল। এ তিনটি দলের মধ্যে শেকে একমাত্র তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল। বাকি দল দু'টিকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করা হলো এবং নিজেদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তিভোগ করলো।

এ থেকে পরিস্কার প্রমাণিত হচ্ছেম যে জনপদে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধান লংঘন করা চলতে থাকে সেখারকার সবাই জবাবদিহির সম্মুখীন হয়। সেখানকার কোন অধিবাসী শুধু নিজেই আল্লাহর বিধান লংঘন করেনি বলেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে না। বরং আল্লাহর সামনে নিজের সাফাই পেশ করার জন্য তাকে অবশ্যই এ মর্মে প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, নিজের সামর্থ মোতাবেক মানুষের সংশোধন ও আল্লাহর সত্য দীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে সে অপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

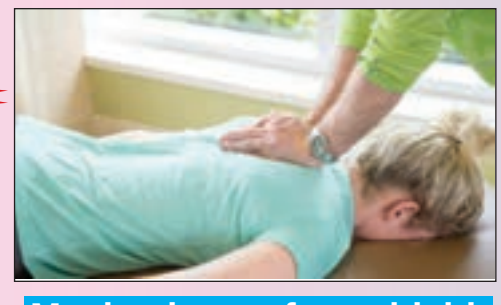
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরূদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন. "তাদেরকে পরিস্কার বলে দাও, আমার পথতো এটাই আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"(সুরা ইউসুফ:১০৮)

সুতরাং এ আয়াতের আলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যিকারের অনুসারী হতে হলে তাকে অবশ্যই আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ সা: এ কাজ করেছেন এবং তাঁর সাথীরাও এ কাজ করেছেন। আর এ কাজটিই ছিল তাঁর প্রকৃত পথ। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আমাদের প্রত্যেককে এ পথে চলতে হবে তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে। এটি রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালণ করে গেছেন। আমাদেরকেও অবিরত এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে মৃত্যুর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত


WE ARE OPEN
We have missed you


Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients
Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন
মিয়ানমারের ওপর কার্যকর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োজন

বুধবার রাজধানী ঢাকাতে 'ডিপ্লোম্যাটস পাবলিকেশন্স' আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তারা বলেন, মিয়ানমার ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক উৎপাদন করে রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরবরাহ করছে। এর মাধ্যমে দেশটি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। শুধু মাদক নয়, মিয়ানমার থেকে অস্ত্রও আসছে এ দেশে। এসব কারণে দেশটির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন তারা। বক্তারা বলেন, মিয়ানমার যাতে মাদক উৎপাদন ও পাচার করতে না পারে, সেজন্য ইন্টান্যাশনাল নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে মিয়ানমার থেকে ইয়াবার চালান আসতে শুরু করে। চালানকৃত ইয়াবার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তা বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক সংকট তৈরি করেছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, রোহিঙ্গারা এদেশে আসায় বহুমাত্রিক সংকট তৈরি হয়েছে। কক্সবাজার এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়েছে। বেড়েছে জনসংখ্যার ঘনত্ব। এ পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাও প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন। বস্তুত মিয়ানমার বাংলাদেশের জন্য যে সংকট তৈরি করেছে, বক্তাদের সবাই তারই সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন।

এক হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোয় অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষাধিক ইয়াবা, দেশি-বিদেশি অস্ত্র, বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ এবং বিক্রয়নিষিদ্ধ পণ্য জব্দ করাসহ ৯৭২ জন দুষ্কৃতকারীকে আটক করা হয়েছে। এ পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবেই রোহিঙ্গা সংকটের প্রকট রূপেরই প্রতিচ্ছবি। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিল মানবিক কারণে।

অথচ তারাই এখন মূর্তিমান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এই মীমাংসা হতে পারে একমাত্র রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত মিয়ানমারের ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগ করা, যাতে দেশটি তার নাগরিকদের ফেরত নিতে সম্মত হয়।

বুধবারের অনুষ্ঠানে মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত হবে মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যাতে দেশটি মাদক উৎপাদন ও সরবরাহ থেকে বিরত থাকে।



'সাইওনারা'-শিনজো আবে

মো: বজলুর রশীদ

জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে দেশটির মানুষ। বলেছে, সাইওনারা আবে, বিদায় প্রিয় নেতা আবে। গত সপ্তাহে, শুক্রবার, ৮ জুলাই, ২০২২ এক নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু হয় ৬৭ বছরের আবের। বি-পুলসংখ্যক পুলিশ সদস্যের উপস্থিতিতে পুরুষরা কালো স্যুট ও কালো টাই এবং নারীরা কালো পোশাক ও মুক্তার নেকলেস পরে টোকিওর জোজোজি মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আবেকে শ্রদ্ধা জানায়। এই মন্দিরেই তার শেষকৃত্য হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় আড়াই হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর, চীনা নেতারা জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার কাছে সমবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠান। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বার্তায় বলেন, 'আবে চীন-জাপান সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন এবং এই প্রচেষ্টায় ইতিবাচক অবদান রেখেছিলেন।' শি বলেছেন, তিনি নতুন যুগের চাহিদা পূরণের জন্য চীন-জাপান সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে আবের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন।

সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর ভাইস ডিন লিউ জিয়াংইয়ং বলেন, 'আবে চীন-জাপান সম্পর্কের উন্নতিতে কিছু অবদান রেখেছিলেন, তবে তিনি ক্ষতি এবং নেতিবাচক প্রভাবও সৃষ্টি করেছিলেন। এই নেতিবাচক প্রভাবগুলো এখনো প্রকট।' এসব বিশ্লেষণ শিনজোকে একজন বিতর্কিত স্বপ্নদ্রষ্টায় পরিণত করেছে।

দুঃখজনক কোনো পরিস্থিতিতে যখন রাজ-নীতিবিদরা মারা যান, তখন সংবাদগুলো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, ইতিহাসের শক্তিগুলোই ব্যক্তির পরিবর্তে রাজনীতির গতিপথ লেখে। জাপানের বিষয়টি একেবারে সাদা নয় এবং সত্যটি হলো, জাপানের রক্তাক্ত অতীত রয়েছে যা মূলত নিষ্ঠুর রাজকীয় অতীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের নৃশংসতা তাদের 'অসভ্য' আখ্যা দিয়েছিল। কোরিয়া যুদ্ধ, মিয়ানমার ফ্রন্টে যুদ্ধে অনেক নিষ্ঠুরতার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইতিহাস বলে, শিনজো আবের দাদা, যিনি জাপানের শাসক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি নিজেও একজন যুদ্ধাপরাধী ছিলেন। জাপান উপনিবেশবাদের মানদণ্ডে, বিশেষ করে কোরিয়ান ও চীনা জনগণের দ্বারাও বিজিত জনগণের ওপর অকথ্য অপরাধ সঙ্ঘটিত করেছিল।

আবে এবং তার উত্তরাধিকারীদের হয়তো একদিন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। তার অসামান্য অবদান হলো তিনি সংক্ষেপে 'শান্তিবাদী' জাপানকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন এবং এটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার 'সামরিকবাদী' অতীতের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে এশিয়ার রাজনীতি এবং জাপানের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বিষয়টি উদ্বেগজনক প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের সংবিধান পরিবর্তনের বিষয়টি তিনি সমাধা করে যাননি। রাজনীতিতে জনপ্রিয়তার জন্য বিষয়টি সম্ভবত উত্থাপন করতে পারেননি। তিনি ভয় করতেন হয়তো জাতি তার অ্যাজেন্ডা সমর্থন নাও করতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক পথ চলার ক্ষেত্রে বিরাট পর্বত সামনে দন্ডায়মান হবে।

আবেকে হত্যাকারী তরুণ, এমন ঘৃণ্য অপরাধ করে আত্মসমর্পণ করেছে। এতে কী বোঝা যায়? তার পরিবারের লোকদের কি প্রচুর অর্থ দিয়ে কিনে নেয়া হয়েছে, নাকি স্রেফ আবেগপূর্ণ কোনো ঘটনা? প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, প্রচন্ড ঘৃণাই হত্যাকারীকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। তদন্তের জন্য সম্ভাব্য মোটিভ গোপন রাখা হয়েছে। তবে এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, আবে জাপানে বিতর্কিত ছিলেন।

আবে চীনের সাথে জাপানের সম্পর্কের উন্নতিতে, প্রকাশ্যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সাথে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আবের ইন্দো-প্যাসিফিক নীতি তখন থেকে এশিয়ায় ন্যাটোর প্রবেশের গতি ত্বরান্বিত করার শক্তিশালী সমর্থক হিসাবে কাজ করতে থাকে।

জাপানের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবের স্থান মূলত তার ক্যারিশমা, ব্যক্তিত্বের শক্তি এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিভার বিচ্ছুরণের মধ্যে নিহিত। তার নির্দেশিত পথে জাপানের ঋণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সংস্কারগুলো ইয়েনকে দুর্বল করে দেয়। আবের অর্থনীতির দিকদর্শন আবেনোমিক্স হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

আবের সংস্কার কর্মসূচি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান আরো প্রশস্ত করে এবং সামাজিক অসন্তোষ উসকে দেয়। তার পপুলিজম তার আসল অ্যাজেন্ডা নষ্ট করে জাতিগত কুসংস্কার এবং গণমাধ্যমের প্রতি তার ম্যানিপুলেশন এবং মুক্ত সংবাদপত্রের দমনের মতো অসার প্রবৃত্তির ব্যবহার জাপানের গণতান্ত্রিক ভিত্তির ক্ষতি করেছে।

কম উৎপাদনশীলতা, বয়স্ক জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, অনমনীয় শ্রমবাজার প্রভাবিত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সংস্কারের প্রতিশ্রুতি অধরা থেকে যায়। এর উপরে, কোভিড-১৯ আবেনোমিক্স দ্বারা আনা স্বল্পমেয়াদি সুবিধাগুলো মুছে ফেলে, যেমন পর্যটনে তেজীভাব আনা এবং ক্রমবর্ধমান কাজের প্রাপ্যতা। সামনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, পপুলিস্ট, জেনোফোবিক এবং এমনকি চরম রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলো উন্নীত করার জন্য তিনি জাপানে ডানপন্থা উদ্দীপিত করতে পেরেছিলেন।

আবে, ২০১২-২০ মেয়াদে, কেবল জাপানেই নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে কাজ করেছিলেন, টোকিও ২০২০ অলিম্পিকে সফল বিডে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অর্থনীতিকে সফলভাবে সক্রিয় করেছিল যদিও মন্দা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আবে জাপানি সমাজে ডানপন্থী রক্ষণশীল চিন্তাধারার উত্থান ঘটান যা জাপানের শান্তিবাদী সংবিধান সংশোধনের জন্য তার উত্তরসূরির পথ পরিষ্কার করে দেয়। এ সবই আবের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ধারা।

জাপানের দুই বিশাল প্রতিবেশী দেশ চীন ও রাশিয়া সুদূর প্রাচ্যে তাদের নিরাপত্তা উপস্থিতি ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি ও সমন্বয় করে চলছে। এই দুটি বড় শক্তি ন্যাটোর সাথে জাপানের অংশীদারিত্ব প্রতিহত করতে চায়, তা সে যেভাবেই হোক না কেন। এটি সামনের দিনে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির প্রধান বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মস্কো খোলাখু-লিভাবে অভিযোগ করেছে যে, কুরিল দ্বীপপুঞ্জে জাপানকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রবণতা চলছে, যা আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া সেটি চুপচাপ সহ্য করবে না। জাপানের উচিত পশ্চিমাদের বাদ দিয়ে পড়শিদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর নতুন করে সাজানো ব্যূহ ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ায় সরাসরি আঘাত হানে, সেটি জাপানের রাজনৈতিক ও নীতিগত লক্ষ্যের আকর্ষণ হারাবে। প্রধানমন্ত্রী কিশিদা প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে জাপানের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানোর সব সিলিন্ডারে গুলি চালাচ্ছেন, বিশেষ করে জার্মানির সাথে। একসময় জোসেফ স্ট্যালিনের অধীনে নাৎসি জার্মানি এবং ইম্পেরিয়াল জাপানের সাধারণ উদ্বেগের ওপর ভিত্তি করে ১৯৩৬ সালে অ্যান্টি-কমিনটার্ন চুক্তি নামে একটি জোট সৃষ্টি হয়েছিল। নিঃসন্দেহে আবে ভারতেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তবুও, 'এশিয়ান ন্যাটো' প্রতিষ্ঠার পথে জাপানের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে ভারত এই নতুন মাত্রাটি কতটা সমর্থন করে তা স্পষ্ট নয়।

শান্তিবাদী পথ থেকে সরে আসায়, জাপানের প্রতিবেশী দেশগুলোসহ চীন, উত্তর কোরিয়া এমনকি দক্ষিণ কোরিয়াও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০১৬ সালে তিনি 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক'-এর ঘোষণা করেছিলেন; সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল'-এর অনুপ্রেরণা বলে মনে করা হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত, যা চীনকে লক্ষ্য করে বানানো। এটি এই অঞ্চলে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তাকে বাড়িয়ে তুলতে শুরু করেছে। মার্কিন নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল ও ন্যাটোর সাবেক সর্বোচ্চ মিত্র কমান্ডার জেমস স্ট্যাভরিদিস ব্লুমবার্গে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, আবে 'কোয়াডের জনক'।

আবের **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

কম উৎপাদনশীলতা, বয়স্ক জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, অনম-নীয় শ্রমবাজার প্রভাবিত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সংস্কারের প্রতিশ্রুতি অধরা থেকে যায়। এর উপরে, কোভিড-১৯ আবেনোমিক্স দ্বারা আনা স্বল্পমেয়াদি সু-বিধাগুলো মুছে ফেলে, যেমন পর্যটনে তেজীভাব আনা এবং ক্রমবর্ধমান কাজের প্রাপ্যতা। সামনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, পপুলিস্ট, জেনোফোবিক এবং এমনকি চরম রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলো উন্নীত করার জন্য তিনি জাপানে ডানপন্থা উদ্দীপিত করতে পেরেছিলেন।

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
ফজর	৪.১৫	৪.১৬	৪.১৭	৪.১৯	৪.২০	৪.২১	৪.২১
সূর্যোদয়	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১
জোহর	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২
আসর	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৪
মাগরিব	৮.১৯	৮.১৮	৮.১৭	৮.১৬	৮.১৫	৮.১৪	৮.১৩
এশা	৯.৪৯	৯.৪৮	৯.৪৬	৯.৪৫	৯.৪৪	৯.৪২	৯.৪১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
পাশ্চাত্যের নিষেধাজ্ঞা এবং বিশ্বব্যাপী মানবিক বিপর্যয়

এ কে এম আতিকুর রহমান

গত ৭ জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত আটতলা ভবনটি উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এক দেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে বিশ্বের মানুষকে শাস্তি দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। তাই এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরে আসা মনে হয় বাঞ্ছনীয়। আমি মনে করি সকলে সেটাই চাইবে।' বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই শামিল। কারণ এই সিদ্ধান্ত বিশ্বের জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। উন্নত দেশসহ গোটা বিশ্ব এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ রকম চলতে থাকলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বাংলাদেশ তার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে যে পণ্যগুলো আমদানি করে থাকে, সেসবের সহজলভ্যতা থাকছে না, আমদানি কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে আমরা চেষ্টা করছি উৎপাদন বাড়ানোর। আমাদের খাদ্য যেন আমরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি সে ব্যবস্থাও আমরা করব। যদি অন্যকে সাহায্য করতে পারি সেটাও করব। কিন্তু উৎপাদন করতে গেলে আমাদের সার প্রয়োজন, ডিজেল প্রয়োজন, বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন–সেটা আমরা পাচ্ছি না।' এ ছাড়া তিনি নিষেধাজ্ঞার কারণে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য পরিবহন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারও উল্লেখ করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে বিশ্বের মানুষ আর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তিনি মনে করিয়ে দেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা এমন একসময়ে বাংলাদেশকে আঘাত করেছে, যখন দেশটি করোনা মহামারির বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

আমরা জানি, এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পরপরই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুরু করে। ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তেল, গ্যাস ও কয়লা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্দেশ দেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা কি রাশিয়াকে ইউক্রেন আগ্রাসন থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে বা হবে? তা না হলে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগীরা এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল কেন? এই নিষেধাজ্ঞা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনছে না, বরং বিশ্বের মানুষ যখন কভিড-১৯-এর তীব্রতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, তখন তাদের দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

লক্ষণীয় যে নিষেধাজ্ঞা এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে পণ্যের উচ্চমূল্য এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মন্থরতার জন্য অবদান রাখতে শুরু করেছে। আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৬.১ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৩.৬ শতাংশে নেমে আসবে? এমনকি নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী জোটের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলো জ্বালানির, বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য রাশিয়ার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এমনও হতে পারে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু সদস্য তাদের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে জ্বালানির ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের বিরোধিতা করতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পুতিনকে তাঁর ইউক্রেন আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আরোপকৃত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার যুদ্ধচেষ্টার ওপর খুব সামান্য প্রভাবই ফেলতে পেরেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রল, ডিজেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার জ্বালানি উৎপাদনকারীরা আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বোচ্চ দরদাতাদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে আকাশছোঁয়া বৈশ্বিক মূল্য থেকে আরো বেশি লাভের সুযোগ নেওয়ার জন্য অবশ্যই মার্কিন বা ইইউ দেশগুলোর আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোর পক্ষে)। সময়টা সত্যিই কঠিন, বিশেষ করে যখন বিশ্ব দুই বছরেরও অধিক সময় জুড়ে থাকা করোনা মহামারির প্রকোপ থেকে উত্তরণের দিকে যাচ্ছিল।

যাই হোক, নিষেধাজ্ঞার কারণে কৃষি-বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত



বিলম্ব করবে না। অপরিশোধিত তেল, গ্যাস এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের মার্কিন রপ্তানিকারকদের জন্য লাভের এই প্রয়াস তাদের নিজেদের গ্রাহকদের জন্য এই পণ্যগুলোকে ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে। সেখানকার জনগণ এরই মধ্যে বিঘ্নিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছে বলেও জানা গেছে।

যেহেতু রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বহুপক্ষীয় কিন্তু বৈশ্বিক নয়; তাই পরিস্থিতি রাশিয়ার জন্য অন্য দেশগুলোর, যেমন–ব্রাজিল, চীন, মেক্সিকো, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের বাইরে) সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক খোঁজার বিকল্প তৈরি করতে পারে। তবে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী জোটের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ওই দেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য ওই দেশগুলোর সাহসের ওপরও নির্ভর করে (বিশেষ করে হবে এমনটা বিশ্ববাসী কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তবে এটা সত্য, যুদ্ধ এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী শস্য ও সারের বাজারকে ব্যাহত করেছে, বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো তাদের জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে ব্যর্থ হলে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সময়ের মধ্যে খাদ্যপণ্যের দাম উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। উচ্চ বৈশ্বিক পণ্যের দাম শেষ পর্যন্ত অনেক দেশে ত্বরান্বিত ও দীর্ঘায়িত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণ হবে। উচ্চ দ্রব্যমূল্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দুর্বল করলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

যদি যুদ্ধ চলতে থাকে এবং একই সঙ্গে নিষেধাজ্ঞাও অব্যাহত থাকে, নিঃসন্দেহে পণ্যের দাম বাড়বে, কিছু পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাতের ঘটনা বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারে চাপ আরো গভীর হবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত অনেক দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতার সমীকরণ এবং শক্তিধর দেশগুলোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দেশের রুখে দাঁড়ানো সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেকোনো বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশ একটি শান্তির পৃথিবী দেখতে পছন্দ করে। কখনো কোনো দেশের আগ্রাসনের নীতি সমর্থন করে না। বাংলাদেশ আগ্রাসনকে মানবতাবিরোধী কাজ বলে মনে করে। আর যে যুদ্ধ শুধু ধ্বংস করতে জানে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তাকে কোনো দেশই স্বাগত জানাতে পারে না। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনকে সমর্থন করে না। একই সঙ্গে সেই আগ্রাসনকে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ এমন কোনো কর্মকান্ডকে স্বাগত জানাতে পারে না, যা বিশ্ববাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আরো দুর্বিষহ করে তোলে। এ ক্ষেত্রে দুটি কর্ম একই পর্যায়ে পড়ে, অর্থাৎ মানবতাবিরোধী বলে বিবেচিত হয়, বিশ্বশান্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হয়। বাংলাদেশ কিভাবে তা সমর্থন করতে পারে?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞা প্রদানকারী দেশগুলোকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে তারা এ ব্যাপারে যথাযথ উপায় খুঁজে বের করবে, যাতে এই নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের জনগণসহ বিশ্বের সব মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না করে, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রবৃদ্ধির মসৃণ গতি বাধাগ্রস্ত না হয়। আমরা বিশ্বাস করি, তাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে বিশ্ব যখন কভিড-১৯-এর তীব্রতা থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন এমন কিছু চাপানো উচিত নয়, যা মানুষের জীবনে আরো দুর্দশা বয়ে আনতে পারে। স্পষ্টতই বিষয়টি একটি মানবিক উদ্বেগ এবং তা প্রকাশ করার ও সম্মান করার অধিকার বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের রয়েছে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

আওয়ামী লীগ কেন বিএনপির সঙ্গে সংলাপে বসবে

সোহরাব হাসান



নির্বাচন কমিশন যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে, তাতে আশার চেয়ে হতাশার কথাই বেশি শোনা যাচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, তারা নির্বাচন কমিশন আহূত সংলাপে যাবে না। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনই তাদের দাবি। এর বাইরে কিছু তারা মানবে না। বিএনপির কয়েকটি মিত্র দলও একই অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে।

বিএনপি সংলাপে না গিয়েও প্রবলভাবে উপস্থিত। প্রতিদিনের আলোচনায় বিএনপির প্রসঙ্গ আসছেই। সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, বিএনপির মতো বড় দল নির্বাচনে না এলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না। নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসায় তিনি পরস্পর বিপরীত অবস্থানে থাকা আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে আলোচনায় বসারও পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, দুই দলকে বসানোর বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কিছু করণীয় নেই। এর আগে সিইসি মাঠ ছেড়ে না দিয়ে তলোয়ারের বিরুদ্ধে তলোয়ার বা রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সিইসি কাউকে তলোয়ার ও রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলতে পারেন কি না। পরে সিইসি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, তিনি তলোয়ার ও রাইফেলের প্রসঙ্গটি বলেছেন কৌতুক করে। এটি 'মিন' করেননি। সিইসির এই বক্তব্যে যে নির্মম সত্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো, নির্বাচনের নামে দেশে শক্তি পরীক্ষার মহড়া চলেছে। নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চায়, প্রথমে তাদের কর্তব্য হবে নির্বাচনী মাঠকে তলোয়ারমুক্ত করা। বিএনপি বা অন্য দল মাঠ ছেড়ে দিলেও সন্ত্রাস ও হানাহানি বন্ধ হয়নি, তার প্রমাণ গত বছর অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, উচ্চ ঋণ নিয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা বারবার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে না। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা না হোক, নির্বাচন নিয়ে কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘটলে তা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা আমাদের আছে কি না?

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, গত ৫ মাসে নির্বাচনী সংঘাত ও হানাহানিতে সারা দেশে ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের নির্বাচনে। এই দুই ধাপে যথাক্রমে ৩০ ও ২৬ জন নিহত হয়েছেন। প্রথম ধাপে দুই ভাগে নির্বাচন হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের নির্বাচন হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। মূলত তখন থেকেই সারা দেশে নির্বাচন ঘিরে সংঘাতময় পরিস্থিতি দেখা দেয়। প্রথম ধাপে ৫ জন, চতুর্থ ধাপে ১০, পঞ্চম ধাপে ২৩ ও ষষ্ঠ ধাপের ইউপি নির্বাচন ঘিরে সহিংসতায় এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে। (প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারী ২০২২)

সিইসি কী বলেছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা কী করেছে। কীভাবে তারা নির্বাচনটি করতে চাইছে? বর্তমান নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নানা ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। তারা পেশাজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। সাবেক সিইসি ও নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের দাবি দাওয়া জানাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো, আলোচনার বদলে সবকিছু তারা রাজপথে ফয়সালা করতে চায়।

বিএনপি আমলে একাধিকবার আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিশিষ্ট পাঁচ নাগরিক দুই পক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছিলেন। কমনওয়েলথ প্রতিনিধি স্যার নিনিয়ান এসেছিলেন। কোনো ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ প্রায় সব দলকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বিএনপি সরকারের শেষ দিকে নির্বাচন নিয়ে নতুন করে সংকট দেখা দেয়। ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও আলোচনায় বসেছিলেন। কোনো ফল হয়নি।কেননা তারা ফটোসেশন করার মালিক হলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক ছিলেন না। যারা মালিক ছিলেন, তারা সমঝোতায় আসতে রাজি হননি।

> ***১৯৯৬ সালের ১২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বিএনপি সরকারের শেষ দিকে নির্বাচন নিয়ে নতুন করে সংকট দেখা দেয়। ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও আলোচনায় বসেছিলেন। কোনো ফল হয়নি।কেননা তারা ফটোসেশন করার মালিক হলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক ছিলেন না।***

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও ২০১৩ সালে জাতিসংঘের রাজনীতিবিষয়ক সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো এসে দুই দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে রাজনৈতিক সমঝোতা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সমঝোতা হয়নি। সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিএনপির নেতারা সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দেন। ২০১৮ সালে বিএনপি সে রকম কোনো সুবিধা ছাড়াই নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের ব্যানারে নির্বাচন করে মাত্র সাতটি আসন পায়।

এবারে কী হবে? আওয়ামী লীগ যদি একতরফা নির্বাচন করার উদ্যোগ নেয় এবং বিএনপি ও তাদের সহযোগীরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে, কী পরিস্থিতি হবে? বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ সংকটে আছে। জ্বালানির স্বল্পতার জন্য এলাকাভিত্তিক লোডশেডিং দেওয়া শুরু হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, উচ্চ ঋণ নিয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা বারবার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে না। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা না হোক, নির্বাচন নিয়ে কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘটলে তা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা আমাদের আছে কি না?

যদি না থাকে, তাহলে সরকারের উচিত হবে নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনায় বসা; যার ইঙ্গিত সিইসিও দিয়েছেন। আলোচনার অর্থ এই নয় যে প্রতিপক্ষের দাবি পুরোপুরি মানতে হবে। নির্বাচন নিয়ে যে দেশে একটা সমস্যা আছে, এটি ক্ষমতাসীনদের স্বীকার করতে হবে। তাঁরাই বলছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০১৪ ও ২০১৮-এর মতো হবে না। তাহলে কেমন নির্বাচন হবে, সেটাও তাঁদের পরিষ্কার করে বলতে হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের নেতারা বিএনপির প্রতি বিদেশিদের কাছে ধরনা না দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু বিএনপির নেতারা, তথ্যমন্ত্রীর ভাষায়, কেন রাত-বিরাতে বিদেশিদের কাছে ধরনা দেন, তা বলছেন না। বিএনপি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়েছে। তারা মনে করে, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। বিএনপির আমলে আওয়ামী লীগও একই কথা বলত। সে সময়ে আওয়ামী লীগের দাবি যদি যৌক্তিক হয়ে থাকে, আওয়ামী লীগও এখন সেই দাবিকে অযৌক্তিক ও অসাড় প্রমাণ করবে কীভাবে? দুই সরকারের মধ্যে পার্থক্য হলো বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দল নির্বিঘ্নে সভাসমাবেশ করেছে। এখন বিএনপি সেটি করতে পারছে না।

আমরা মনে করি, এই সংকটকালে নির্বাচন নিয়ে আরেকটি সংকটের ভার বহন করা ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হতে হবে। যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা জনগণের জন্য রাজনীতি করেন তারা কী বলেন?

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা বাংলাদেশী ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন জেলাশহর বা বিভাগীয় শহরে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা

(১২ পাতার পর)

বাণী নিভৃতে না কাঁদে। তবে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ নির্মূল কেবল সরকারের কাজ নয়; এজন্য চাই জনতার অংশগ্রহণ; চাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ।ইদানীং সরকার ও বিরোধী দলের নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িকতা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ব্যাপার বলে দায়ভার এড়ানোর চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক বলেই সব দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে? ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ঘটেছে বলে কি নেপাল-ভুটান তা অনুসরণ করছে? দু-চারটি দেশ ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রয়েছে। আমাদের ভাবতে হবে, আমরা এখন কোনটি অনুসরণ করব?

আমরা কি শুধু ভারতের মৌলবাদের উত্থান দেখব, না এর বিরুদ্ধে ধর্মমত নির্বিশেষে যাঁরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, সেদিকেও তাকাব। আমাদের ভুললে চলবে না, যেমনভাবে জামায়াত-হেফাজত বাংলাদেশের অন্তরাত্মার প্রতিনিধি নয়; তেমনি বিজেপি-আরএসএস-বজরংসহ হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের অন্তরাত্মার প্রতিনিধিত্ব করে না। আজ সময় এসেছে বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে মিলে সব মৌলবাদ রুখে দাঁড়ানোর। জানি এ প্রশ্নে এখন রাষ্ট্রনেতাদের এক হওয়ার বাস্তবতা নেই। তবে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রগতিশীল মানুষ একসঙ্গে ওমৌলবাদ নিপাত যাক্ আওয়াজ তুলতে পারেন; সার্কভুক্ত দেশের বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, লেখক, শিল্পী, খেলোয়াড় প্রমুখ অগ্রসর চিন্তার মানুষ সম্মিলিতভাবে ওসাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আঞ্চলিক নাগরিক মঞ্চ গঠন করতে পারেন। প্রথমত, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, খেলোয়াড় প্রমুখ শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে বাংলাদেশে ওসাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় নাগরিক মঞ্চ গঠনের আহ্বান জানাই।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশনে কেস ফাইল করাঃ

আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আমরা আজ ইমিগ্রেশনের কেস ফাইল করা সম্পর্কে উল্লেখ করছি। ইমিগ্রেশনের অধিকাংশ কেস ফইল করা খুব সাধারণ ও সহজ। ইমিগ্রেশনের ওয়েব সাইটও অত্যন্ত সহায়ক। এই ওয়েব সাইটটি খুব সতর্কতার সঙ্গে দেখে নেওয়ার জন্য আমরা সবাইকে পরামর্শ দেই। কিংবা না বুঝতে পারলে বা কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে ইউএস সিআইএস'র সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও কোন কেস ফাইল করার আগে কোন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে। কেস ফাইল করার আগে আমরা নিচে কয়েকটি ধাপ উল্লেখ করছি যা অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপযুক্ত ফরমঃ

উল্লেখ্য যে, একটি ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ফরম পূরণ করতে হবে। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হবে উপযুক্ত ফরম বা ফরমসমূহ নির্ধারণ করা ফরম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর আরো নিশ্চিত হতে হবে যে সাম্প্রতিক ভার্সনের ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফরম সংশোধন করে থাকে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরনো ভার্সনের ফরম আর গৃহীত হয় না। যদি কেউ পুরনো ফরম ব্যবহার করে তবে তার কেস প্রত্যাখ্যান হবে এবং তা ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট থেকে ফরমটি নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ইউএসসিআইএস'র কাছে আবেদন করে মেইলেও ফরম পাওয়া যেতে পারে।

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিচের নির্দেশনাবলী ভালো করে পাঠ করুনঃ

সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে ফরম পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফরমেই নির্দেশাবলী দেয়া থাকে। ফরমে দেয়া নির্দেশাবলী আবেদনকারীকে খুব ভালো করে পড়ে নিয়ে সেটা অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক ফরমের নিচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসঃ

প্রত্যেক আবেদনের নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। প্রত্যেক ফরমে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তালিকা রয়েছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা আছে ফরমে। উদাহরণ স্বরূপঃ ফরমে জন্ম সনদ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার জন্ম সনদ কখনো রেজিস্টার করা হয়নি। এক্ষেত্রে আপনি আপনার জন্ম সনদের পরিবর্তে জন্মের দুটি এফিডেভিট সাপোর্টিং হিসেবে যুক্ত করাতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে অথবা অন্য ভাষার সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদের কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে। ফরমের সঙ্গে অরিজিনাল কপি পাঠালে সেটা রেকর্ডের অংশ বলে গণ্য হবে এবং ইমিগ্রেশন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত দিবে না। সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলো কাগজের একদিকে লিখিত হতে হবে।

ইমিগ্রেশন ফিঃ

প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদানর করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি'র অধিক প্রদান করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে আপনার আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যেমনঃ 'আই-১৩০ ফরমের জন্য পাঠাতে হবে ৫৩৫ ডলার। সেক্ষেত্রে আপনি যদি ৪৫০ ডলার চেক পাঠান, তবে ইমিগ্রেশন সেটা আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইমিগ্রেশন মাঝে মধ্যে ফি সংশোধন করে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?



ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হচ্ছে কিনা। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সঠিক ঠিকানা পাওয়া যাবে। আপনার নিজ ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন করার ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইউএস পোস্ট অফিস অথবা এক্সপ্রেস মেইলেও আবেদন করা যাবে। অধিকাংশ সময় এক্সপ্রেস মেইলের ঠিকানা ইউএস পোস্ট গীফসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে আমাদের। উদাহরণঃ আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনি আপনার পিতা-মাতার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে এবং ইমিগ্রেশন ফি'র জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। আপনি একসঙ্গে উভয় ফরম মেইল করতে চাইলে আপনাকে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করাই সহজ এবং সাধারণ। তবে প্রয়োজনে একজন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। কোন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করলে আপনার সময় বাঁচবে। সেই সাথে জটিলতা এড়ানো যাবে। ভুল এবং বেঠিক তথ্য দিলে কতিপয় সুবিধা থেকে আপনি বঞ্চিত হতে পারেন। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যাবে। তবে আপনার পরিস্থিতি যদি ব্যতিক্রমী হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইমিগ্রেশনের প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আমরা বলে থাকি। প্রয়োজনে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ প্রফেশনালের সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হলে তাতে করে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উত্তম বলে আমরা মনে করি।

এ ব্যাপারে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধরাণা লাভ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে ভাবনা

প্রফেসর ড. মো: কোরবান আলী

নতুন শিক্ষাক্রম অনুমোদন দিয়েছে সরকার। জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি। এক পলকে তা আমরা দেখে নিই :

এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ২০২৩ সাল থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে (শুক্র ও শনিবার) দু'দিন ছুটি থাকবে; পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা থাকবে না। অর্থাৎ, দশম শ্রেণীর আগে কোনো কেন্দ্রীয় বা পাবলিক পরীক্ষা নেই। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্তও কোনো পরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৪০ আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ৩০ শতাংশ মূল্যায়ন হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বিজ্ঞান, মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজ বলতে মাধ্যমিকে কোনো বিভাগ থাকবে না। এটি চালু হবে এইচএসসিতে। দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচির ওপরই বোর্ড পরীক্ষায় এসএসসির ফল হবে। প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের জন্য আলাদা বই থাকবে না, শিক্ষকরাই শেখাবেন। প্রাথমিকে পড়তে হবে আটটি বই।

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ ধরনের শেখার ক্ষেত্র ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হলো- ১. ভাষা ও যোগাযোগ, ২. গণিত ও যুক্তি, ৩. জীবন ও জীবিকা, ৪. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, ৫. পরিবেশ ও জলবায়ু, ৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ৮. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, ৯. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ১০. শিল্প ও সংস্কৃতি। এখন



প্রশ্ন হলো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটরা কি স্কুলে চাকরি করবেন না? করলে কোন বিষয়ের শিক্ষক হবেন? একমাত্র গণিত ছাড়া আর সব বিষয়ই গ্র্যাজুয়েটদের বেসিক ডিগ্রির আওতার বাইরে! এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই বা কোন বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দেবে?

ধরুন ১০০ নম্বরের বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠ দানের জন্য কি পদার্থ বিজ্ঞান না ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন না ফলিত রসায়ন, জীববিদ্যা না প্রাণিবিদ্যার প্রার্থীকে নিয়োগ দেবে? আর কোন বিষয়ের প্রার্থীই বা এ পদের জন্য দরখাস্ত করবেন? একইভাবে সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান ও গ্র্যাজুয়েটেরা দারুণ বিপত্তির মুখোমুখি হবেন। আর গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ পাঁচ-ছয়গুণ কমে যাবে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে। তাই সময় থাকতেই বিষয়টি নিয়ে সব মহলের চিন্তাভাবনা করা দরকার। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সোচ্চার হওয়া দরকার।

আরেকটি বিষয়ে ভাবা দরকার, তা হলো- নতুন শিক্ষাক্রমে লাভ কার? প্রাথমিকভাবে যেটি অনুমান করছি, তা হলো- ১০টি নতুন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। একটি বিশেষ ঘরানার লেখকদের হবে পোয়াবারো। এর সাথে বই সিলেকশনের বাণিজ্যও হবে রমরমা। আর সর্বনাশ পুরনো লেখকদের।

আরেকটি বিষয় হলো- কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো? আমার চিন্তা হচ্ছে, যে ১০টি বিষয়ে পাঠ দান করা হবে সবগুলোরই কেন ছদ্মনাম? ২০১০ সালের শিক্ষানীতির ছত্রছায়ায় ইসলামী শিক্ষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। জানি না নতুন এ শিক্ষাকার্যক্রম ধর্মশিক্ষার ওপর আরেকবার আঘাত হানার আয়োজন নয় তো? আরো দু'টি বিষয় আমি বিবৃত করতে চাই।

ভাষা শিক্ষা ও যোগাযোগ:

বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে গিয়ে কিছু অতি উৎসাহী মহল অন্যান্য ভাষার প্রতি আক্রমণ করে বসে, তাতে সরাকারকেও বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয়। এমন কোনো মহলের প্ররোচনায় এ জাতীয় ছদ্মনাম করা হয়নি তো। তাই এ ছদ্মনাম পরিহার করে কি কি ভাষা শিখাবেন তা জনগণকে জানতে দিন। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে- এটিই বাস্তব। এ ছাড়া সার্বিক দিক বিবেচনায় আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধন অতীব জরুরি। কারণ এ দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। তারা যে ঐশী গ্রন্থের অনুসারী তা জানা ও বোঝার জন্য আরবি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করা অপরিহার্য। এ ছাড়াও বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য ধর্মের যে সব লোক রয়েছে তাদের ধর্মকে জানা ও বোঝার জন্য যেসব ভাষা রয়েছে সেগুলোরও উৎকর্ষ সাধন করা দরকার। এ ছাড়া বৈশ্বিক প্রয়োজনে যে ভাষা শিক্ষা দেয়া দরকার তা শেখালে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা:

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা কোনো ব্যক্তি , কোনো গোষ্ঠী বা সংগঠনের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়া যায় না। বাংলাদেশে যে সব ধর্মের লোক আছে তাদের নিজ নিজ ধর্মশিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমেই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অর্জন করা সম্ভব। তাই সব ধর্মের শিক্ষার সুযোগ করার জন্য ৯ নম্বর বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা নামকরণ করাই শ্রেয়।

এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিকে কোনো বই থাকবে না। আবার প্রথম শ্রেণীতে আটটি বই। সব কিছু কি অসংলগ্ন মনে হচ্ছে না? প্রথম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ চারটি বই থাকা দরকার। তাহলে বাংলা, ইংরেজি ও ধর্মীয় বইয়ের বর্ণমালা শিক্ষা এবং গণিতের সংখ্যার ধারণা দেয়া যাবে। প্রথম শ্রেণীতে আটটি বই দিয়ে যে বোঝা বাড়ানোর আয়োজন করা হয়েছে তা শিশুদের মেধা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। শিশুদের মেধা বিকাশের স্বার্থে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছয়টি বইয়ের অতিরিক্ত পড়ানো উচিত নয়। এ সব পরামর্শ কি বই লেখক, প্রকাশক ও অনুমোদন বাণিজ্যের ধোপে টিকবে?

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক





বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন
দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

পুঁজিবাদের দুই চেহারা



ড. মাহবুব উল্লাহ্

বিশ্বের পরাশক্তিগুলো নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর রাষ্ট্র। প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান পরাশক্তি হিসাবে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। শুধু প্রযুক্তি নয়, যুক্তরাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল রাখার ব্যাপারে কোনো আপস করেনি। আমেরিকান পুঁজিবাদ স্বল্প শিক্ষিত আমেরিকানদের স্বার্থে কাজে লাগছে না। গত ৫০ বছরে ভালো চাকরি না পাওয়া এবং প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাওয়ার ফলে ওখানকার জীবন কঠিন হয়ে উঠেছে। জীবনযাপন কঠিন হয়েছে জীবনযাত্রার মান কমে যাওয়া এবং শ্রমিক শ্রেণির জীবনকে প্রায় মূল্যহীন ভাবার ফলে। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে বিদ্যমান কিছু প্রতিষ্ঠান, যেমন বিয়ে-শাদি, গির্জা এবং কমিউনিটি যারা দুঃখ-কষ্টে আছে তাদের সাহায্য করত। এখন এই প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বেকার ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে। সমাজে পরিচয় এবং মর্যাদা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে। জীবনের যে অর্থ ছিল তাও হারিয়ে গেছে। আত্মহত্যার ওপর বিশিষ্ট গবেষক ও সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুরখিম বেঁচে থাকলে বলতেন আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হলো, একদিকে ইচ্ছাপূর্বক আত্মহনন এবং অন্যদিকে সমাজে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে দুশ্চিন্তা এবং নেশাগ্রস্ত হওয়ার মতো রোগ দেখা দিচ্ছে। নেশার ফলে অস্থিরতাজনিত মৃত্যুও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন হলো, সমাজজীবনে নেতিবাচক প্রবণতা কেন বাড়ল এবং কীভাবে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? সামন্তবাদের অবসানে পুঁজিবাদের উত্থান সমাজে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগুলো সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের সামাজিক অবস্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয় না, এটা নির্ধারিত হয় মানুষের যোগ্যতা এবং দক্ষতার মাপকাঠিতে।

পুঁজিবাদের প্রধান দুটি শক্তির উৎস হলো প্রতিযোগিতার শক্তি এবং মুক্তবাজার। পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে মানুষের দুর্দশা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। লাখ লাখ মানুষ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো পুঁজিবাদের কারণে সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। গত ২৫০ বছরে এসব দেশে দ্রুততার সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত ও চীনে গত ৫০ বছরে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত উদ্যোগ মানুষকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। এই পরিবর্তন ঐতিহাসিকভাবে দৃষ্টি কাড়ে এবং পৃথিবীর অনেকাংশে এই ধরনের পরিবর্তন মানুষের সামাজিক জীবনে যা কিছু শুভ ও মঙ্গলময় সেসবের বিকাশ ঘটিয়েছে। পরিবর্তনের এই গল্পে বাণিজ্য, উদ্ভাবনা এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিগমন ইতিবাচক উপাদান হিসাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। এখন আমরা লক্ষ করছি, এক দেশের মানুষ অন্য দেশে যাচ্ছে অভিবাসী হয়ে। দেশ-দেশান্তরে মানুষ এখন কর্মসংস্থানের জন্য যাতায়াত করে। দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মজীবী মানুষ বাজার থেকে আশানুরূপভাবে উপকৃত হচ্ছে না। বর্তমানে আমরা পুঁজিবাদের সবচেয়ে খারাপ চেহারাটি দেখছি। স্বাস্থ্যরক্ষা শিল্প নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের কাছে পুঁজিবাদের হিংস্র চেহারাটি ধরা পড়ে।

> *পুঁজিবাদের প্রধান দুটি শক্তির উৎস হলো প্রতিযোগিতার শক্তি এবং মুক্তবাজার। পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে মানুষের দুর্দশা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। লাখ লাখ মানুষ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো পুঁজিবাদের কারণে সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। গত ২৫০ বছরে এসব দেশে দ্রুততার সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে।*

অর্থনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজারকে পরিহার করে তার জায়গায় অন্য কিছু নিয়ে এলে সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের দেখতে হবে সত্যিকার অর্থে খাঁটি মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার কীভাবে ক্রিয়াশীল করা যায়। বাজার কাঙ্ক্ষিত রূপে কাজ করছে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষমতা উত্তরোত্তর শ্রমজীবীদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার।

আজকের দিনের আমেরিকায় অসাম্যকে প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা হয়। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এটাকে বর্তমান সময়ের নির্ধারক চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক বামপন্থি যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেন, আমেরিকার জন্য একটি পুনর্বণ্টন কর্মসূচি প্রয়োজন। এই কর্মসূচি হলো ধনীদের ওপর বেশি করে কর আরোপ করে তা গরিবদের নিকট হস্তান্তর করা। গণদ্রব্য তৈরি করার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে যার ফল সবাই সমানভাবে ভোগ করবে। অসাম্যের সমস্যাটি একটি গভীর সমস্যা। আমেরিকায় এখন যে সমাজ বিরাজ করছে তা বহুলভাবে রবিনহুড সমাজের প্রতিরূপ হিসাবে আয়নায় দেখা যায়। এই সমাজেও পুনর্বণ্টন হচ্ছে। কিন্তু তা ওপর থেকে নিচের দিকে নয়। বরং নিচ থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছে।

অর্থাৎ গরিবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে যাচ্ছে। রবিনহুড ধনীদের সম্পদ লুট করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা যেভাবে চলছে তা আসলে গরিবদের কাছ থেকে ধনীদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়ার শামিল। কেউ যুক্তি দিতে পারে, গরিবদের কাছ থেকে লুট করা লাভজনক নয়। কারণ, তাদের সামান্যই আছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক। অন্যদিকে ধনীরা সংখ্যায় কম। ফলে বিপুলসংখ্যক গরিবের কাছ থেকে অল্প অল্প করে ধনীদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার পরিমাণ অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

এই যে গরিবদের কাছ থেকে সম্পদ ধনীদের কাছে চলে যাচ্ছে, তাতে করে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের পরিস্থিতিটি এমন নয় যাতে করে গরিবদের হাত থেকে সম্পদ ধনীদের হাতে যাওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদে এমনভাবে কাজ করার কথা নয়। তবে এই ঝুঁকিটি থেকেই যায়। আমেরিকান অর্থনীতির বিরাট অংশ এমনভাবে দখল হয়ে গেছে, যার ফলে ধনীরা সরকারের সম্মতি এবং যোগসাজশে এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। অসাম্যের সমস্যাটি এরকম যে এতে যারা ওপরে অবস্থান করছে, সম্পদ ও আয়ের দিক থেকে তারা সেটা করতে পারছে দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে। আমেরিকানরা অসাম্যজর্জরিত একটি সমাজে বাস করছে। এই সমাজে শুধু অসাম্য বিরাজ করে এমনটি নয়। এ সমাজে ইনসাফেরও অভাব আছে। যদি কেউ ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্য সবার উপকার করে, তাহলে তা নিয়ে আপত্তি করার খুব কারণ নেই।

নিম্ন মজুরিভুক্ত শ্রমজীবীরা তিন ধরনের হুমকির সম্মুখীন। এ ব্যাপারে ব্যাপক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বল্প দক্ষ শ্রমজীবীরা অন্য দেশ থেকে আগত কম মজুরির শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে যায়। অন্য দেশে গেলেও সেখানে কম দক্ষ আমেরিকান মজুরদের প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়টির একাধিক মাত্রা রয়েছে। এক সময় শিল্পোন্নত দেশ থেকে বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি হতো। এখন অনুন্নত দেশে কিছু পণ্যসামগ্রী কম মজুরির শ্রমিকরা উৎপাদন করে। এদিক থেকেও যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা অন্য দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। প্রতিযোগিতা শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষে প্রতিযোগিতা নয়। এখন শ্রমিকদের দিনে দিনে অধিকতর হারে রোবটের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করতে হয়।

রোবট অনেক ধরনের কাজ করতে পারে। রোবটের জন্য স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন নেই। অথবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধারও প্রয়োজন নেই। রোবটের ক্ষেত্রে মানবসম্পদের মতো প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নেই। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি রোবটকে বাধাগ্রস্ত করে না। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন মেশিনের জন্য ভর্তুকি দেওয়া হয়, কিন্তু শ্রমিকের পেছনে খরচের জন্য কোনো ভর্তুকি পাওয়া যায় না।

অভিবাসনের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনায় এসেছে। কিন্তু অভিবাসন দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিকদের মজুরি স্থবির করে দেয় না। এর ফলে নিম্নবিত্তদের মধ্যবিত্তে উত্তরণেও বাধার সৃষ্টি করে না। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এবং স্বয়ংক্রিয়ায়ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্য অনেক দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এগুলোর প্রভাব অনেক বেশি নেতিবাচক হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদের ইতিহাস, সীমিত কল্যাণব্যবস্থা এবং খুব ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সমস্যাটির ওপর প্রভাব ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কম শিক্ষিত শ্রমিকরা তিন ধরনের হুমকি মোকাবিলা করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর গতির হওয়ায় নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরাতন প্রজন্মের জীবনযাত্রার মানে তেমন কোনো হেরফের হচ্ছে না। নতুন প্রজন্ম উন্নততর জীবনযাত্রার আশা করে হতাশায় পড়ে যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধি যদি সাম্যের নীতি মেনে চলত, তাহলেও এই হতাশা থাকত। বর্তমান সময়ে শ্রমিকের মজুরি অতীতের মতো দ্রুত হারে বাড়ছে না। যখন অসাম্য বেড়ে যায় তখন কম শিক্ষিত শ্রমিকরা কম প্রবৃদ্ধির অবস্থায় বেশি কষ্ট পায়।

যদি প্রবৃদ্ধির হার বেশি হতো, তাহলে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় তেমন করে গায়ে লাগত না। স্বাস্থ্যসেবা শিল্পে যেভাবে রেন্টসিকিং হচ্ছে, তা সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষদের কষ্ট কম হতো, সবার সমান সুযোগের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতো। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। অর্থনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনীতি এখন মেনুফ্যাকচারিং থেকে সেবা খাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেবা খাতের মজুরি মেনুফ্যাকচারিং খাতের মতো নয়। শ্রমিকরা ভালো মজুরি পাচ্ছে না। সেবা খাতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব কম এবং নিয়োগকারীদের তুলনায় শ্রমিকদের ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ খাতের শ্রমিকদের জন কেনেথ গলব্রেথ নির্দেশিত কাউন্টার ভেইলিং পাওয়ার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম দেড় থেকে দুই গুণ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বয়োবৃদ্ধ মানুষ এবং নির্দিষ্ট আয়ের লোকেরা বিপদে পড়বে। আমরা এখনো এমন কোনো কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি, যার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষ, নিম্নআয়ের মানুষ এবং বয়োবৃদ্ধ মানুষদের ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে সাহায্য করা সম্ভব। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব জানার জন্য দ্রুততার সঙ্গে জরিপ গবেষণা খুবই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরি

আবু সাঈদ খান

ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নতুন ঘটনা নয়। রামু, সাঁথিয়া, নাসিরনগর, শাল্লা, ভোলা, কুমিল্লাসহ নানা স্থানে একের পর এক সহিংসতা ঘটেছে। সহিংসতার শিকার হচ্ছে আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, এমনকি বাউল-বয়াতীরাও। নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার দীঘলিয়া গ্রামের সাহাপাড়ার ঘটনা সেই ধারাবাহিক সহিংসতার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ছুঁতা একই রকম, কোনো এক যুবক ফেসবুকে ধর্মের অবমাননাকর স্ট্যাটাস দিয়েছেন- সেই অভিযোগের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ইত্যাদির ওপর হামলা করা হচ্ছে। আসলে কোনো যুবক এমন স্ট্যাটাস দিয়েছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখা হয় না। একাধিক ঘটনার তদন্তে দেখা গেছে, ফেক আইডি থেকে স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে। আবার গুজব ছড়িয়েও পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হচ্ছে। সব ঘটনার সঙ্গে একটি মিল রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা কাজ করছে। কোনো অদৃশ্য হাত সক্রিয় রয়েছে। যারা হয়তো ঘোলা জলেও মাছ শিকারের চেষ্টা করতে পারে।

আমি জানি না, নড়াইলের দীঘলিয়া গ্রামেরও অভিযুক্ত আকাশ সত্যিই কোনো ধর্ম অবমাননাকর স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন কিনা। যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে দেশের আইনে তাঁর বিচার হবে। তাই বলে একটি সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, লুটপাট, সহিংসতা! এমনকি তাঁর ওপরও হামলা হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার অধিকার নেই।

মন্ত্রী-আমলা অনেকেই বলছেন, বিচ্ছিন্ন ঘটনা। একের পর এক ঘটনা যখন ঘটছে, তারপরও কি বিচ্ছিন্ন বলা যায়? কোনো কোনো ঘটনার পেছনে জমি বা সম্পত্তি দখলের দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। থাকতে পারে অন্য কোনো কারণ। তবে পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে এসব ঘটানো হচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে। সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ, নড়াইল ও সাভারের তিনজন শিক্ষক সহিংসতার শিকার হলেন, তিনজনই ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু।

সরকারি দলের নেতারা বলছেন, এসব সহিংসতার পেছনে জামায়াত-শিবিরের হাত রয়েছে। অস্বীকার করছি না। তবে প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মীদেরও অংশ নিতে দেখা গেছে। এ লজ্জা রাখব কোথায়!

অপরাধী যেই হোক, দ্রুত বিচার কেন হয় না? বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে। ২০১২ সালে রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা, ২০১৩ সালে পাবনার সাঁথিয়ায় হিন্দু বাড়ি ও মন্দিরে হামলা, ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দুপল্লিতে হামলার এখনও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখার অর্থ কী? এসব হামলার বিচার হলে দুর্জনদের মনে ভয় থাকত। এখন তারা তো ভাবছে, অপরাধ করে পার পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের অধ্যক্ষকে জুতার মালা পরানোর ঘটনা যদি পুলিশ প্রশাসন দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করত, দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন নীতিতে অটুট থাকত, তবে দীঘলিয়ায় দুস্কৃতকারীরা আরেকটি হামলা সংঘটনের আগে একশবার ভাবত। তখন হয়তো দীঘলিয়ায় সহিংসতা ঘটাতে সাহস পেত না।

মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা প্রশাসন ও পুলিশের সামনেই ঘটেছে। এই নিষ্ক্রিয়তা বা ব্যর্থতার শাস্তি কি তাঁদের দেওয়া হয়েছে? যাঁদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার, তাঁদের এই ব্যর্থতা বা নিষ্ক্রিয়তা ক্ষমাহীন।

পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাড়ছে, তা নিয়ে দ্বিমতের সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ সাম্প্রদায়িক হামলার মামলার জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার দাবি করেছেন। সেটিকে যুক্তিযুক্ত মনে করি।

আইনি প্রক্রিয়ায় জটিলতা রয়েছে, মানলাম। কিন্তু দলগুলো অপরাধের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধা কোথায়। তবে তারাও কি আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে?

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অতীতে এসব অপতৎপরতা রোধে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির যে ভূমিকা দেখেছি। এখন তা দেখছি না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয় দলই দাবি করে, তাদের গ্রামে গ্রামে সংগঠন আছে। লাখ লাখ কর্মী আছে। তারা মাঠে নামলে কি এমন ঘটনা ঘটতে পারত? না, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা মোকাবিলায় রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের কোনো ভূমিকা নেই। একসময় বাম দলগুলো সাম্প্রদায়িক সহিংসতা মোকাবেলায় অগ্রণী ছিল। তাদের ভূমিকাও এখন বিবৃতিসর্বস্ব

আসল সত্য, সাম্প্রদায়িকতার শিকড় কেবল সমাজে নয়, রাজনীতিতেও প্রোথিত। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীও ভাগ করো ও শাসন করো নীতি ও কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, পাকিস্তান সরকার যা লালন করেছিল; একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই সাম্প্রদায়িক শক্তি পরাজিত হয়েছে। কিন্তু নির্মূল হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ ও রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করতে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি থাকার প্রয়োজন ছিল, সরকার ও বিরোধী দল কারও তা ছিল না। তখন মুজিববাদ, না বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-তা নিয়ে বিতর্ক-সংঘাত হয়েছে। রাশিয়ার পথ ঠিক, নাকি চীনের পথ, তা নিয়ে তরজমা চলছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের কারও কোনো কর্মসূচি ছিল না। কাগজে থাকলেও তা দৃশ্যমান ছিল না। তবে সেই সময়ে সরকার ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা ছিলেন মূলত অসাম্প্রদায়িক। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর সমাজ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান ঘটে। সামরিক শাসনামলে সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা নির্বাসিত হয়। পাকিস্তানি প্রেতাত্মা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভর করে। সেই থেকে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার শুরু হয়। তা আজও অব্যাহত। কারণ ভোটের রাজনীতি। ভোটের রাজনীতির জন্য বিএনপি যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের হাত ছাড়ছে না। আওয়ামী লীগ ও হেফাজতের সখ্য কমছে না। ভোটের রাজনীতির কাছে নীতি ও আদর্শ পরাজিত।

রাজনীতি হচ্ছে সমাজের চালিকাশক্তি। রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজদেহ থেকে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা। তাঁরা যখন সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন, তখন কি সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন আদৌ সম্ভব? তবে আশার কথা, বাংলাদেশের মূলধারার নেতৃত্ব বিশ্বাস ও মননে অসাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দু মৌলবাদীরা ক্ষমতায় বসেছে। আমার বিশ্বাস, ৩০ লাখ শহীদের রক্তে স্নাত বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদের এমন উত্থানের কোনো আশঙ্কা নেই। মৌলবাদের উত্থানে বাধা বাংলার আবহমান অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক জমিন; যা সুফি, বৈষ্ণব, ভিক্ষু-বাউলদের হাতে কর্ষিত; চণ্ডীদাস-লালন-রবীন্দ্রনাথ-রোকেয়া-নজরুল-জীবনানন্দের মানবিক সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। তবে এ গৌরব নিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

সাম্প্রদায়িকতা মোকাবিলায় প্রয়োজন আইনানুগ পদক্ষেপ। আর যেন বিচারের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য সফর এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা

ইয়াসার ইয়াকিস

গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যে সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জেরুজালেমে ঝটিকা সফর করেন এবং কিছু সময়ের জন্য বেথেলহেমেও ছুটে যান। পরে শুক্র ও শনিবার তিনি অবস্থান করেন জেদ্দায়। সফরে বাইডেন যা চেয়েছিলেন তা অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোটেও সহায়ক ছিল না। ইসরায়েল থেকে বাইডেনের জেদ্দার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদ রহস্য করে বলেছিলেন, 'এই সংক্ষিপ্ত সফরে এমন কিছু অর্জন রয়েছে, যা নিয়ে কথা বলতে আমাদের কয়েক বছর সময় লাগবে।' এখন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী অর্জনগুলো আসলে কী তা জানার জন্য আমাদের অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

কয়েক মাস ধরেই এই সফর নিয়ে নানা কথাবার্তা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সফরের ফলাফল এখনো স্পষ্ট হয়নি। বাইডেন প্রশাসন দীর্ঘ সময় ধরে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লালিত প্রকল্প আব্রাহাম চুক্তি উপেক্ষা করে আসছে। যখন ট্রাম্পের মাধ্যমে প্রথম চুক্তিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন এটাকে এক ধরনোর 'আরব ন্যাটো' হিসেবে ভাবা হয়েছিল। তবে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অবস্থান এ রকম কোনো কিছুর ধারেকাছেও নেই। বাইডেনের সফরেও এটা প্রায় গৌণ বিষয় হিসেবে উত্থাপিত হয়।

এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি। তাই সফরে বাইডেনকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরবের কাছে আরো বেশি পরিমাণে তেল উৎপাদনের অনুরোধ করতে হয়েছে, যাতে রাশিয়ার সরবরাহে ঘাটতি পূরণ করা যায়।

লক্ষণীয় হচ্ছে, এই সফরে বাইডেন ইসরায়েল-ফিলিস্তিন প্রশ্নে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এটি এমন একটি বিষয়, যা আরব দেশগুলোর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যদিও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সমাধান সুদূরপরাহত। এর মধ্যে স্বয়ং বাইডেনের ইসরায়েলের প্রতি উদার হওয়ার খ্যাতি রয়েছে। ইহুদি রাষ্ট্রটির প্রতি এই ধরনের অনুগ্রহ আরব দেশগুলোকে বিরক্ত করতে পারে। যদি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো দখলের বিষয়ে মার্কিন মনোভাব বজায় থাকে, তাহলে সম্ভবত অনেক আরব দেশই প্রতিক্রিয়া জানাবে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে আমেরিকা দূতাবাস স্থানান্তরের ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত থেকে বাইডেনের সরে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। অথচ দূতাবাস স্থানান্তর পদক্ষেপের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বিষয়ে তার মনোভাব পরিবর্তন করেছে। ১৮১ নম্বর প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়েছিল : একটি হচ্ছে আরব এবং অন্যটি ইহুদি রাষ্ট্র। এতে জেরুজালেমকে 'কর্পাস সেপারেটাম' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে শাসিত একটি স্বাধীন নগর রাষ্ট্র। সুতরাং ট্রাম্পের এই উদ্যোগের অর্থ ছিল আমেরিকান দূতাবাসকে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব থেকে এমন একটি জায়গায় স্থানান্তর করা, যা ইসরায়েলি নয়। আসলে বড় শক্তিগুলো দুর্ভাগ্যবশত বিশ্বাস করে যে তারা অতীতে অনুমোদিত একটি রেজল্যুশনকে উপেক্ষা করার জন্য নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হচ্ছে, ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি 'জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন' (জেসিপিওএ)। ওয়াশিংটন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য একটি বৈশ্বিক জোট গঠনের চেষ্টা করছে বটে; কিন্তু বেশ কয়েকটি দেশ আমেরিকান প্রশাসনের গ্রহণ করা অযৌক্তিক নীতিগুলো সমর্থন করবে না। প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক মূল জেসিপিওএর একতরফা নিন্দা ইরানকে তার চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেয় এবং ৯০ শতাংশ বিশুদ্ধ মাত্রার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেয়। আর ৯০ শতাংশ বিশুদ্ধতা অর্জন করা মানেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার সক্ষমতা অর্জন করা। বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধির মাত্রা ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করা সহজেই অর্জনযোগ্য।

সৌদি সফরে বাইডেন তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি শুরু করেন বাদশাহ সালমানের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি একটি ওয়ার্কিং সেশনে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ও সৌদি মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসব কর্মসূচিতে কোনো অপ্রীতিকর চমক দেখা যায়নি। পরে শনিবার বাইডেন উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর পাশাপাশি মিসর, জর্দান ও ইরাকের সঙ্গে একটি আঞ্চলিক বৈঠক করেন এবং প্রত্যাশিতভাবেই মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ওয়াশিংটনের বিস্তৃত কৌশল সম্পর্কে বিবৃতি দেন।

সফরে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ওয়াশিংটন চীন ও রাশিয়ার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে কোনো শূন্যতা রাখবে না। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, এটা করার চেয়ে বলা অনেক সহজ। একই সঙ্গে ইসরায়েল ও সৌদি আরবে বাইডেনের সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে যুক্তরাষ্ট্র যা আশা করেছিল তা অর্জন করেছে কি না তা অন্য বিষয়।

লেখক : তুরস্কের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন একে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

সূত্র : আরব নিউজ

ভাষান্তর : আফছার আহমেদ

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

আত্মহনন বাড়ছে কেন



ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

জীবন-জীবিকার দোলাচলে মনুষ্যত্ব-মানবতার বিরামহীন শূন্যতায় অরাজক পরিবেশে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস চরম দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। হতদরিদ্র-দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত ক্রমানুসারে বিশ্বায়নের লুম্পেন ভোগবাদী বাণিজ্যের আগ্রাসন থেকে নারী-পুরুষ-ধর্ম-দলমত নির্বিশেষে কেউ মুক্ত থাকতে পারছে না। প্রতিনিয়ত নবতর সংস্করণে শিশু-কিশোর অপরাধ, মাদকের প্রকরণে ভয়ানক পরিবর্তনশীলতা, সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় নানামুখী সংকট মোকাবিলায় প্রকৃত অর্থেই সমগ্র জাতিরাষ্ট্র প্রায় পর্যুদস্ত। স্বল্পোন্নত দেশের গন্ডি পেরিয়ে উন্নত বিশ্বের মহাসড়কে দেশের যাত্রাপথে পরিশুদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ উৎপাদনে অপাঙ্ক্তেয়-অনাকাঙ্ক্ষিত-অনভিপ্রেত ঘটনা অন্তরায়-প্রতিবন্ধকতার প্রতিনিয়ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ পরিলক্ষিত।

নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিক-বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে চলমান হত্যা-আত্মহত্যা দৃশ্যাদৃশ্যের স্বরূপ-কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সুসংগঠিত-পরিকল্পিত কর্মকৌশল অবলম্বনে এর উত্তরণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। হত্যা-আত্মহত্যার মতো ঘটনাপঞ্জির নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ এবং পরিত্রাণে যথোচিত পন্থার উদ্ভাবন অনস্বীকার্য।

সমসাময়িক পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ধরনগুলোর অন্যতম হচ্ছে আত্মহত্যা। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসাবে দেশে ও অঞ্চলভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করছে। সমকালীন আত্মহত্যার স্বীকৃত উদাহরণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-প্যাক্ট সুইসাইড, ম্যাস সুইসাইড, প্যারাসুইসাইড, অনার সুইসাইড, ডিভটিফুল সুইসাইড, ইউথানসিয়া, মার্ডার সুইসাইড বা মার্সি কিলিং, সুইসাইড অ্যাটাক ইত্যাদি। দেশের বিজ্ঞজনের প্রচলিত ধারণায় পারিবারিক নির্যাতন, কলহ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পরীক্ষা ও প্রেমে ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, প্রাত্যহিক জীবনে অস্থিরতা, নৈতিক অবক্ষয়, মাদক ইত্যাদি কারণে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মহত্যার উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবষেণায় প্রমাণিত-পৃথিবীর সব আত্মহত্যার পিছনেই রয়েছে আত্মহত্যাকালীন ব্যক্তির বিষণ্নতা, ব্যক্তিত্বের বিকার, সিজোফ্রেনিয়া, মুড ডিসঅর্ডার, মাদকাসক্তি ইত্যাদি মানসিক রোগ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এ রোগগুলোর প্রতি এক ধরনের বদনাম জড়িয়ে থাকায় সংকোচের কারণে মানুষের এসব রোগের চিকিৎসা করতে সচেষ্ট-উৎসাহিত না হওয়াও আত্মহত্যার অন্যতম কারণ।

বিশ্বখ্যাত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম আত্মহত্যা বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিবিড় গবেষণায় সামাজিক সংহতির সূচকরূপে ব্যবহার করেন। তার বিবেচনায়; রোমান ক্যাথলিকদের চেয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উচ্চতর।

বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত, বেসামরিকের চেয়ে সামরিক ব্যক্তি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার চেয়ে উন্নতি বা মন্দার সময়ে আত্মহত্যার হার ঊর্ধ্বমুখী থাকে। তিনি মতপ্রকাশ করেন, ব্যক্তি ও সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্কের পরিমাপে আত্মহত্যার ইচ্ছা সক্রিয় থাকে।

ব্যক্তির অবস্থান দুটি বিপরীত মেরুতে বিস্তৃত হলে আত্মহত্যার মনোভাব অধিকতর প্ররোচিত হয়। এমিল ডুর্খেইম'র বিবেচনায় 'পরার্থ'-'আত্মকেন্দ্রিক'-'আদর্শবর্জিত' তিন ধরনের আত্মহত্যাই প্রণিধানযোগ্য। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতার কারণে সংঘটিত হয় 'পরার্থ' আত্মহত্যা। সমাজের আদর্শ-স্বার্থবহির্ভূত শুধু স্বকীয় ভাবনাকেন্দ্রিক বিচ্যুত প্রবণতা 'আত্মকেন্দ্রিক' আত্মহত্যা এবং আশা-আকাঙ্খা ও আচার-আচরণকে যথাযথভাবে পরিচালনায় ব্যর্থ ব্যক্তি-মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রেষণায় 'আদর্শবর্জিত' আত্মহত্যার প্রকরণে বিশেষিত। তিনি আরও বলেন, যেসব দেশে বিবাহবিচ্ছেদ সহজতর বা অনুমোদিত, সেসব দেশে আত্মহত্যার হার অধিক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে আত্মহত্যা করে ৮ লাখ মানুষ। দৈনিক এ হার ২ হাজার ১৯১ এবং প্রতি লাখে ১৬ জন। গত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৬০ শতাংশ। এর মধ্যে বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রতি বছরই এ হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন এবং বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ জন মানুষ আত্মহত্যা করছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ৬ বছরে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তথ্যমতে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যা করেছে ১০ হাজার ৭৪৯ জন। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে দেশে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে ১০ হাজার ২৫৬ ও ১১ হাজার। ২০১৯-২০ সময়কালে করোনার সময়ে বাংলাদেশে আত্মহত্যা করেছে ১৪ হাজার ৪৩৬ জন, যাদের মধ্যে ২০-৩৫ বয়সিরাই সবচেয়ে বেশি। স্বাভাবিক সময়ে মেয়েদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হলেও এ সময়ে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আত্মহত্যার পরিমাণ ছিল তিন গুণ। ডিএমপি সূত্রে আরও জানা যায়, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় আত্মহত্যাজনিত অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে ২ হাজার ১৬৬টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালে ১১ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১০ হাজার মানুষ শুধু ফাঁসিতে ঝুলে ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। এ ছাড়াও রয়েছে ঘুমের ওষুধ খাওয়া, ছাদ থেকে লাফ



দিয়ে পড়া, রেল লাইনে ঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি। সংস্থাটির মতে, দেশের হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগে যত রোগী ভর্তি হয়, তার সর্বোচ্চ ২০ ভাগ আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া লোকজন।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় উপস্থাপিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, আত্মহত্যার পরিকল্পনা করা ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে বেঁচে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এর কয়েক গুণ বেশি।

আত্মহত্যায় মৃত্যুবরণকারীদের ৫৮ শতাংশের বয়স পঞ্চাশ বছরের কম। সমগ্র বিশ্বে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মৃত্যুর চতুর্থ কারণ হিসাবে আত্মহত্যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে প্রতি একশ মৃত্যুর ১.৩ শতাংশ ছিল আত্মহত্যাজনিত। ওই বছর আত্মহত্যার ৭৭ ভাগই ঘটেছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। বিভিন্ন জাতীয়-স্থানীয় পত্রিকা, হাসপাতাল ও থানা থেকে ৩২২টি আত্মহত্যার ঘটনা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে আত্মহত্যা ৪৪ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। এর মধ্যে নারীর ক্ষেত্রে ৫৭ শতাংশ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সংস্থার গবেষণা মতে, ২০২১ সালে বাংলাদেশে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সম্প্রতি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসে 'মোটিভেশনস অ্যান্ড ব্যারিয়ারস ফর ক্লিনিক্যাল মেন্টাল হেলথ-সিকিং ইন বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস' নামে দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পরিচালিত গবেষণার সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ২৮ শতাংশ শিক্ষার্থীর মাথায় জীবনের কোনো না কোনো সময় আত্মহত্যার চিন্তা এসেছে।

৪ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় জনসম্মুখে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে এক ব্যবসায়ীর আত্মহত্যাসহ বিগত-চলতি বছরে বিভিন্ন সময়ে নানা মর্মান্তিক পন্থা, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লাইভে এসে আত্মহত্যার দৃশ্য অবলোকনে সমগ্র দেশবাসী যারপরনাই যন্ত্রণাদগ্ধ।

৬ জুলাই গণমাধ্যমে প্রকাশিত আইন ও সালিস কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক দেশের জাতীয় পত্রিকার তথ্যের ভিত্তিতে করা জরিপের সূত্রমতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন সময়কালে দেশে হত্যা ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হওয়া ৮০৭ শিশুর মধ্যে হত্যা হয়েছে ১৫২ শিশু, আত্মহত্যা করেছে ২৬, লাশ উদ্ধার হয়েছে ৫৬, রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ১৩ এবং বলাৎকারে ব্যর্থ হয়ে এক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ধর্ষিত হওয়া মোট ৪৭৬ জন নারীর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৪ জনকে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ৬ জন নারী।

পারিবারিক নির্যাতনে নিপতিত ১৪০ জন নারীকে হত্যা করা হয় এবং আত্মহত্যা করেছে ৪২ নারী। যৌতুককেন্দ্রিক নির্যাতিত মোট ৯৮ জন নারীর মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ৪৯ জনকে এবং আত্মহত্যা করেছে ৬ জন।

সারা বিশ্বে আত্মহত্যার হারে বাংলাদেশের অবস্থান দশম।

সাধারণত দরিদ্র দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার বেশি হলেও উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে জাপানে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। গত এক দশকে জাপানে আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেলেও করোনা মহামারিতে তা বিপুল হারে বেড়েছে, যেটি করোনায় মৃত্যুর তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি।

বিবিসি'র সূত্র অনুসারে, ২০২০ সালে সংঘটিত আত্মহত্যার ঘটনা গত ১১ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। জাপান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, ২০২০ সালে দেশটিতে আত্মহত্যা করেছে মোট ২০ হাজার ৯১৯ জন। মূলত ২০০৮ সালে ব্যাংকিং অর্থনীতিতে ধস এবং ৯০ দশকের প্রারম্ভে শেয়ারবাজার ধস জাপানে আত্মহত্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী 'আত্মহত্যার বন' হিসাবে পরিচিত বনটির অবস্থানও জাপানে। ষাটের দশক থেকে এ বনে আত্মহত্যাকারীর হিসাব রাখা শুরুর পর বিশ শতক পর্যন্ত এ বন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ লোকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। একুশ শতকে বনে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩ সালে সবচেয়ে বেশি ১০৫টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

বৈশ্বিক তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণে প্রকাশিত, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে গায়ানায় আত্মহত্যার হার পুরো বিশ্বের আত্মহত্যা হারের গড় থেকে চারগুণ বেশি। দারিদ্র্য, মাদক ও বিষাক্ত কীটনাশকের সহজলভ্যতা এ দেশে আত্মহত্যার মূল কারণ হিসাবে বিবেচিত। সমীক্ষা মতে, গায়ানায় প্রতি বছর ১ লাখের মধ্যে ৪৪ জন আত্মহত্যা করে।

সীমাবদ্ধ পরিবেশ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, অর্থনৈতিক মন্দা এবং মানসিক চাপের কারণে উত্তর কোরিয়ায় প্রতি বছর ১০ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে; এমন কী সরকার কর্তৃক শাস্তি এড়াতে পুরো পরিবারের একসঙ্গে আত্মহত্যা করার ঘটনাও হরহামেশা ঘটছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় সামাজিক চাপ ও পারিবারিক সমস্যায় মারাত্মকভাবে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। দেশটিতে বিষপানে আত্মহত্যার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আত্মহত্যার হারের ভিত্তিতে এখানে প্রতি বছর লাখে ১৫ জন মহিলা ও ৩২ জন পুরুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার হারে ইউরোপের সবচেয়ে আত্মঘাতী ও বিশ্বের পঞ্চমতম দেশ লিথুয়ানিয়ায় ১৯৯০-এর দশকের শেষ সময় থেকে আত্মহত্যা একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালে এর হার ছিল প্রতি লাখে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ। লিথুয়ানিয়ায় সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা আত্মহননের উচ্চ হারের প্রধান কারণ হিসাবে নির্ধারিত।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে আত্মহত্যার হার কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূত্র মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতি লাখে প্রায় ১৩ জন আত্মহত্যা করে। দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই দেশটিতে আত্মহত্যার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীলংকায় সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা ঘটে বিষপান ও ফাঁসির মাধ্যমে। শ্রীলংকার সর্বশেষ সমীক্ষা আনুযায়ী, আত্মহত্যার সংখ্যা প্রতি লাখে ১৫ জন। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশ নেপালে ২০১৫ সালে আত্মহত্যার হার ছিল ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরও বেড়েছে; বিশেষ করে নেপালি নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মধ্য এশিয়ার বৃহৎ দেশ কাজাকিস্তানে আত্মহত্যা একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার কারণে মারা যাওয়া লোকজনের মধ্যে ৩ দশমিক ২৩ শতাংশই কাজাকিস্তানের অন্তর্গত। দেশটিতে তরুণ ও শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

মূলত বাংলাদেশে বেকারত্ব-যৌতুক-নির্যাতন-পরীক্ষায় অকৃতকার্য-আশানুরূপ প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ব্যবধান-ধর্মান্ধতা ইত্যাদি আত্মহত্যার দিকে তরুণ-তরুণীদের অধিকমাত্রায় ধাবিত করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি নিরসনে পরামর্শসহ কার্যকর স্বাস্থ্যসেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ন্যূনতম সন্তোষজনক নয়।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিশুকাল থেকে বাস্তবতার কাঠিন্যে জীবন প্রবাহের অসংগতিকে ধারণ-খাপ খায়ানোর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দৃশ্যমান নয়। সংশ্লিষ্ট সব সরকারি-বেসরকারি-সামাজিক-পারিবারিক সংযোগগুলোর সমন্বয় সাধন এবং প্রায়োগিক কর্মকৌশল অবলম্বনে শিথিলতা বা সময়ক্ষেপণের আর তেমন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব সমস্যার প্রকৃতি-পরিধি-কারণ এবং সমাধানের যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে জাতি ব্যর্থ হলে সমস্যা আরও কঠিন রূপ পরিগ্রহ করবে, নিঃসন্দেহে তা বলা যায়।

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : সমাজ-অপরাধবিজ্ঞানী; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড কাজে লাগল না

ড. মো: মিজানুর রহমান

একটি দেশের জনসংখ্যা সম্পদ না বোঝা, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের তর্ক বহুদূর গড়িয়েছে। ম্যালথাস অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে বিপদই দেখতে পেয়েছেন। এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেক ভিন্নমত রয়েছে। এই বিতর্কে জড়ানোর আগে আমরা দেখি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, যাকে বাংলায় জনবৈজ্ঞানিক মুনাফাও বলা যায়, সেটি আসলে কী। সাধারণ কথায় বলা যায়, যখন কোনো দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী একটি কর্মক্ষম বয়সের মাঝে অবস্থান করে তাকে এই অভিধা দেয়া হয়। জাতিসঙ্ঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপি) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, যখন কোনো দেশের কর্মক্ষমতাহীন মানুষের চেয়ে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে এবং সেটি যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, তখনই তাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হয়। এখানে কর্মক্ষম মানুষের নির্ধারক হচ্ছে তাদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪, আর কর্মক্ষমতাহীন মানুষ বলতে বোঝায় ১৪-এর নিচের এবং ৬৫-এর বেশি বয়সের মানুষকে।

অনেক দিন থেকেই শুনে আসছি বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত একটি দেশ; তবে আসলেই তা কি না সেটিই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছর। একদিকে জনসংখ্যার আধিক্য ঠেকাতে পরিকল্পিত পরিবারের আহ্বান, অন্যদিকে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, গর্ভকালীন মায়ের মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদি কারণেই ঘটে থাকে এই সুবিধা প্রাপ্তি এবং এই কর্মযজ্ঞ একদিনের নয়। আর এটিই হচ্ছে ম্যাজিকেল স্ট্যান্ড যেখানে এক নম্বর সমস্যা হয়ে যায় এক নম্বর সুবিধা। এক সময়ের জনাধিক্য অন্য সময় জনমুনাফা। প্রকৃতির কী খেলা। আসলেই কী এটি প্রকৃতির খেলা নাকি একটি দেশের পরিকল্পিত কাঠামোর অংশ; সে বিতর্কে না হয় নাই বা গেলাম। এটি পাঠকরাই ঠিক বুঝে নিক।

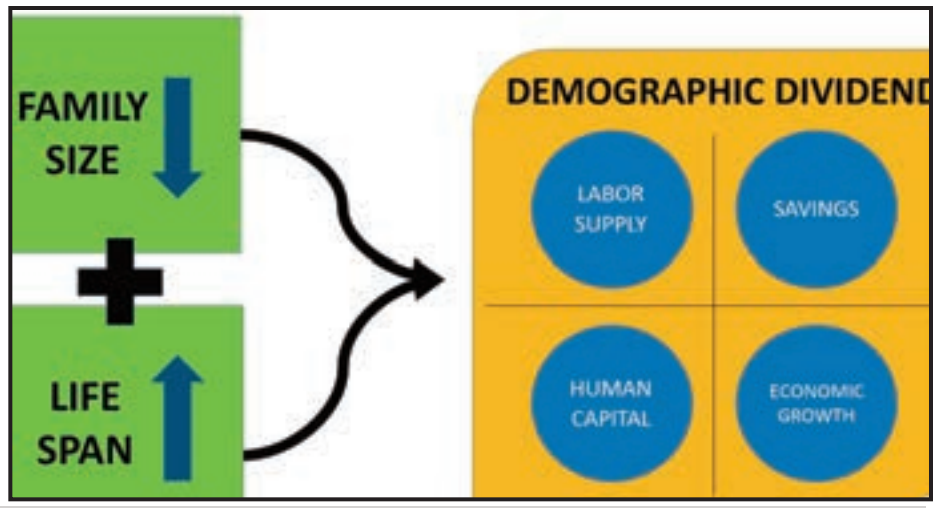
তবে এটি বলা যায়, যেহেতু এদেশের বেশির ভাগ মানুষ (৬৮ শতাংশ) এখন কর্মক্ষম বয়সের সীমায় তাই বাংলাদেশ এই প্রাকৃতিক সুবিধার আওতায় আছে। বলা হয় এই সুবিধা কোনো একটি দেশে কেবল একবারই আসে এবং এর স্থায়িত্ব ধরে নেয়া হয় ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত। প্রশ্ন হলো, এরপর কী হবে; হিসাবটা খুব সহজ। এই ৩০-৩৫ বছর পর কর্মক্ষম ওই মানুষগুলোর প্রায় সবাই বৃদ্ধ হয়ে কর্মক্ষমতাহীন হয়ে যাবে। সুতরাং কর্মশক্তিহীন হওয়ার আগে এই মানুষগুলোর কর্মের সুবিধাগুলো নিতে প্রস্তুত হতে হবে।

প্রশ্ন হলো, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড স্বয়ংক্রিয় কি না। না, স্বয়ংক্রিয় নয় বরং সঠিক নীতি পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো- কিছু দেশ কিভাবে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সর্বাধিক সুবিধা লাভ করে এবং কেন অন্যরা পারে না? এর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি না? আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর জন্য আবার তেমন পরিকল্পনার কী দরকার? বাস্তবে পরিকল্পনা দরকার আছে, কারণ চীনের মতো দেশ এখন তারুণ্য সঙ্কটে ভুগছে। তাদের কর্মক্ষমহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক এবং এটিই এখন তাদের জন্য বিরাট সমস্যা ও জাতীয় ভোগান্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু চীন নয়, জাপান, পশ্চিমা অনেক দেশ, বিশেষ করে ইউরোপজুড়ে এখন কর্মক্ষম মানুষের বড্ড অভাব। পাশাপাশি বৃদ্ধ মানুষের পেছনে রাষ্ট্রকে বিনিয়োগ করতে হয় অনেক। তাদের চিকিৎসা ও ভরণপোষণই হয়ে যায় প্রধান খরচের জায়গা, যেখান থেকে রিটার্ন আসে না। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ যাদের অর্ধেক ছিল নারী; যারা ঘরে বসে থাকত। অর্থাৎ ২০-২২ শতাংশ মানুষ টেনে নিয়ে চলেছিল বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীকে। আর কর্মক্ষমতাহীনের সংখ্যা ছিল ৬৪ শতাংশ। এখনও আমাদের দেশে কর্মক্ষমতাহীন নারীর সংখ্যা অনেক কম। নারীরাও এখন আয়-রোজগার করছে, সংসার চালাচ্ছে। জাতীয় আয়ে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে অনেকগুণ। এমনকি বিদেশে শ্রমবাজার গড়ে উঠেছে বিশাল।

জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ ও মাথাপিছু আয়ের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক বিশ্বের ১২৪টি দেশের ১৯৫০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই বিষয়ের তথ্য দিয়ে স্ক্যাটার-প্লট করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ ও মাথাপিছু আয়ের মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক থেকে পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশের সাথে তুলনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের তুলনায় মালয়েশিয়া অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের বিষয় হলো- দেশটি এখনো জনসংখ্যাগত লভ্যাংশকে কাজে লাগাতে পারেনি এবং সময়ের সাথে সাথে সুযোগ সীমা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ করে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায়, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদের বয়সের কাঠামোর পরিবর্তনগুলো সফলভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিল। এর অন্যতম কারণ, তারা যুব উন্নয়নে বিনিয়োগ, পরিবার পরিকল্পনায় প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ঠিকমত করতে পেরেছিল। এ ছাড়াও, শ্রম-নিবিড় ও দক্ষতা-নিবিড় কাজ, সঞ্চয়, বাণিজ্য এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ততার ওপর জোর দিতে পেরেছিল।

পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, তাদের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সময় ইতিবাচক সম্পর্ক মূলত শিক্ষাব্যয় এবং মাথাপিছু জিডিপি এর চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হয়। অভিজ্ঞতা বলে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষাব্যয়ের চেয়ে স্বাস্থ্যব্যয় তুলনামূলক আরো দ্রুত ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার মান এতই খারাপ হয়েছে যে, ছোটখাটো চিকিৎসার জন্যও বিদেশ যেতে হয়। সামর্থ্যহীনরা বিনা চিকিৎসা অথবা মানহীন চিকিৎসা এমনকি ভুল চিকিৎসা নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। অব্যবস্থা, দুর্নীতি দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। ফলে অসুস্থ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষগুলো



জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে চলতে থাকে। লভ্যাংশ সাধারণত একটি দেশের জন্য একবার আসে। তবে, যদি জন্মহার আগের মতোই কমতে থাকে, তাহলে শ্রম সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে লভ্যাংশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতে পারে। সরকার কিছু উদ্যোগ নিলেও জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে আমরা ইতোমধ্যেই দেরি করে ফেলেছি। সরকারের উচিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগসহ বহু খাতে ফোকাস করা। শিক্ষা হতে হবে দক্ষতা ও বাজার-মুখী, সার্টিফিকেটনির্ভর নয়।

উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেশির ভাগ নাগরিক কাজ করে। পাবলিক শিক্ষাব্যয় ও মাথাপিছু জিডিপির পৃথিবীর ৪০টি দেশের তুলনা করে দেখা যাচ্ছে- মাথাপিছু লগ জিডিপির স্তরের লাইন নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলো থেকে আলাদা করে। এই ৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্সকারী দেশ। কারণ জিডিপির শতাংশ (প্রায় ২ শতাংশ) হিসাবে শিক্ষার ওপর জনসাধারণের ব্যয় সমস্ত উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের তুলনায় অনেক কম ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের বেশির ভাগ দেশের চেয়েও কম আয়ের দেশ।

অধিকন্তু, বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। দেশে শত শত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যার মুখ্য উদ্দেশ্য যেন ব্যবসায়িক, শিক্ষা নয়। লেখাপড়ার মান খুবই নিম্ন। এসব প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রিধারীরা তেমন কোথাও কর্মের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে, অনেক অগ্রহণযোগ্য কাজ করে যা দেশ ও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এমনকি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানও আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন রাজনৈতিক মঞ্চ। পড়ালেখা নেই বললেই চলে, ফলে মানহীন এ সনদধারী শিক্ষিতরা কর্মের ব্যবস্থা করতে না পেরে চাঁদাবাজি, মাদকাসক্তি, মারামারি, খুনখারাবি করে বেড়ায়। এরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখে না, ফলে এরা পরিবার ও সমাজের জন্য একটি বোঝা।

জিডিপিতে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের মাত্র ১.২ শতাংশ অংশ নিয়ে বাংলাদেশ সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্সকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে। মজার বিষয় হলো- স্বাস্থ্যব্যয় ও মাথাপিছু জিডিপি এর মধ্যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারছে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জন্য দু'টি সমালোচনা রয়েছে। প্রথমত, জিডিপির শতাংশ হিসাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয়ের জন্য বর্তমান বরাদ্দ তাদের বর্তমান নগণ্য মাত্রা, চীন ও মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে, প্রায় দ্বিগুণ করা দরকার। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা বাড়াতে হবে। কিছু দেশ আছে (নিম্ন-মধ্যম আয় এবং উচ্চ-মধ্যম আয় উভয় বিভাগেই) যারা বাংলাদেশের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয়ের অনুরূপ অনুপাতের সাথেও বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি জিডিপি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আগেই বলেছি, জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সফল সুবিধাভোগকারী হলো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। ওই দেশগুলো অন্যান্য দেশের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তির সহযোগিতা নিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়েছিল। এশিয়ান টাইগাররা যে উপযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির কারণে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সুবিধা নিতে সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য ও বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ততা, নমনীয় শ্রমবাজার এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যসহ মানব পুঁজিতে যথেষ্ট ও অব্যাহত বিনিয়োগ। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের কারণেই পেয়েছিল। বাংলাদেশে, ২০০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যা এবং মোট শ্রমশক্তি বার্ষিক প্রায় দুই মিলিয়ন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও, মোট কর্মসংস্থান বার্ষিক মাত্র ১.৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে তুলনামূলকভাবে সীমিতসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার কারণে বেশির ভাগ বৃদ্ধি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। বাংলাদেশের কর্মসংস্থান কাঠামো, নিম্ন-উৎপাদনশীলতা, কম মজুরি ও অনানুষ্ঠানিক খাত (মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮০ শতাংশ শোষণ করে) এর প্রাধান্য থাকায় দারিদ্র্য হ্রাসে খুব বেশি অবদান রাখতে পারছে না।

অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো, বাংলাদেশের বেকারত্বের হার অনেক বেশি (১৭-৩৪ শতাংশ), যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের চাকরির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো অনিশ্চিত। অর্থনীতি যদি তার কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা বাড়াতে না পারে, তাহলে বেকার ও নিম্ন-কর্মসংস্থানের সংখ্যা শিগগিরই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

দেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলে, সাধারণভাবে, দ্রুত বর্ধনশীল এশীয় দেশগুলোর জন্য পুঁজির সমৃদ্ধি ও উৎপাদন দক্ষতার উন্নতি ছিল দু'টি প্রধান উৎস। ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়া পুঁজির সমৃদ্ধির ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। বাংলাদেশে শ্রমিকপিছু মূলধন এই দেশগুলোর মতো এতটা সমৃদ্ধ হয়নি। এ ছাড়াও, বাংলাদেশী শ্রমিকদের নিম্ন দক্ষতার স্তর ও সংশ্লিষ্ট নিম্ন শ্রম উৎপাদনশীলতা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের অর্থনীতি গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভালো চলছে কিন্তু বর্তমানে প্রায় ১০ মিলিয়ন লোক কর্মহীন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম।

পোশাক শিল্পের বাইরেও বাংলাদেশকে আরো দ্রুত শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং কর্মীদের আরো সামাজিক সুরক্ষাসহ প্রাতিষ্ঠানিক চাকরিতে স্থানান্তর করতে হবে। গার্মেন্ট শিল্পের কিছু উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ন্যূনতম মজুরি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা ও উন্নত নিরাপত্তাবিধি প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

যদিও সূত্র মতে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে, বিদেশী কাজের প্রতি টান বাংলাদেশে রয়ে গেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত রেমিট্যান্স ২০১৫ সালে ১৫ বিলিয়ন ডলার যা মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৮ শতাংশ, যা ২০০০ সালে দুই বিলিয়ন ডলারের চেয়েও কম ছিল। বর্তমানে রেমিট্যান্স অর্থনীতির একটি প্রধান চালক হয়ে উঠেছে। দেশের প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর বিদেশে চাকরি খুঁজে পায়। কিন্তু বিদেশে কাজের অর্থনৈতিক প্রভাব সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছে না। নিয়োগ ফি, মধ্যস্থতাকারীদের কমিশন বাণিজ্য, অভিবাসনের উচ্চ খরচ ও বিদেশ যাওয়ার খরচ অনেক বেড়ে যাওয়ায় বিদেশে যাওয়ার সুযোগ কমে যাচ্ছে। বিদেশী নিয়োগ প্রক্রিয়ার অব্যাহত সরকারি তদারকি প্রয়োজন।

জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে চলতে থাকে। লভ্যাংশ সাধারণত একটি দেশের জন্য একবার আসে। তবে, যদি জন্মহার আগের মতোই কমতে থাকে, তাহলে শ্রম সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে লভ্যাংশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতে পারে। সরকার কিছু উদ্যোগ নিলেও জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে আমরা ইতোমধ্যেই দেরি করে ফেলেছি। সরকারের উচিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগসহ বহু খাতে ফোকাস করা। শিক্ষা হতে হবে দক্ষতা ও বাজারমুখী, সার্টিফিকেটনির্ভর নয়।

রফতানি, বেসরকারি ও সরকারি খাতের সম্প্রসারণ এবং স্ব-উদ্যোক্তার সুযোগ সৃষ্টির অভাবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হারিয়ে যাবে। কারণ দেশের কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধি আগামী এক দশক বা তারও বেশি সময়ের মধ্যে বয়স্ক জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হবে। বাংলাদেশ যে বর্তমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড উপভোগ করছে তার থেকে সেরাটা তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এর মাধ্যমে একটি পেনশন তহবিলের ব্যবস্থা করার সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে পারে যা বয়স্কদের প্রয়োজনে কাজে লাগবে। প্রকৃতপক্ষে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মচারীদের জন্য বাংলাদেশের বীমা কোম্পানিগুলোকে সম্পৃক্ত করে পেনশন ও অন্যান্য অবসর তহবিল তৈরি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এর জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। অন্যথায়, বিষয়গুলো সম্ভবত আরো খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে।

গত দুই বছরের করোনা অতিমারী ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে আরো চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। তার ওপর বিশ্বব্যাপী চলছে যুদ্ধের দামামা, কমছে বিদেশের কর্মের সুযোগ, দেশের অনেক শিল্পকারখানাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম, ফলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে পড়ছে। ফলে, বাড়তি জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে; আগামী ১০-১৫ বছর পরে এই টোটাল জনসংখ্যাই দেশের জন্য বড় ধরনের বোঝা হয়ে যাবে। সুতরাং এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ ও গবেষক

কিল খেয়ে কিল হজমের কাহিনী

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

প্রবাদটি এ রকম- কিল খেয়ে কিল হজম করা। এর মানে হচ্ছে আপনি যদি কোনো না কোনোভাবে এমনভাবে নির্যাতিত বা অপমানিত হন, যা প্রকাশ করলে আরো কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হতে পারে, তা বেমালুম হজম করে ফেলা। অপমানকে নিরবে নিভৃতে লালন করা। আর লোকচক্ষুর বাইরে চোখের পানি ফেলা। অথবা হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিরবে ধারণ করা। আমাদের সমাজে যারা দুর্বল, যারা প্রতিবাদ করতে ভয় পায়, ভীতু প্রকৃতির লোক, তারা কিল খেয়ে কিল হজম করে। আবার পরিবেশ পরিস্থিতি রাজনীতি, সমাজনীতির অব্যবস্থায় ও অপব্যবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপমান সহ্য করতে হয়। প্রায়শই এ ধরনের ঘটনা পরিবার, পাড়া ও পরিচিত পরিবেশে ঘটে যাচ্ছে। যারা কিল খায় তারা বলতে চায় না আমি কিল খেয়েছি। আর যে কিল দেয় সেও সুযোগ ও কৌশলের ব্যবহার করে নিজে বেমালুম ভালো মানুষ হয়ে যায়। গত সপ্তাহে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। সংবাদপত্রে ও গণমাধ্যমে ঘটনাটি প্রকাশের পর মানুষ যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, তখন সে জনমতকে কৌশলে মোকাবেলা করার জন্য ওই পথ বেছে নেয়া হয়।

ঘটনাটি এ রকম। রাজশাহীর একজন সংসদ সদস্য একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে মারধর করেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি শফিকুর রহমানের অভিযোগ, রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ি) আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী গোদাগাড়ি উপজেলার রাজাবাড়ি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম রেজাকে চড়-থাপ্পড়-কিল-ঘুষি মেরেছেন। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ওই ঘটনা তদন্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার মোল্লা মাহফুজ আর হোসাইনকে আহ্বায়ক করে এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। ৭ জুলাই রাতে এমপি ওমর ফারুক চৌধুরীর রাজশাহী নগরের থিম ওমর প্লাজার ব্যক্তিগত কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।

অভিযোগের বিষয় জানতে চাইলে সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী সংবাদপত্রকে বলেন, তার ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অধ্যক্ষ ফোরামের আলোচনায় আট জন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ ছিলেন। আলোচনা চলাকালে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় তিনি তাদের থামিয়ে দেন। থামাতে গিয়ে তাদের কাউকে ধাক্কাও দিতে হয়েছে এমনটি হতে পারে। সেখানে অধ্যক্ষের গায়ে হাত তোলার কোনো ঘটনাই ঘটেনি। এমন কথা অধ্যক্ষ সেলিম রেজাও বলতে পারবেন না। ওমর ফারুক চৌধুরী দাবি করেন ১৫ জুলাই তানোর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন নির্দিষ্ট ছিল। সম্মেলন সামনে রেখে তার ভাবমর্যাদা নষ্ট করার জন্য এমন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে ভুক্তভোগী শিক্ষক সেলিম রেজার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সাংবাদিকরা তাকে খুঁজে পাননি। অর্থাৎ বিষয়টি চেপে যাওয়ার জন্য বা মুখ না খোলার জন্য তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন এমন মনে করা যায়। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির রাজশাহী জেলার শাখার সভাপতি শফিকুর রহমান অবশ্য বলেছেন, ঘটনার পর তিনি অধ্যক্ষ সেলিম রেজাকে ফোন করেছিলেন। তিনি ঘটনার কথা নিশ্চিত করেছেন।

এরপরে ঘটে আরো নাটকীয় ঘটনা। ওমর ফারুক চৌধুরীর হাতে পিটুনির শিকার সেই অধ্যক্ষ কিল খেয়ে কিল হজম করেন। আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান যে, গণমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যি নয়। এমপি তাকে মারধর করেননি। এর আগে সেলিম রেজা সাংবাদিকের সাথে তার ওপর এমপির হামলা ও মারধরের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। সংগতভাবে প্রশ্ন উঠেছে যে, কেন এই কিল হজম করার ঘটনা? প্রকাশিত অভিযোগ মোতাবেক জীবন ও চাকরির নিরাপত্তায় ওমর ফারুক চৌধুরীর চাপে তিনি এই কৌশল গ্রহণ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে এমপি উপস্থিত ছিলেন। আরেক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অন্য এক কলেজের শিক্ষক শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন। তিনি নিজেই ধাক্কা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নবাণে জর্জরিত অধ্যক্ষ সেলিম রেজা। মারধর না হলে ঘটনার রাতে চিকিৎসকের কাছে কেন গেলেন! সাংবাদিকরা অধ্যক্ষ সেলিম রেজার বাম চোখের নিচের কালো দাগের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি। এ ছাড়া তার শরীরের বাম হাতের কনুইয়ের নিচে এবং কোমরের নিচের কালো দাগ দেখতে চান গণমাধ্যমকর্মীরা। কিন্তু অধ্যক্ষ সেলিম রেজা সেসব আলামত দেখাতে অস্বীকৃতি জানান। সংবাদ সম্মেলনে প্রকারান্তরে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর আয়োজক হচ্ছেন এমপি মহোদয়। তার নিজের অফিসেই। গরজটা তারই। কেন এই গরজ? উত্তরে বলা যায় 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই না'। এমপি সাহেব যদি সত্যি সত্যি অভিযুক্ত না হতেন তাহলে তার নিশ্চুপ থাকাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ তিনি এক মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে শত মিথ্যার আয়োজন করলেন।

সত্য কোনো না কোনোভাবে বেরিয়ে আসে। ওমর ফারুক চৌধুরীর শিক্ষক পেটানোর সত্যতা অবশেষে বেরিয়ে এসেছে। মারধরের পর একজনের সাথে অধ্যক্ষ সেলিমের কথোপকথনের অডিও ফাঁস হয়েছে। ফাঁস



হওয়া সেই অডিওতে শোনা যায়, অধ্যক্ষ সেলিম রেজা অকপটে বলছেন, ৭ জুলাই রাতে এমপি ফারুক চৌধুরী তাকে নির্মমভাবে পিটিয়েছেন। রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ ১২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের অডিওটির কপি সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ সময়ে আসাদ জানান যে, ঘটনার পরপরই অধ্যক্ষ সেলিম রেজা ফোন করে তাকে এ ঘটনা জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে এ তথ্যের প্রতিবাদ করেছেন এমপি মহোদয়। তিনি বলেছেন, সব ঝুট হ্যায়। তার সাথে আবারো সুর মিলিয়েছেন সেই কিল খেয়ে কিল হজম করা অধ্যক্ষ সেলিম রেজা। স্পষ্টত এমপি সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ শক্তভাবে সেলিম রেজার পক্ষ নেন। আওয়ামী লীগ নেতা যে অডিও ফাঁস করেছেন তাতে ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে। এই আওয়ামী লীগ নেতা এমপি এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগের প্রমাণ দেন। এমপি সাহেব যে পরোক্ষভাবে সেলিম রেজাকে চাপে রেখেছেন অথবা অন্যের মাধ্যমে নমনীয় হওয়ার মেসেজ দিয়েছেন এ রকম ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন একজন ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা সেলিম রেজার বাসায় ফলমূল ও খাবার নিয়ে আসেন। সোহেল চেয়ারম্যান এমপি ফারুকের সাথে ফোনে সেলিম রেজার সাথে কথা বলিয়ে দেন। এমপি সেলিম রেজার কাছে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ওই দিন সেলিম রেজা বলেন, যেহেতু এমপি সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন,এর ফলে এখন তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আর এভাবেই কিল খেয়ে কিল হজমের নাটকীয় ঘটনা ঘটে।

এমপি ওমর ফারুক চৌধুরীর কলেজ অধ্যক্ষকে পিটিয়ে আহত করার ঘটনাটি সারা দেশে নিন্দার ঝড় তোলে। স্থানীয়ভাবে জনগণ ওমর ফারুকের এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষক সংগঠন ঘটনার নিন্দা করেন। শিক্ষক পেটানোর ঘটনায় এমপি ওমর ফারুক চৌধুরীর সংশ্লিষ্টতা এই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৮ সালের ১৯ আগস্ট এমপি উপস্থিতিতে দলীয় ক্যাডাররা গোদা বাড়ি ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আবদুর রহমানকে পিটিয়ে গুরুতরভাবে আহত করেন। এ ঘটনায় দায়ের হওয়া একটি মামলা চলমান রয়েছে। তানোর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, কয়েক বছর আগে তানোর এ কে সরকার ডিগ্রি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে আমার সামনেই জুতো দিয়ে মেরেছিলেন এমপি ওমর ফারুক চৌধুরী।

কয়েক মাস আগে তানোর উপজেলা প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুনকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছিলেন এই এমপি। ওই ঘটনার পর প্রকৌশলী মামুন নিজেই তদবির করে তানোর থেকে সিরাজগঞ্জ জেলায় বদলি হয়ে যান। এ ধরনের বেআইনি কর্মকান্ড করলেও এই এমপির বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সারা দেশে যেমন ভয়ের সংস্কৃতি বিরাজ করছে, তেমনি এমপির দাপটে মানুষ মুখ খুলতে নারাজ। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত তদন্ত কমিটি কাজ করছে বলে জানা গেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মশিউর রহমান দ্রুত এই তদন্ত কমিটি করে একটি ভালো কাজ করেছেন- এই ভীতির সংস্কৃতির যুগে এটা একটি সাহসী পদক্ষেপ। তবে অবশেষে এই তদন্ত কমিটি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে পারবে কি না- সেটা নিয়ে শিক্ষক মহলে সন্দেহ রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের অন্যত্র এ ধরনের তদন্ত কমিটি গঠনের ইতিহাস সুখকর নয়। কোনো সময়ই কোনো কমিটি শক্তিমানের স্বার্থের বিরুদ্ধে সত্যের অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারেনি।

এ ধরনের ঘটনা শুধু রাজশাহীতে ঘটছে না। সারা দেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা শিক্ষক পেটানোকে তাদের একটি মহৎ! কর্ম মনে করছে। রাজশাহীর রেশ কাটতে না কাটতেই বরিশাল থেকে খবর এসেছে সেখানে একজন প্রধান শিক্ষক আওয়ামী যুবলীগের নেতাকর্মী কর্তৃক প্রহৃত হয়েছেন। গত শুক্রবার বরিশালের উজিরপুর উপজেলার পতিবারি বাজারে এ ঘটনা ঘটে। প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার মন্ডল অভিযোগ করেন যে, যুবলীগ নেতা মনির মিয়া তার ভাই এবং ইউ-নিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর মিয়া আরো জনত্রিশেক লোক নিয়ে তাকে অপমান অপদস্ত করেন। তারা তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও লুটপাট করে। সেখানে থেকে তারা পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন এই হেডমাস্টার। ওই এলাকার পুলিশের ওসি সংবাদপত্রকে বলেন যে, একটি জলাশয়ের অধিকার নিয়ে বিরোধের প্রেক্ষিতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগের সাতলা ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

এটি যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিশেষত এর মাস্তান এমপিদের হাতে বিগত ১৩ বছরে দেশের শিক্ষকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পিটুনির শিকার হয়েছেন। এরই মধ্যে গত শনিবার জাতীয় সংসদের এলইডি হলে ঘটেছে একই রকম ঘটনা। সেখানে দেবিদ্বার উপজেলা চেয়ারম্যানকে লাঠিপেটা করেন কুমিল্লা-৪ আসনের এমপি রাজী মোহাম্মদ ফখরুল। এমনভাবে গত ১ বছরে অর্ধডজন এমপি মানুষ পিটিয়ে দুর্নাম কুড়িয়েছেন! এর আগে সরকারি কর্মকর্তা দলীয় নেতাকর্মী থেকে সাধারণ মানুষ পিটিয়ে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে আলোচনায় আসেন বরগুনা-২ আসনের এমপি শওকত হাসানুর রহমান রিমন। মানুষ পিটানোয় অভ্যস্ত এ সংসদ সদস্য গত ২১ মে বরগুনার পাথরঘাটার হরিনঘাটার বাজারসংলগ্ন সুইচঘাট এলাকায় সালিসি বৈঠক ডেকে এক মাছ ব্যবসায়ীকে মারধর করেন। ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংসদ সদস্যের মোটরসাইকেল বহরকে সাইড না দেয়ায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও মাছ ব্যবসায়ী মো: নজরুল ইসলামকে বেধড়ক পেটান একই এমপি শওকত হাসানুর রহমান রিমন। এর আগেও সরকারি কর্মকর্তাকে মারধরের অভিযোগ আছে এমপি রিমনের বিরুদ্ধে।

১৯ মে ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ সরকারি মাহতাব উদ্দিন কলেজের দুই সহকারী অধ্যাপককে পেটানোর অভিযোগ উঠে ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়, সংসদ সদস্য আনারুল আজিম আনার কলেজে প্রবেশ করে গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেনকে তুই শিবির করিস বলে চড় থাপ্পড় মারতে থাকেন। শিক্ষকদের কমন রুমে নানা রকম হুমকি ধামকি দিয়ে চলে যান। গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর ডেমরা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে এক দলিল লেখককে ঢাকা-৫ আসনের এমপি কাজী মি-নরুল ইসলাম মনু মারধর করেছেন বলে অভিযোগ উঠে। বর্তমান এমপিদের পাশাপাশি থেমে নেই সাবেক এমপিদের দাপট। মানুষ পিটিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন কক্সবাজার-৪ আসনের সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদি। এসব ইতিহাস মানুষের অজানা নয়। তারা সেই কবে থেকে কিল খেয়ে কিল হজম করেই যাচ্ছে। তাদের হুঁশ হবে কবে?

শিক্ষকদের এই দুর্গতির ইতিহাস ক্ষমতাসীনদের শাস-নকালের মতোই সমরূপ। সমাজে যে শিক্ষকরা সবচাইতে সম্মানের অধিকারী আওয়ামী নেতারা তাদেরই মারধরের প্রথম টার্গেট বানিয়ে নিয়েছেন দেশের সর্বত্র। মানুষের কাছে তিনটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত তার জীবন, দ্বিতীয়ত তার সম্মান এবং তৃতীয়ত তার সম্পত্তি। আওয়ামী লীগের লোকেরা প্রমাণ করেছেন যে, এই তিনটির কোনোটিই তাদের কাছে নিরাপদ নয়। যারা ক্ষমতাকে অন্যায়, অত্যাচার ও অনাচারের বাহন মনে করে তাদের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। শিক্ষক সমাজ যদি এত কিছুর পরও রুখে না দাঁড়ান, তাহলে তাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আরো সুদীর্ঘ হবে।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় ২-৩ বার, গ্রামে ৬-৭ বার লোড শেডিং!

ঢাকা ডেস্ক: জ্বালানি সাশ্রয়ে গত মঙ্গলবার থেকে রাজধানীসহ দেশজুড়ে শুরু হয়েছে এলাকাভিত্তিক লোড শেডিং। সরকারের পক্ষ থেকে দিনে একবার এক ঘণ্টা করে লোড শেডিং দেওয়ার কথা বলা হলেও রাজধানী-রসহ দেশজুড়ে একাধিকবার লোড শেডিং করা হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ বরাদ্দ পাওয়ায় সরকারের এক ঘণ্টা লোড শেডিংয়ের ঘোষণা আর রক্ষা করতে পারছে না বিদ্যুৎ বিতরণ কম্পানিগুলো। ফলে বাধ্য হয়ে তারা শিডিউল করে একাধিকবার লোড শেডিং করছে।

বিদ্যুৎ কম্পানিগুলো চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ পাওয়ায় রাজধানীতে একবারের জায়গায় দুই থেকে তিনবার লোড শেডিং করা হলেও রাজধানীর বাইরের জেলাগুলোতে ছয় থেকে সাতবার করেও লোড শেডিং করার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিতরণ কম্পানিগুলো বলছে, চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ কম পাওয়ায় এলাকাভিত্তিক শিডিউল অনুযায়ী এক ঘণ্টার লোড শেডিংয়ের নির্দেশনা মানা যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা একাধিবার লোড শেডিং করছে।

রাজধানীতে বৃহস্পতিবারের জন্য শোড শেডিংয়ের যে শিডিউল প্রকাশ করেছে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), সেখানে দেখা গেছে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকা এক ঘণ্টা করে তিনবার পর্যন্ত লোড শেডিংয়ের আওতায় রাখা হয়েছে।

ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কাওসার আমীর আলী বলেন, 'চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ বরাদ্দ পাওয়ায় শিডিউলে একাধিকবার লোড শেডিং রাখতে হচ্ছে। আমরা চেষ্টা চালিয়েও এখন আর এক ঘণ্টার লোড শেডিংয়ের সিদ্ধান্ত মানতে পারছি না। আগে শুধু পিক আওয়ারে (সন্ধ্যায়) একবারের জায়গায় দুইবার লোড শেডিং রাখা হয়েছিল, এখন থেকে দিনের বেলায়ও একাধিকবার লোড শেডিং রাখতে হবে।'

তিনি বলেন, 'আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে আমাদের চাহিদা ছিল ৯৮২ মেগাওয়াট, সরবরাহ করতে পেরেছি ৮০০ মেগাওয়াট। লোড শেডিং করতে হয়েছে ১৮২ মেগাওয়াট।'

রাজধানীতে বিদ্যুৎ বিতরণকারী আরেকটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানির (ডিপিডিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বিকাশ দেওয়ান বলেন, 'এক ঘণ্টা লোড শেডিংয়ের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা করতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। সময়টা আরো বাড়ানো দরকার। এরই মধ্যে আমরা এটা কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা করছি। বর্তমানে যে পরিমাণ বিদ্যুতের চাহিদা, তার চেয়ে ১৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা কম পাচ্ছি।'

রাজধানীর বাইরে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বিদ্যুতের বরাদ্দ কম থাকায় আমাদের বিতরণ এলাকায় একাধিকবার লোড শেডিং দিতে হচ্ছে। শি-ডিউল মেনে লোড শেডিং করার সুযোগ আমাদের একেবারেই নেই। আজ (গতকাল) ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর জোনে বেশি লোড শেডিং দিতে হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে আমাদের চাহিদা ছিল সাত হাজার মেগাওয়াট, সরবরাহ করতে পেরেছি পাঁচ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। তখন লোড শেডিং ছিল এক হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। পরে সন্ধ্যার দিকে চাহিদা বেড়ে হয় আট হাজার মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সরবরাহ করা গেছে সর্বোচ্চ ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার ২০০ মেগাওয়াট। লোড শেডিং দিতে হয়েছে এক হাজার ৮০০ থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট।'

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা লোড শেডিং ছিল। প্রতি এক ঘণ্টা পর পর লোড শেডিং করছে এই এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। ফলে উপজেলার ৬৮ হাজার গ্রাহক ব্যাংকিং ও স্বাস্থ্য সেবায় ভোগান্তিতে পড়ে। গ্রাহকদের অভিযোগ, দিনের বেলায় লোড শেডিং হলেও রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় লোড শেডিংয়ের ফলে খুব ভোগান্তি হচ্ছে। আর লোড শেডিংয়ের কারণে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি থাকা বয়স্ক ও শিশু রোগীরা বিপাকে পড়েছে।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কমলগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কমলগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে দিনে ১৫ মেগাওয়াট। আর রাতে ১৯ মেগাওয়াট। বর্তমানে কমলগঞ্জে দিনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় পাঁচ মেগাওয়াট, আর রাতে ১০ মেগাওয়াট।

'সাইওনারা'-শিনজো আবে

(৫ পাতার পর)

এই চিত্রটি অবশ্যই জটিল। চীনা বিশ্লেষকরা বলেন, যারা আবের সমালোচনা করে তাদের চুপ করিয়ে দেয়া উচিত নয়, কারণ তিনি মারা গেছেন এবং আবের প্রতি অনেক চীনা মানুষের সমালোচনামূলক মনোভাবের পেছনের কারণগুলো বহির্বিশ্বকে জানতে এবং বুঝতে হবে, যা পশ্চিমা বিশ্বের বড় অংশের কণ্ঠস্বরের বিরোধিতা করছে।

২০১৮ সালে, আবে চীন সফর করেন। তখন বেইজিংয়ে শির সাথে বৈঠকে বলেছিলেন, আশা করা হচ্ছে যে এই সফরের মাধ্যমে উভয় পক্ষ একটি নতুন যুগের সূচনা করবে যখন 'প্রতিযোগিতা সমন্বয়ে রূপান্তরিত হবে'। চীন-প্রস্তাবিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভকে 'আশাব্যঞ্জক' উল্লেখ করে আবে বলেন, 'জাপান তৃতীয়পক্ষের বাজার অনুসন্ধানসহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে চীনের সাথে সহযোগিতা বাড়াতে ইচ্ছুক।' ওই সফরের পর দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও জনগণের মধ্যে আদান-প্রদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ২০১৯ সালে আবে ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন চীন-জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া সহযোগিতার ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে চীন সফর করেন।

চীন মনে করে, চীন-জাপান সম্পর্কের এসব ইতিবাচক স্মৃতি আবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে পরিচালিত ছিল। যার মধ্যে কেবল চীনের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো নয় বরং জাপানকে স্বাভাবিক করার প্রয়াসও ছিল। কেননা সেই সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ট্রাম্প জাপানসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রধান শক্তির জন্য বড় অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিলেন এবং জাপানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্যকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার জন্য, আবের বাস্তববাদী নীতি সময়ের সাথে সাথে চীন-জাপান সম্পর্ককে উন্নত করেছে, বিশেষ করে ২০১২ সালে চীনের দিয়াওয়ু দ্বীপপুঞ্জকে 'জাতীয়করণ' করার জন্য জাপানের আইনের কারণে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, চীনের সাথে সম্পর্ক ঠিক করার প্রয়াসটি আসল উদ্দেশ্য ছিল না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বেইজিংভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, 'আবে কখনোই আন্তরিকতায় চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেননি, কারণ তিনি জাপানকে 'স্বাভাবিক' করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সময়ে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়কেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বা অন্য কথায়, জাপানকে তার শান্তিবাদী সংবিধানের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি এবং আবার একটি শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন।'

আবে ক্ষমতা ছাড়ার পর তাইওয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাসাজশ বাড়াতে এবং তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতা উৎসাহিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

বিশ্লেষকরা শি-এর শোকবার্তা বিশ্লেষণ করেছেন। তারা দেখছেন যে, চীন কেবল দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবের অবদানই স্বীকার করছে না, বরং আবের যৌক্তিকতাও স্বীকার করছে। শি তার বার্তায় বলেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী কিশিদার সাথে কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে দুই দেশের মধ্যে চারটি রাজনৈতিক নথিতে প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে চীন ও জাপানের মধ্যে একটি ভালো-প্রতিবেশী বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা বিকাশ অব্যাহত থাকে।

আবে একজন সফল নেতা যিনি জাপানিদের মধ্যে তাদের দেশকে আবার একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ধরনের জাগরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডানপন্থী রক্ষণশীল মতাদর্শের উত্থানও ঘটায়। সর্বশেষ নির্বাচনে, জাপানের শান্তিবাদী সংবিধান সংশোধনে সমর্থনকারী শক্তিগুলো উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ভোট পেয়েছে। আবেনোমিক্স জাপানের ডিফ্লেশন সমস্যার সমাধান করেছে, পর্যটন উৎসাহিত করেছে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। তাই ইয়েনের বর্তমান অবমূল্যায়ন এবং অর্থনৈতিক মন্দা আংশিকভাবে আবের মেয়াদে অর্থনৈতিক নীতির কারণে হলেও আবেনোমিক্স এখনো জাপানের জন্য একটি ইতিবাচক উত্তরাধিকার বলে মনে করা হয়।

তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আসাহি শিমবুন ও ইয়োমুরি শিমবুনসহ জাপানি গণমাধ্যমের জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৫৬ শতাংশ জাপানি শান্তিবাদী সংবিধানের সংশোধন সমর্থন করে। তাই অনেক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন, জাপান সম্ভবত আবের সীমাবদ্ধতাগুলো ভেঙে সশস্ত্র হওয়ার ঝুঁকি নিতে এবং আঞ্চলিক শান্তিতে অনিশ্চয়তার সিঁড়ি অতিক্রম করে মডেল হিসাবে অনুঘটকের কাজ করতে চায়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

আগামী বছর থেকে 'লিটল বাংলাদেশ মেলা

(৩ পাতার পর)

সমাজকর্মে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয় যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, বিশিস্ট রিয়েল স্টেট ইনভেস্টর ও তরুণ সমাজকর্মী নূরুল আজিম, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিশিষ্ট ব্যাংকার সৈয়দ এম রেজা, সংগীত শিল্পী ত্রিনীয়া হাসান এবং সংগঠন হিসেবে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব-কে।

এছাড়াও ৬৬ প্রিসিনক্ট এর বেশ কয়জন পুলিশ অফিসারকে তাদের কর্ম দক্ষতা ও কমিউনিটিতে সহযোগিতার জন্য আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছেন প্রিসিনক্টের কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইনস্পেকটর জেসন হ্যাগস্টেড ও কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স অফিসার জ্যামস জেমন প্রমুখ।

মেলায় আমেরিকার স্থানীয় এবং সিটি ও স্টেটের অনেক নির্বাচিত অফিসিয়াল'স উপস্থিত হতে না পেরে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রক্লোমেশন ও সাইটেশন প্রদান করেছেন তার মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে এসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৪৪ থেকে নির্বাচিত এসেম্বলি মেম্বার রবার্ট ক্যারল-এর অফিসের ল্যাজিসলেটিভ ডাইরেক্টর ডেভিড পেসেল্সকীর মাধ্যমে প্রক্লোমেশন ও সাইটেশন প্রদান করেছেন সংগঠনের সভাপতি কাজী আজম, সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, কনভেনর শাহ নাওয়াজ ও মেম্বার সেক্রেটারী ফিরোজ আহমেদকে। ডিস্ট্রিক্ট ৩৮ থেকে নির্বাচিত এসেম্বলি মেম্বার জেনিফার রাজকুমার তার প্রতিনিধি হিসেবে তার অফিসের কমিউনিটি এফেয়ার্স লিজিয়ন মোহাম্মদ আলীর মাধ্যমে তার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সমাজিক কাজে সহযোগিতা এবং নিজ নিজ কর্মে অবদানের জন্য সাইটেশন প্রদান করেন শিল্পী ও ব্যবসায়ী রানু নেওয়াজ, ব্যবসায়ী ও সমাজ কর্মী নুসরাত চৌধুরী নিপা, ব্যবসায়ী ও সমাজ কর্মী মুনমুন হাসিনা বারী, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী খাদিজা চৌধুরী বিউটি, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী কাজী শামীমা বেগম (সামু) এবং ফ্যাশন ডিজাইনার ও ব্যবসায়ী আরিফা হক বৈশাখী-কে।

প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা সারমিনা সিরাজ সোনিয়া এবং সংগঠক এস এম ফেরদৌস এর যৌথ সঞ্চালনায় মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের ৮ বার জাতীয় পুরস্কার পাওয়া জাতীয় শিল্পী এস আই টুটুল এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক দেয়া জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন ছাড়াও নিউইয়র্ক এর জনপ্রিয় শিল্পীরা সংগীতের মূর্ছনায় মেলায় আগতদের সারাক্ষন আনন্দে মাতিয়ে রাখেন। তাদের মধ্যে উল্লেযোগ্য শিল্পীরা হলেন- শিল্পী রানু নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, চন্দন চৌধুরী, ত্রীনিয়া হাসান, শামীম সিদ্দীকি, অনিক রাজ, রিয়া রহমান, শম্পা জামান, ডা. কামরুল ইসলাম, খাইরুল বাসার এবং শিশু কিশোরদের সংগঠন চারু কণ্ঠ।

প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনার পর বিকেলে মঞ্চে আসেন রিজিয়া পারভীন। তিনি একে একে জনপ্রিয় গান দিয়ে সকল শ্রোতা দর্শক কে দীর্ঘক্ষণ মুগ্ধ করে রাখেন। সবশেষে মঞ্চে আসেন এস আই টুটুল। তিনি তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে গিটার বাজিয়ে গান পরিবেশন করে মেলায় অন্য রকম এক আবহ সৃষ্টি করেন। বিশেষ করে তরুণরা নেচে নেচে গান উপভোগ করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় মেলার আয়োজক সংগঠনের সভাপতি কাজী আজম এবং মেলা উদযাপন কমিটির আহবায়ক শাহ নেওয়াজের ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী ও মেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ফিরোজ আহমেদ।

বাংলাদেশী কর্মী নেয়ার

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের বিষয়ে গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা চলছিল দুই দেশের সরকারের মধ্যে। এর অংশ হিসেবে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সমঝোতা স্মারক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ঢাকা ও এথেন্সের সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রণালয়ও। সেই সমঝোতা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে পাঁচ বছরে ১৫ হাজার মৌসুমি কর্মী নিতে সম্মত হয় গ্রিস। তবে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নির্ভর করছিল দেশটির পার্লামেন্টের অনুমোদনের ওপর। অবশেষে বুধবার (২০ জুলাই) প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিতে পাস হয়েছে। দেশটির অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক মন্ত্রী নোতিস মিতারাচি টুইটে এই খবর নিশ্চিত করেছেন। এই উদ্যোগের ফলে 'অবৈধ অভিবাসনের কারণগুলো' ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারির সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী, গ্রিস সরকার বাংলাদেশিদের প্রতি বছর কৃষিখাতে চার হাজার মৌসুমি কাজের ভিসা দিবে। আগামী পাঁচ বছরে সর্বমোট ১৫ হাজার বাংলাদেশিকে এই ভিসা প্রদান করবে দেশটি। চুক্তি অনুযায়ী, মৌসুমি ভিসা নিয়ে আসা বাংলাদেশিরা একটি নির্দিষ্ট কাজ নিয়েই গ্রিসে আসবেন এবং বছরে নয় মাস গ্রিসে বসবাস ও কাজের সুযোগ পাবেন। কৃষিখাতে ভিসা পাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে নয় মাস পরে বাংলাদেশে ফেরত যেতে হবে, যা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার দায়বদ্ধ থাকবে। একজন ব্যক্তি এভাবে বছরে নয় মাস করে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর গ্রিসে বৈধ অভিবাসী হিসেবে কাজ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কোনো ব্যক্তি এই ভিসা নিয়ে গ্রিসে কাজ করলেও তিনি নাগরিকত্ব বা স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন না। চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ বছর পর শ্রমিকদের বাংলাদেশে ফেরত যেতে হবে। যদি এই চুক্তি পরবর্তী কোনো গ্রিক সরকার আবারো অনুমোদন দেয়, তাহলে চুক্তি নবায়নের সুযোগ থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই চুক্তি সত্ত্বেও গ্রিসের বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে পর্যায়ক্রমে অবৈধ পথে আসা বৈধ কাগজপত্রবিহীন প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে এবং ফেরত পাঠানো কার্যক্রম চালু রেখেছে গ্রিক সরকার। গ্রিসের এ চুক্তি অনুমোদন বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সফল বন্ধুত্বের মাঝে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য একটি বড় বিজয় ও সম্মানসূচক বলে মন্তব্য করেন গ্রিক সংসদীয় কমিটির সদস্যরা।

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)
Muslim Ummah of North America (MUNA)

জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টার, নিউইয়র্ক

Picnic
শিক্ষা সফর

তারিখঃ
July 25, 2022
Monday

স্থানঃ Hempstead Lake State Park
Eagle Avenue
West Hempstead
NY 11552

সম্মানিত সুধী,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।
আগামী জুলাই ২৫, ২০২২ সোমবার মুনা জ্যাকসন হাইটস্ চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ***Hempstead Lake State*** পার্কের মনোরম পরিবেশে শিক্ষা সফরের (পিকনিক) আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা সফরে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

সফরে যা থাকবে
- খেলাধুলা
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- কুইজ প্রতিযোগিতা
- পুরষ্কার ও আরো কত কি?

চাঁদার পরিমাণ
নিজস্ব গাড়ী জনপ্রতি $25
বাসে জনপ্রতি $35
অনুর্ধ্ব - ৫ বছর

বাস ছাড়বে ৮:৩০ মিনিট

Field-#1
Philip Scott Pavilion

আমন্ত্রণে

আব্দুল হাকিম মিয়া
আহ্বায়ক
৩৪৭-৩৩২-৩৬৫৩

ফখরুল ইসলাম মাছুম
সদস্য সচিব
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

মমিনুল ইসলাম মজুমদার
সভাপতি
৬৪৬-৬৪৫-৬৯০৪

নাসির উদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৯৬৮-৮৬২৬

হামলাকারীদের উস্কে দিয়ে লাইভ দেখছিলেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

হিলে ট্রাম্প-সমর্থকদের হামলার ঘটনা তদন্তে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গত জুন থেকে অষ্টমবারের মতো শুনানি হয়। অন্যদিনের শুনানির মতো এদিনও হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাবেক সহযোগী ও নিরাপত্তা কর্মীদের ভিডিও জবানবন্দি উপস্থাপন করেছে তদন্ত প্যানেল। ভিডিও জবানবন্দিতে সাক্ষীরা বলেন, সমর্থকদেরকে হামলায় উসকানি দিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর ১৮৭ মিনিট ধরে নিষ্ক্রিয় ছিলেন ট্রাম্প। অর্থাৎ তাঁর উসকানিতে হামলা শুরুর পর তা ঠেকাতে ১৮৭ মিনিট কোনো পদক্ষেপ নেননি তিনি। এরপর এক ভিডিও বক্তব্যে সমর্থকদের বাড়ি ফিরে যেতে বলেন ট্রাম্প। জবানবন্দি নেওয়ার সময় হোয়াইট হাউসের সাবেক উপদেষ্টা প্যাট সিপোলোনকে তদন্তকারী ব্যক্তিরা ঘটনার দিন ট্রাম্পের ভূমিকা সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করেন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, ট্রাম্প তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল কিংবা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রধানকে ফোন করেছিলেন কিনা। সিপোলোন প্রতি প্রশ্নের জবাবে না সূচক উত্তর দিয়েছেন। প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্রেটিক সদস্য এলাইনে লুরিয়া বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ডাইনিং টেবিলে বসেছিলেন এবং টেলিভিশনের পর্দায় হামলার দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মী, ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে (ট্রাম্প) এমন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলেন, যা যেকোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আশা করা হয়।

মোট মৃত্যু ৬৩ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮৪ জন

(প্রথম পাতার পর)

সময়ে ২ হাজার ১৮ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি সংক্রমিত হয়েছে ৯ লাখ ৭৮ হাজার ৫০৯ জন। আগের দিনের তুলনায় মৃত্যু প্রায় ৫০০ এবং শনাক্ত বেড়েছে দেড় লাখেরও বেশি। এ নিয়ে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বে মোট মৃত্যু বেড়ে ৬৩ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮৪ জন এবং শনাক্ত পৌঁছেছে ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৯৯ হাজার ৮৭৮ জনে। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এক দিনে ৭ লাখ ৯৭ হাজার ৪৫৪ জন সুস্হ হয়েছে। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট সুস্হ হয়েছে ৫৪ কোটি ১৫ লাখ ৪১ হাজার ৩৪৮ জন। বৃহস্পতিবার সকালে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানবিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এসব তথ্য জানা যায়। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় দ্বিতীয় অবস্হানে ব্রাজিল। তালিকায় এর পরই রয়েছে ইতালি, মেক্সিকো, ফ্রান্স, অস্টেথলিয়া ও তাইওয়ানের মতো দেশগুলো।

যা করা যাবে না কাতার বিশ্বকাপে

(প্রথম পাতার পর)

আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে দেশটির পৃথক পাঁচ শহরের ৮টি স্টেডিয়ামে লড়বে ৩২টি দল। সাধারণত জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন হলেও কাতারের উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে বছরের শেষদিকে হবে এবারের টুর্নামেন্ট। শীত আসন্ন হওয়ায় খেলোয়াড় এবং দর্শকদের কথা চিন্তা করেই বিশ্বকাপ পিছিয়েছে কাতার। মরুর দেশটির আরো অনেক বিষয় অজানা দর্শকদের। চলুন জেনে নেয়া যাক।

ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়ায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কাতারে। ফুটবল দর্শকরা নিজেদের ব্যাগেজে অ্যালকোহল বহন করতে পারবেন না। কোনো ধরনের মাদকজাতদ্রব্য কাতারে অনুমোদিত নয়। এছাড়া পর্নোগ্রাফি, শুকরের মাংস এবং অন্যান্য ধর্মের বই নেয়া যাবে না। যেদেশে ই-সিগারেট গ্রহণ করাই নিষিদ্ধ সেখানে অ্যালকোহল, শুকরের মাংস নিয়ে প্রতিবন্ধকতা আসাটাই স্বাভাবিক।

বিশ্বকাপের দর্শনার্থীদের কাতারে রক্ষণশীল পোশাক পরতে হবে। পোশাকে শালীনতা রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছে কাতার সরকার। হোটেলের বাইরে বের হওয়ার সময় নারীদের কাঁধ ঢাকা পোশাক পরতে হবে। সঙ্গে লং স্কার্ট অথবা ট্রাউজার পরতে হবে। সমুদ্র সৈকতে নারীদের বিকিনি পরিধানে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে হোটেলের প্রাইভেট পুলে এই পোশাকে গোসল করতে পারবেন নারী সমর্থকরা। শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়, পুরুষদের পোশাকেও বাধ্যবাধকতা দিয়েছে কাতার সরকার। জনসম্মুখে খালি গায়ে এবং শর্টস পরে ঘোরাফেরা করা যাবে না।

সফরকারীদের অ্যালকোহল বহনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলেও একেবারেই মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়নি কাতার বিশ্বকাপে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার এবং হোটেলগুলোতে সীমিত পরিমাণে অ্যালকোহল সরবরাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মদ্যপানের ক্ষেত্রে রয়েছে বয়স-সীমাও। ২১ বছরের কম কেউ অ্যালকোহল গ্রহণ করলে তাকে ৩ হাজার কাতারি রিয়াল জরিমানা করা হবে। অন্যথায় ছয় মাসের জেল।

বিশ্বকাপ দেখতে আসা সমর্থকদের সঙ্গী নির্বাচনেও সীমাবদ্ধতা দেয়া হয়েছে। বিয়ে ব্যতীত প্রেমিক- প্রেমিকারা হোটেলে এক সঙ্গে অবস্থান করতে পারবেন না। এছাড়া সমকামীতাকে জোরালোভাবে অনুৎসাহিত করা হয়েছে কাতারে। অভিযোগ প্রমাণ হলে জেল-জরিমানার ঘোষণাও দিয়ে রেখেছে দেশটির সরকার।

ইসলামী রাষ্ট্র কাতারে ৬৬ শতাংশ মুসলমান বাস করেন। বাকি ৩৪ শতাংশ মানুষ অন্যান্য ধর্মের। তার মধ্যে ১৫ শতাংশ হিন্দু, ১৪ শতাংশ খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মালম্বী রয়েছেন ৩ শতাংশ। বাকি দুই শতাংশ অন্যান্য ধর্মের। আয়োজক হওয়ার জন্য 'বিড' প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে কাতারের বিরুদ্ধে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশটিকে ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করতে অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের কথাও শোনা গিয়েছে। এক জরিপে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার সাড়ে ৬ হাজারের বেশি শ্রমিক কাতারে স্টেডিয়াম নির্মাণে নিহত হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দাবি, কাজ করতে শ্রমিকদের জোরজবরদস্তি করা হতো। ছুটির দিনেও শ্রমিকদের ব্যস্ত থাকতে হতো স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজে। এছাড়া সময় মতো বেতন পরিশোধ করা হতো না শ্রমিকদের। নির্যাতিত অভিবাসী শ্রমিকরা মানবাধিকার সংস্থাটিকে জানিয়েছে, তারা নির্যাতিত এবং শোষিত হয়েছেন।

কাতারের জাতীয় সংগীতের টাইটেল হলো 'আস-সালামি আল-আমির' অর্থাৎ, আমিরের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ১৯৯৬ সালে কাতারের কবি শায়খ মোবারক বিন সাঈফ আল-থানি রচনা করেন এই গান। আর সুরকার হলেন কাতারের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী আব্দুল আজিজ নাসির আল-উবায়দা আল-ফখরু।

মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ হয় যৌন সংসর্গের

(প্রথম পাতার পর)

'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' সাময়িকীতে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়। মাঙ্কিপক্স-সংক্রান্ত এই ধরনের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় গবেষণা এটি। গবেষণাটি এমন এক সময় প্রকাশিত হলো, যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা এই প্রাদুর্ভাবকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করবেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক করছেন।গবেষণায় নেতৃত্ব দেন লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল থেকে ২৪ জুনের মধ্যে বিশ্বের ১৬টি দেশে নিশ্চিত সংক্রমিত ৫২৮টি মাঙ্কিপক্সের ঘটনার ওপর গবেষণা করেন। গবেষণাপত্রের মুখ্য লেখক জন থর্নহিল এক বিবৃতিতে বলেন, সাধারণ অর্থে মাঙ্কিপক্স যৌনবাহিত সংক্রমণ নয়। কিন্তু তা ঘনিষ্ঠ শারীরিক সংসর্গের মাধ্যমে হতে পারে।জন থর্নহিল বলেন, তাঁদের গবেষণা এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন পর্যন্ত মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণের বেশির ভাগ ঘটনা যৌন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রধানত পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এমনটা হয়েছে। মাঙ্কিপক্স কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, কোন গোষ্ঠীর মধ্যে তা ছড়াচ্ছে, সে সম্পর্কিত জানাবোঝা এই গবেষণা বাড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেন জন থর্নহিল। তিনি বলেন, বিষয়টি মাঙ্কিপক্সের নতুন সংক্রমণ দ্রুত শনাক্তে সহায়তা করবে। প্রতিরোধ কৌশল খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

নিউইয়র্কে বিদ্যুৎ খরচে সতর্কতার নোটিশ

(প্রথম পাতার পর)

তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এ ধরনের আরও তাপমাত্রা রেকর্ড হতে পারে। নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দাদের বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে বলা হয়েছে। এর জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা বাড়িয়ে ব্যবহার করা এবং বড় বড় যন্ত্রপাতির প্লাগ খুলে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে টেক্সাসের বাসিন্দাদেরও বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে বলা হয়েছে। বেলা দুইটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বড় ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে, বাতাসের কম গতি গ্রিডের সক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ বাড়িতে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ব্যবস্থা থাকায় আপাতত তাপ-প্রবাহজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে পারছেন স্থানীয় লোকজন। তবে ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যুতের গ্রিডের ওপর চাপ বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটা বড় অংশজুড়ে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের (৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় তা ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটকে ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলেও একই রকমের তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। তবে তাপমাত্রার পাশাপাশি সেখানে আর্দ্রতা বেশি থাকায় মানুষ আরও বেশি অস্বস্তিতে পড়েছে। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (এন-ডব্লিউএস) এক টুইটার পোস্টে বলা হয়, ১০ কোটি মানুষকে তাপমাত্রাজনিত সতর্কতার মধ্যে রাখা হয়েছে। আর গতকাল আরেকটি টুইটার পোস্টে বলা হয়, জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশকে সপ্তাহজুড়ে এমন সতর্কতার মধ্যে থাকতে হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে ইতিমধ্যে তাপমাত্রা বাড়ছে। উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে উচ্চ আর্দ্রতা মিলে সেখানে অনেক বেশি তাপমাত্রার অনুভূতি হচ্ছে। ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়াতে তাপমাত্রাজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে আভাস দিয়েছেন, এ ধরনের তাপপ্রবাহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে প্রায়ই দেখা দিতে পারে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে এসব তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়বে।

এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাব না

(প্রথম পাতার পর)

বলেছেন, 'আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি, বারবার বলেছি এবং আজও একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে আমরা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাব না।' শুক্রবার রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। সরকারের পদত্যাগ দাবি করে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই সরকারকে তাদের ব্যর্থতার জন্য, জনগণের ওপর দুঃসহ যন্ত্রণা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।' নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলে বিএনপির মহাসচিব বলেন, সরকারের পদত্যাগের পর নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে। একই সঙ্গে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সরকার গঠন করতে হবে। বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সেই নির্বাচনে আমরা যদি জয়ী হয়ে আসতে পারি, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সব দল নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করব। সেই সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য সব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথে এগিয়ে যাবে, যে পথে জনগণের মুক্তি আসবে। শুধু বিএনপি নয়, পুরো জাতি আজ অত্যন্ত কঠিন সময় অতিক্রম করছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে মনে হচ্ছে আসলে কি আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের নির্মাণ করতে পেরেছি? একটা ফ্যাসিস্ট শক্তি আমাদের সব অর্জন, সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। এ কথাগুলো আমরা বারবার বলছি এবং আমাদের সব কথাই আজ প্রমাণিত হচ্ছে।' মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, 'যখন কোভিড হয়, সে সময় বলেছিলাম, এখনই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমরা দলের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য কতগুলো প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। কিন্তু জোর করে ক্ষমতায় বসে থাকা সরকার তা শোনেনি। বিদ্যুতের ব্যাপারেও বারবার বলেছি যে কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টে ভয়াবহ রকমের দুর্নীতি চলছে ও এতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, এটা জনগণের ওপর চরম চাপ সৃষ্টি করবে। আজ সেই কথাগুলো প্রমাণিত হচ্ছে।' জ্বালানির ব্যবস্থা না করেই সব বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট করা হয়েছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজ তারা কোনো উৎপাদন না করেই হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে এসেছে, গত ৯ মাসে ১৭ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এসব প্ল্যান্টকে। আজ গ্যাসের অভাবের কথাও বলা হচ্ছে বেশি। বলা হচ্ছে গ্যাস নেই, সেই কারণেই এই সংকট তৈরি হচ্ছে। তাহলে নিজেদের গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা না করে কেন আমদানির দিকে ঝুঁকে এই বিনিয়োগগুলো করলেন?'

মক্কায় ইসরাইলি সাংবাদিক প্রবেশে সাহায্যকরী

(প্রথম পাতার পর)

সৌদি আরব। জানা গেছে, তিনিই ইসরাইলি সাংবাদিক গিল তামারিকে মক্কায় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শুক্রবার মক্কার পুলিশ এই গ্রেপ্তারের বিষয়টি ঘোষণা করেছে। এ খবর দিয়েছে জেরুজালেম পোস্ট।

খবরে জানানো হয়, তামারি একজন অমুসলিম সাংবাদিক এবং মার্কিন নাগরিক। তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় সৌদি আরবে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল সৌদি সরকার। তবে তার মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল নিজস্ব। আর এতে তাকে সাহায্য করেছে এক সৌদি গাড়ি চালক। যদিও তামারি তার তৈরি রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, ওই গাড়ি চালক জানতেন না তিনি অমুসলিম। তারপরেও তাকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

এ নিয়ে মক্কার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত সৌদি নাগরিক ওই আমেরিকান অমুসলিম সাংবাদিককে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত একটি রাস্তা দিয়ে মক্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন, অমুসলিমদের পবিত্র এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং ঘটনাটি সেই বিধিনিষেধেরই সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর তাই অভিযুক্ত ওই নাগরিককে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মক্কা অঞ্চলের পুলিশের ওই মুখপাত্র বলেছেন, সৌদি আরবে আসা সকল দর্শনার্থীকে দেশের আইনকে সম্মান ও মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে পবিত্র মসজিদ এবং পবিত্র স্থানগুলোকে সম্মান করার পাশাপাশি সকল নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এ ধরনের বিধিনিষেধের যেকোনো লঙ্ঘন অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়, যা সহ্য করা হবে না এবং প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

ডিপোর্টেশন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসনের নেয়া উদ্যোগের পক্ষে রায় দিয়েছিল সিনসিনাটির একটি আপীল কোর্ট। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হলে সুপ্রীম কোর্ট গত বৃহস্পতিবার বর্তমান প্রশাসনের নেয়া পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে। আরিজোনা, ওহিয়ো ও মন্টানা অঙ্গরাজ্য এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। ডিপোর্টেশন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে প্রো ইমিগ্র্যান্ট বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি। তারা মনে করছেন এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ইমিগ্র্যাশন যে কোন বাহানায় আনডকুমেন্টেডদের ডিপোর্ট করার ফ্রী লাইসেন্স হিসেবে এই রায়কে ব্যাবহার করবে।

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত ফুটবল লীগ শুরু

(শেষের পাতার পর)

৮টি দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলো হচ্ছে: গ্রুপ এ: ব্রক্সস ইউনাইটেড এফসি ও গার্ডেন স্টার এফসি, গ্রুপ বি: আইসাব এফসি প্রো ও ওজনপার্ক ফাইটার্স এফসি, গ্রুপ সি: আইসাব এফসি ও নিউ জেনারেশন এফসি এবং গ্রপ ডি: বন্ধু ইউনাইটেড এফসি ও সন্দ্বীপ ইউনাইটেড এফসি। এবারের লীগের গ্র্যান্ড স্পন্সর হচ্ছে বিএসিডিওয়াইএস.অর্গ। খবর ইউএনএ'র।

উদ্বোধনী দিনে দু'টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খেলায় ব্রক্সস ইউনাইটেড এফসি ১-০ গোলে গার্ডেন স্টার এফসি-কে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে জাহিদ একমাত্র গোলটি করেন। দিনের দ্বিতীয় খেলায় সন্দ্বীপ ইউনাইটেড এফসি ২-১ গোলে বন্ধু ইউনাইটেড এফসি-কে পরাজিত করে জয়লাভ করে। সন্দ্বীপের পক্ষে রুহন ও মুজাহিদ এবং বন্ধু'র পক্ষে লিমন গোলগুলো করেন।

এদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি মিসবা আবদীন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এইচ রশীদ রানা সহ অন্যানের মধ্যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা ছাড়াও দুলাল মিয়া এনাম, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল কাদির লিপু, সাইকুল ইসলাম প্রমুখ কর্তকর্তা মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া আর নেই

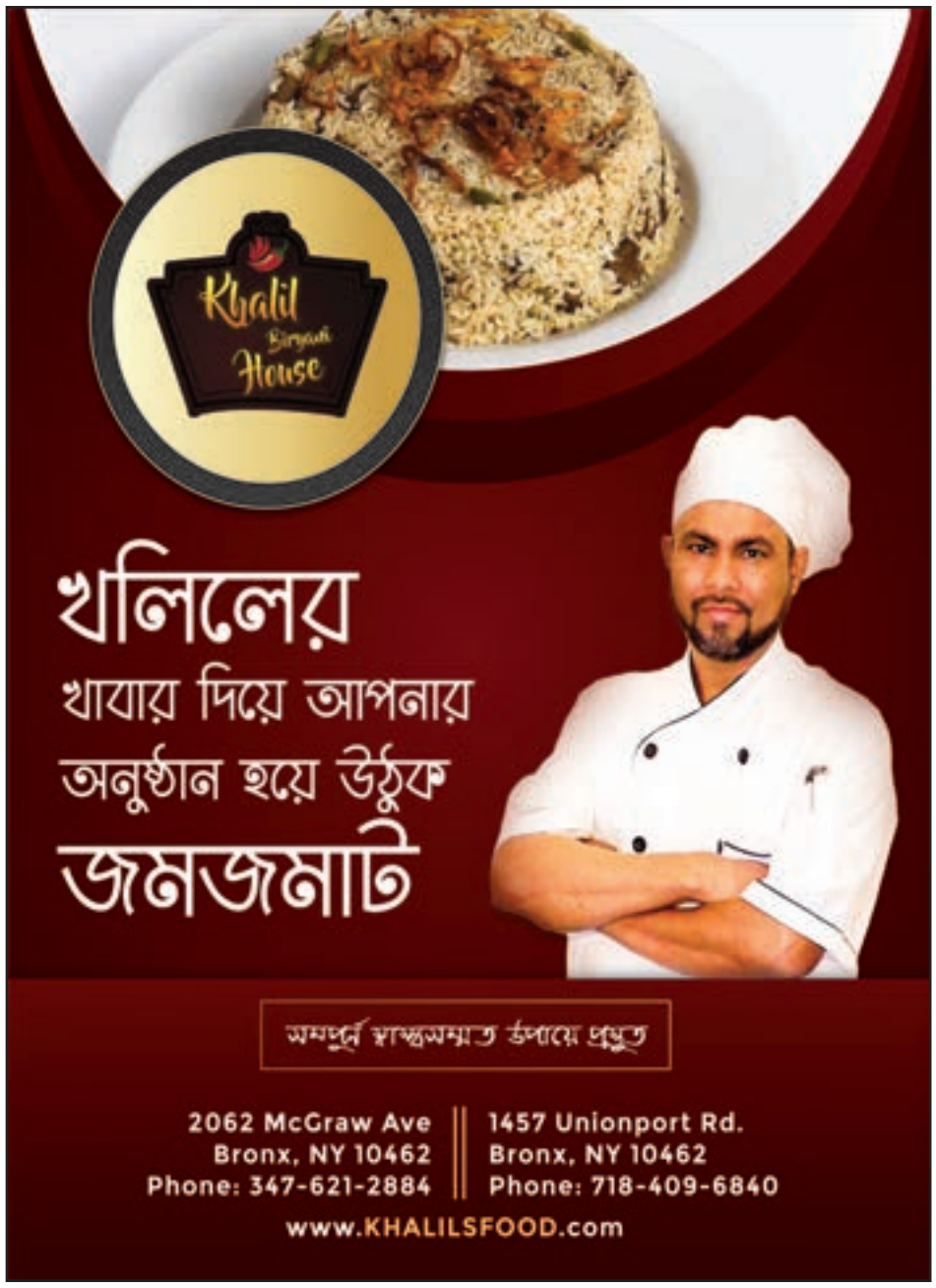
(শেষের পাতার পর)

অ্যাডভোকেট মো. ফজলে রাব্বী আর নেই। তিনি শুক্রবার (২২ জুলাই) নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৪টায় নিউইয়র্কস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মরহুমের নামাজে জানাজা শনিবার (২৩ জুলাই) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠানের পর তার মরদেহ ঢাকায় প্রেরণের কথা। দিনি দীর্ঘ দিন ধরে দূরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন যুক্তরাষ্ট্র অওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান জানান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন তার ভাতিজা ফাহাদ রাব্বী সৈকত। তিনি ফেসবুকে বলেন, আজ (শুক্রবার) ২৩/০৭/২০২২ ইং বাংলাদেশ সময় আনুমানিক রাত ২টায় (নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৪.০০টা) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি ইন্তেকাল করেছেন।

বিষয়টি আমি ফাহাদ রাব্বী সৈকত আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করছি। দয়া করে শোকে মুহ্যমান পরিবারের সদস্যদেরকে একই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত করবেন না। ফজলে রাব্বী মিয়া ১৯৮৬ সালের তৃতীয়, ১৯৮৮ সালের চতুর্থ, ১৯৯১ সালের পঞ্চম ও ১২ জুন ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদিয়ে ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হন।

২০০৮ সালের নবম, ২০১৪ সালের দশম ও ২০১৯ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। দশম সংসদ থেকে তিনি ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


ছোট নিউ ইয়র্ক
বাসীদেরজন্য বড় সুরক্ষা।
COVID-19 টিকাসমূহ এখন 6 মাস ও
তার উর্ধ্ববয়সী শিশুদের জন্য উপলব্ধ।
NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY
আরো জানতে nyc.gov/vaccinefinder এ যান।
বা 877-829-4692 নম্বরে কল করুন।
NYC Health
Eric Adams
মেয়র
Ashwin Vasan, MD, Ph
কমিশনার



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com



তানিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ, সোনিয়াকে বিয়ে করলেন এস আই টুটুল

বিনোদন ডেস্ক: অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে কণ্ঠশিল্পী এস আই টুটুলের। শুধু তা-ই নয়, ২৩ বছরের সংসারজীবনের ইতি টেনে কণ্ঠশিল্পী এস আই টুটুল যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শারমিনা সিরাজ সোনিয়াকে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। টুটুলের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর নিশ্চিত করে তানিয়া আহমেদ বলেছেন, 'সমঝোতার মাধ্যমে আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। ও ওর জীবন নিয়ে ভালো থাকুক। এখানে আমার মন্তব্যের কিছু নেই।'

জানা গেছে, বিচ্ছেদের পর টুটুল-সোনিয়া ২০২২ সালে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। পাত্রী নিউইয়র্ক প্রবাসী শারমিনা সিরাজ সোনিয়া। তারও এটি দ্বিতীয় বিয়ে। নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তিনি। চাকরির পাশাপাশি উপস্থাপিকা ও মিডিয়ার বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত আছেন।

টুটুলকে বিয়ে করা প্রসঙ্গে সোনিয়া বলেন, 'আমি ১২ বছর ধরে সিঙ্গেল। টুটুলের সঙ্গে পরিচয় মূলত আরটিভির একটি রিয়ালিটিতে কাজ করতে গিয়ে। আমি নিজেও জীবনসঙ্গী খুঁজছিলাম। তাই টুটুল যখন বলল, আমার সাথে বাকি জীবন থাকতে পারবে? তখন আমি তুমি থেকে আমরা হওয়া। মুসলিম রীতিতে আমাদের আকদ হয়েছে শুধু। খুব জলদিই এখানে (আমেরিকা) ও বাংলাদেশে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিকতা করব। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।'

দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে এস আই টুটুল বলেন, 'আমি ও তানিয়া সেপারেট ছিলাম পাঁচ বছর। গত বছর আমাদের অফিশিয়ালি ডিভোর্স হয়। এরপর নিউইয়র্কে কনসার্টসহ নানা কাজেই আমার যাতায়াত। সেখানে আরটিভির বাংলা গায়েন থেকেই সোনিয়ার সঙ্গে পরিচয়। দু'জনই যেহেতু আমরা সিঙ্গেল এবং ম্যাচউরড, তাই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই।'

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে তানিয়া আহমেদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এস আই টুটুল। এত দিন ভক্তকুলে এ যুগল 'হ্যাপি কাপল' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এস আই টুটুল ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সট্রা অর্ডিনারি কোটায় গ্রিন কার্ড পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি শারমিনা সিরাজ সোনিয়াকে নিয়ে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

আবারও বিয়ে করলেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক: ক'দিন আগেই সংগীতশিল্পী এসআই টুটুলের দেশীয় শোবিজ অঙ্গনে অবাক করে দিয়েছিল। কেউ ভাবতেই পারেননি তানিয়ার সঙ্গে ২৩ বছরের সম্পর্ক চুকে যেতে পারে। সে খবর পুরনো হতে না হতেই এবার প্রকাশ্য হলো দেশের 'জাতীয় ক্রাশ' খ্যাত অভিনেত্রী পূর্ণিমার দ্বিতীয় বিয়ের খবর। ১৫ বছর পূর্বে পূর্ণিমা যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেটাও যে ভেঙে যেতে পারে, তা ভক্তরা অনুমানই করতে পারেননি। যদিও অনেকদিন ধরেই আহমেদ ফাহাদ জামালের সঙ্গে একটা বড় দূরত্ব লক্ষ্য করাই যাচ্ছিল।

২০০৭ সালে বিয়ের পরে পূর্ণিমা চলচ্চিত্রে অনেকটাই অনিয়মিত হয়ে পড়েন। ২০১৪ সালে কোলজুড়ে আসে কন্যা সন্তান আরশিয়া উমাইজা। গত কয়েক বছর ধরে জামালের সঙ্গে আলাদাই থাকছিলেন। হুট করেই বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ণিমা দিলেন বিয়ের খবর।



খবরে বলা হচ্ছে, ঢালিউডের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা আবারো বিয়ে করেছেন। পাত্র আশফাকুর রহমান রবিন, পেশায় দেশের বহুজাতিক একটি কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। গত ২৭ মে পূর্ণিমা ও রবিনের দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। বর্তমানে তারা রাজধানীর একটি অভিজাত এলাকায় একত্রে বসবাস করছেন। রবিন লেখাপড়া করেছেন সিডনির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) রাতে বিয়ের খবরটি নিশ্চিত করেন পূর্ণিমা। তিনি বলেন, কাজের সূত্র ধরেই তার (রবিন) সঙ্গে পরিচয়। তিন বছরের পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, সেখান থেকে পরস্পরের মন দেয়া-নেয়া। বিয়ের পরেই পূর্ণিমাসহ তার পরিবারের অন্যরা অসুস্থ ছিলেন। কারো কারো কোভিড ছিল। সে কারণে তার বিয়ের খবর জানাতে দেরি হয়েছে বলে জানান এ নায়িকা।

পূর্ণিমা জানান, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধাবোধ সবকিছু পেয়েছেন রবিনের মধ্যে। সেখান থেকে সম্পর্ক মজবুত হয়। বলেন, পরে দুই পরিবার আমাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। ২৭ মে পারিবারিকভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে।

জানা যায়, চলতি বছরের শেষ দিকে রবিন-পূর্ণিমার বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে।

পূর্ণিমাকে শুভকামনা জানালেন প্রাক্তন স্বামী

এদিকে পূর্ণিমার বিয়ের বিষয়টি নিয়ে আহমেদ ফাহাদ জামালেরও প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। কেননা পূর্ণিমার বিয়ের খবরের পর ভক্ত ও শুভাকাঙ্খীরা ফাহাদ জামালকে ক্রমাগত ফোনকল ও মেসেজ করছিলেন, বিষয়টি আদতে কি জানার জন্য। আহমেদ ফাহাদ জামাল ফেসবুকে পূর্ণিমার নতুন জীবনের প্রতি শুভ কামনা জানিয়ে বলেন, 'তার জন্য শুভ কামনা, আমার মেয়ের জন্য সমসময় দোয়া রাখবেন।'

একই পোস্টে অযাচিত ফোনকল ও মেসেজের কারণে বিরক্তি প্রকাশ করেন জামাল। তিনি লিখেছেন, 'দয়া করে আমেক ফোন করা ও মেসেজ দেয়া বন্ধ করুন। যা হয়েছে খুবই ভালো। মানুষের জীবনেই এটা হয়। আমি জানি।'

সাক্ষাৎকারে তানিয়া আহমেদ

টুটুলের সব জায়গা থেকে আমি কালো তালিকায় আছি

বিনোদন ডেস্ক: তানিয়া আহমেদ বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। বিয়ে করেছিলেন দেশের আরেক জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী এস আই টুটুল-কে। তানিয়া-টুটুলের রয়েছে ৫ সন্তান। এদের মধ্যে দুই সন্তান দত্তক নেয়া। গেলো সপ্তাহে হঠাত করেই খবর প্রকাশিত হয় 'তানিয়া-টুটুল' এর বিচ্ছেদ। এই খবরের পর দৈনিক নয়া দিগন্ত-এ প্রকাশিত তানিয়ার সাক্ষাতকার নিম্নরূপ:

প্রশ্ন: শোবিজ অঙ্গনে আপনাদের সংসার নিয়ে ইতিবাচক ধারণা ছিল সবার। কিন্তু হঠাৎ এমন কী হলো যে, আপনাদের সংসার ভেঙে আলাদা হতে হলো?

তানিয়া আহমেদ: মানুষের জীবনে কখন কী হয়ে যায়, সে নিজেও জানে না। সম্পর্কের জায়গায় কখনো কখনো কোনো না কোনোভাবে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেই সমস্যা থেকেই দূরত্ব। কিছু বিষয় থাকে ব্যক্তিগত, সেগুলো চাইলেও শেয়ার করা যায় না। দু'জন ভালো মানুষ সবসময় ভালো না-ও থাকতে পারে। কেউ যদি মনে করে, সে নিজের মতো করে থাকবে বা চলবে, সেখানে তো কারোই কিছু করার থাকে না। আবার কেউ ছেড়ে যেতে চাইলে তাকে শত চেষ্টাতেও বেঁধে রাখা যায় না। তবে টুটুল সব কিছু নিয়মের মধ্যেই করেছেন।

প্রশ্ন: আলাদা হওয়ার বিষয়টি আপনাদের সন্তানরা কিভাবে দেখছে?

তানিয়া আহমেদ: সন্তানরা আমার ভালো বন্ধু। সবসময়ই ওদের সব কিছু যেমন আমাকে শেয়ার করে, আমিও সব কিছু সন্তানদের সাথে শেয়ার করি। আমাদের বিষয়টি নিয়ে সন্তানদের সাথে কথা হয়েছে। ওদের বলার পর যেটা ভালো হয়, সেটিই করতে বলেছে।

প্রশ্ন: ব্যক্তিগতভাবে এস আই টুটুলের নতুন সংসারের সিদ্ধান্তকে কিভাবে দেখছেন?

তানিয়া আহমেদ: এখানে আমার দেখায় আর কিছু যায়-আসে না। তবে এটুকু বলতে পারি, টুটুল ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকব। দিন শেষে আমার সন্তানদের বাবা সে। তার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে সন্তানরা ভালো থাকবে না। সন্তানরা তার বাবাকে প্রচন্ড ভালোবাসে। আমাকেও খুব ভালোবাসে। উভয়ের জন্যই ওদের কষ্ট হবে। আমি মনে করি, এটি কাদা ছোড়াছুড়ির বিষয় নয়।



প্রশ্ন: আপনাদের সন্তানরা এখন কার সাথে থাকছে?

তানিয়া আহমেদ: ওরা তো আমার সাথেই আছে। আমি ওদের ভাগ করতে চাই না। যখন যার সাথে ইচ্ছে ওরা থাকতে পারে। যতদূর জেনেছি, সোনিয়ার (টুটুলের নতুন স্ত্রী) আগের ঘরের এক সন্তান আছে। সম্ভবত ছেলে। আমার এক সন্তান বিদেশে চাকরি করছে। আর ছোট সন্তান আমার কাছেই আছে। টুটুল সোনিয়ার সাথেই এখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকছেন। আরেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে সাত-আট মাসের মতো হবে। এখনো এক বছর হয়নি।

প্রশ্ন: বিচ্ছেদের অনেক আগে থেকেই নাকি আপনারা আলাদা থাকতেন। এ বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চান?

তানিয়া আহমেদ: আমরা এক বাসায় থাকলেও এ সময়টা আলাদা থেকেছি। মানসিক দিক থেকে আমাদের দূরত্ব ছিল। অনেক কিছুই মতের অমিলের কারণে হয়েছে। যেগুলো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।

প্রশ্ন: ডিভোর্সের পর আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ বা কথা হয়েছে?

তানিয়া আহমেদ: না কথা হয়নি। মানুষের চিন্তা-চেতনার জায়গা ভিন্ন হয়। সবার চিন্তা-চেতনা এক না-ও হতে পারে। ডিভোর্সের পরও আমি সবসময় চেষ্টা করেছি, যোগাযোগ রাখার। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। টুটুলের সব জায়গা থেকে আমি কালো তালিকায় আছি। সন্তানদের ভরণপোষণের একটি ব্যাপার থাকে। দু'জন কথা বলে বিষয়টি ঠিক করে নিতাম। তবে অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারিনি। যোগাযোগের সব মাধ্যম বন্ধ। তবে সন্তানদের সাথে টুটুলের যোগাযোগ হয়।

প্রশ্ন: সংসার করতে গেলে অনেক সমস্যা হয়। কিন্তু সেগুলো তো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেত। আপনি কি সেই চেষ্টা করেছিলেন?

তানিয়া আহমেদ: এ প্রশ্নের উত্তর এক বা দুই কথায় দেয়া যাবে না। আমি যখন বিষয়গুলো জানতে পেরেছি, নিজেকে বুঝিয়ে মানিয়ে নিয়েছি। অনেক কিছুই বলতে পারতাম। সেসব বলে তো আর লাভ হবে না। তা ছাড়া টুটুল একটা অবস্থান তৈরি করেছে। তার সম্মান আমাকেই ধরে রাখতে হবে। আমি সবসময় তাকে সম্মানের জায়গায় রাখার চেষ্টা করছি। না চাইলেও অনেক সময় আমাদের অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। সবসময় সৃষ্টিকর্তার কাছে একটা চাওয়াই থাকবে- তারা দু'জন ভালো থাকুক। তিনি ভালো থাকলে সন্তানরা মানসিকভাবে শান্তি পাবে।

প্রশ্ন: আপনি কি নতুন করে জীবন সাজানোর ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?

তানিয়া আহমেদ: এ ভাবনার বিষয়টি আমাদের কারো ওপরই নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। তিনি যেভাবে যখন চাইবেন, সেভাবেই সব হবে। দীর্ঘ ভালোবাসার সংসার টিকিয়ে রাখার কম চেষ্টা তো আর করা হয়নি। সবসময় তো সব চাওয়া পূরণ হয় না। তবে যে যেভাবে ভালো থাকতে চায়, তাকে সেভাবেই ভালো থাকতে দিতে হয়।

প্রশ্ন: আপনাদের বিচ্ছেদের পর টুটুলকে সবাই দোষারোপ করছেন, এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

তানিয়া আহমেদ: কোনো কিছুই ধারণা থেকে করা উচিত নয়। টুটুলের তুলনা টুটুলই। তার বিকল্প কেউ নেই। বাংলাদেশের একজন নামকরা শিল্পী এস আই টুটুল। তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু মানুষ যা-তা মন্তব্য করছে। এটি মোটেও ঠিক নয়। এটি মনে রাখবেন, আপনাদের (দর্শক-শুভাকাঙ্খী) জন্যই আমরা। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত ভালোলাগা থাকে। প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত জীবন আছে। এটি শুধুই ব্যক্তিগত। আমাদের বিষয় আমাদেরই সমাধান করতে হবে, অন্যরা পারবে না। তাই অন্যদের চুপ থাকাই ভালো। আশা করব, খারাপ মন্তব্য করা থেকে সবাই বিরত থাকবেন।

সিনেমা দেখার চেয়ে বাহাস ছিল বেশি

বিনোদন ডেস্ক: এবার ঈদে মুক্তি পেয়েছে তিনটি সিনেমা। এগুলো হলো অনন্ত ও বর্ষা অভিনীত এবং ইরানী নির্মাতা মুস্তফা অতাশ জমজম পরিচালিত বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনার সিনেমা 'দিন : দ্য ডে', বিদ্যা সিনহা মিম-শরীফুল রাজ-ইয়াশ রোহান অভিনীত রায়হান রাফি পরিচালিত 'পরান' ও পূজা চেরী-জিয়াউল রোশান অভিনীত অনন্য মামুন পরিচালিত 'সাইকো'।

সর্বাধিক ১০৭টি প্রেক্ষাগৃহের ১১৫টি স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে 'দিন : দ্য ডে'। সিনেমাটি দ্বিতীয় সপ্তাহে এসেও একই পরিমাণ প্রেক্ষাগৃহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে ১১ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া 'পরান' দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহ বাড়বে বললেও সেটা চোখে পড়েনি। আর 'সাইকো' নিয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই মিডিয়া কিংবা দর্শকের মধ্যে।

এবারের ঈদে সিনেমা দেখার চেয়ে সিনেমা নিয়ে বির্তক ও সমালোচনা, কথার পিঠে কথার খোঁচা, কাদা ছোড়াছুড়ি বেশি দেখা গেছে। বিশেষ করে অনন্ত জলিল, বর্ষা ও নির্মাতা রায়হান রাফির মধ্যে মিডিয়ায় বাকবিতণ্ডা হয়েছে। যদিও এর শুরুটা করেছেন রায়হান রাফি। অনন্ত জলিল বেশ আগে বলেছেন তার সিনেমার বাজেট প্রায় ১০০ কোটি টাকা। সেটা নিয়ে টিভি মিডিয়ায় সাক্ষাৎকারে রাফি খোঁচা দিয়েছেন অনন্তকে। সেই থেকে শুরু। এর জের চলছে এখনো। অন্যদিকে অনন্য মামুনও অনন্ত জলিলকে খোঁচা দিয়ে কথা বলেছেন। ফলে অনন্তও মামুনকে ছেড়ে দেননি।

এটাও বলেছেন, মামুনকে পরিচালক বানিয়েছেন তিনি। আর বর্ষা এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে মাদক নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়া, কিংবা সন্তান গর্ভে নিয়ে লুকিয়ে থাকা নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করতে অপারগতার কথা বলেছেন। এতে খেপে উঠেছেন মাদকের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া সেই নায়িকা। এগুলো নিয়েই মিডিয়া উত্তাল ছিল বেশ কয়েকদিন।

এদিকে নিজের সিনেমায় ১০০ কোটি বাজেটের বিষয়টি এরই মধ্যে পরিষ্কার করেছেন অনন্ত। তিনি বলেছেন, তার সিনেমাটি ইরানের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এবং এর সর্বাধিক শেয়ার ইরানের। শুধু বাংলাদেশে যেটুকু অংশের শুটিং হয়েছে সেটার খরচই তিনি বহন করেছেন। তাও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। ইরান থেকে বাজেট ও খরচের হিসাব যেটা দেওয়া হয়েছে সেটার কথাই তিনি মিডিয়ায় বলেছেন। এটা নিয়ে সমালোচনার কিছুই দেখছেন না এ নায়ক ও প্রযোজক।



বই হোক বিশ্ববাঙালির মিলন সেতু

নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা

৩১তম নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা

২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০২২

সময়

বৃহস্পতি, শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা

রবিবার
দুপুর ১টা থেকে রাত ১১টা

বইমেলার স্থান
Jamaica Performing Arts Center
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

শুধু শনিবার
দুপুর ১টা থেকে রাত ১১টা

বইমেলার স্থান
Jamaica Center for Arts and Learning
161-4 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

আসুন সকলে মিলে ৩১তম নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলাকে সফল করে তুলি

আমন্ত্রিত লেখক


অমর মিত্র, মুহম্মদ নুরুল হুদা, নাজমুন্নেছা পিয়ারী, আসাদ সাত্তার, সুলতান রমজান টিটন, সৈয়দ আল ফারুক, বিরূপাক্ষ পাল, অজীত বসু, আনিসুজ জামান, দেলওয়ার হোসেন

আমন্ত্রিত প্রকাশক


মনিরুল হক অনন্যা, প্রান্তরীয় শিকদার গৌতম আকাশ প্রকাশন, দেবব্রাতউদ্দীন আহমেদ অঙ্কুর প্রকাশনী, জসিম উদ্দিন কথাপ্রকাশ, হুমায়ুন কবীর ঢালী অন্বয় প্রকাশ, জাফর আহমেদ রাশেদ বাতিঘর, রেদওয়ানুর রহমান মানবিন্দা, জহিরুল আলমীন জুয়েল ইত্যাদি, মুহম্মদ রিপন হুদা অথর্ড পাবলিকেশন্স, সজল আহমেদ কবি প্রকাশন

আমন্ত্রিত শিল্পী


রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, নিরুপমা রহমান, নাহিন নাজিরা, শবনম আবেদী

আয়োজন : মুক্তধারা ফাউন্ডেশন

যোগাযোগ : 17329837566, 19173625224, 16462700676,19173625224, 13476565106
E-mail: nyboimela@gmail.com ,Web: www.nyboimela.org

পথ নির্দেশনা:
জ্যামাইকা গামী E ট্রেনের সর্বশেষ স্টেশনে নেমে (শেষের কামরা) উপরে উঠে নিলেই JPAC (Social Security Office এর পাশে)

Principal Patrons: Ali Ay Pharmacy & Optical, Syed Zaki & Rahat Hossain, GB Group, Principal Hosne Ara Ahmad Foundation

Media Partners: Channel, বাঙালী, আজকাল, iB TV USA



দুর্বাসার স্বগতোক্তি
হাসান হাফিজ

অঙ্গারের ভাষা আমি ভালো বুঝি । কী করে তা সম্ভবপর হলো?
আদিঅন্ত নিজেকে পুড়িয়ে । বলা যায় অন্য এক উদযাপন
অন্য কোনো অভিধা সঙ্গত নয় । অঙ্গারের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম টেক্সচার,
তার মধ্যে নিহিত লাবণ্য, অধ্যাত্মের কিছুমিছু সোমরস
পান করা হয়েছে আমার । সে কারণে নিজেকেও চিনেছি অংশত ।
বাকিটুকু উপলব্ধ হতে লাগবে আরো কিছু নিরালা সময় ।
যদি আয়ু থেকে থাকে, অপূরণ হয়তো নাও থাকতে পারে ।
আমি পুড়ছি বাল্যবিবাহের তাপে অভিশাপে ঝলসানো অ্যাসিডে ।
বন্ধুবেশি শত্রুর ছুরিকাঘাতে পৃষ্ঠদেশে বহমান রক্তের ফোয়ারা ।
আমি জ্বলছি বৈষম্য ও অনাচারে ভুখানাঙ্গা মনুষ্যচিৎকারে
ছদ্মবেশে গণতন্ত্র যেরকম সর্পবিষ অস্থিরতা উগলে উগলে দ্যায়
আমি তার সাক্ষী হয়ে দ্রোহে তেজে জ্বলে উঠি দুর্বাসার মতো
প্রতিশোধ আগুনের খরতাপে চিরতরে ভস্ম হোক হতে থাক
যাবতীয় অনাচার গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দীনতার গোলামি শৃঙ্খল ।

মৃত্যুর বিজ্ঞাপন
সাজ্জাদুর রহমান

তুমি কতোবার দেখেছো জীবনের বুকে আগুন-
আমি দেখেছি শৈশবে ভাঙা আয়নার ফাটলে রক্তের কোরাস
সময়ের কাঁধে জোয়াল বাঁধা যুদ্ধখেত
কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে পরাধীন আশ্রয়
মগজ ছিড়ে টানটান রক্তক্ষরণ নেমে গেছে নূহের প্লাবনে ।
শত মেরু প্রদক্ষিণ করে আগুন ঘাটে নোঙর ফেলে
আমি দেখেছি বর্বর হয়েছে কতোটা হিংস্রতা
মৌন বৃক্ষের অপারেশন করে ডাক্তার বলেছে
কাক বহুমুখী জ্ঞানের গলাটিপে বানিয়েছে বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড
তবুও একদিন, মৃত্যুর বিজ্ঞাপন উঠেছে তুঙ্গে
জনপ্রিয়তার মহাস্রোতে আগুন আলপনা এঁকে
দর কষেছে দুশ্চরিত্র বাজারের বেপরোয়া দালাল
বুনো প্রজাতির মতো তোমরা চাটুকার হাঁটো
লোভমত্ত শালিকের হাত ধরে পরকীয়ার মাঠে জমে কাবাডি খেলা ।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তুমি
মুজিবুল হক কবীর

যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তুমি
সেখানে শূন্যতা খেলা করে,
সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ হাওয়া
তোমার অনাঘ্রাত চুলে
বিলি কাটে ।

বাড়ে রাত,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে আসে দূরাগত
জলের প্রপাত;
ভাঙা জ্যোৎস্না
পউষের কুয়াশায় ম্লান হয়ে আসে,
তোমার আঙুলের ইশারায়
মুছে যায়

অচেনা নক্ষত্রের খোঁপা ।
রঙ-চটা আকাশে
অস্থির জীবন সংকেত লয়ে
ফুটে ওঠে শীতের জবুথবু
পাখির মিছিল ।

তোমার দুচোখ আজ
কুয়াশা মানে না,
একটুকরো ভুতুড়ে
অন্ধকার বাঁশঝাড়ে
বাদুরের মতো
ঝুলে আছে;
গুল্মলতায় ও নিশিপদ্মে
শিশিরের জাগরণ,
শব্দ ফুরিয়ে যায়

প্রকৃতির হৃদয়-ভূমি
কখনো যায় না ছোঁয়া,
এ জীবন আনন্দ ভেলায় ভাসে
কখনো বা নিথর হয়ে পড়ে থাকে যেন
জীবনানন্দীয় শিশিরসন্নত ঘাসে ।

লটকন গাছে ভবিষ্যৎ
মিসির হাছনাইন

যে ভবিষ্যৎ বলে গেছেন পূর্বপুরুষ
ঘরের পাশে লটকন গাছের
দোল খাওয়া ঝাঁকুনি
আহা! কেমন মিলে যাচ্ছে,
পৃথিবী থেকে বের হওয়ার পথ কোনদিকে জানি?

প্রতি রাতে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখি
তরশু আমার কাকাতুয়া মারা যাবে
মানুষ জীবন সে নিলে না, আমি দিয়া দিতাম তারে ।

বিমর্ষতার বিমূর্ত অভিব্যক্তি
সৈয়দ মামুনুর রশীদ

তুমি চুপ থাকলে সবকিছু বিরস হয়ে যায়,
মলিন মুখের অবয়বে সরস মৃদুমন্দ বাতাসের অনুরাগ
সেও বিপন্ন হয়ে পড়ে অনাকাঙ্খিত টানাপড়েনে,
অথচ বিমর্ষতার বিমূর্ত অভিব্যক্তির কাছে
প্রসন্ন পারিপার্শ্বিকতা বিষণ্নতার মাঝে হার মানে ।
অতএব, হারমানা হার কে হাত পেতে নেবে?

এপোলজির বিষয়টি যেখানে গুরুত্ব বহন করে
অনাহূত দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে আত্মসম্মানে মুখ লুকায় ।
দুর্বোধ্য মৌনতায় নদীকেও কখনো ভয়াল মনে হয় ।
চন্দ্রিমা রাতেও রূপালী আলোর অবগাহনে
চলমান আবহমান স্রোত নিথর হলে
হীরকখচিত আংটিও হারিয়ে যেতে পারে ।

তিরস্কারের স্বরে হলেও তুমি কিছু একটা বলো
হর্ণ হাকিয়ে গাড়ির চালকের গতি নিয়ন্ত্রণের মত ।
নিস্তব্ধতা মূল্যহীন হয়ে যায় মুখরিত চাঞ্চল্যে
যখন নিরব শ্রোতা শিল্পীর কণ্ঠে সুরেলা শব্দ শোনেনা ।

একতারা না বাজাও সেতারতো রয়েছে
ঝংকারে অলংকৃত করো বিন্যস্ত শব্দের বাক্যে,
প্রতিধ্বনিত হোক ধ্বনিত মুগ্ধ মন্ত্রে
যে মুখ তোমার শব্দহীন নির্বাক!

অন্ধকারের গোপন সিঁড়ি
এস এম রাকিব

অন্ধকারের গোপন সিঁড়ি ভেঙ্গে
তুমি আমার রুদ্ধ জানালায়
এসে দাঁড়াবে আমি ভাবতেই পারিনি,
আমার দৃষ্টির কার্ণিশ ধরে
হৃদয়ের অব্যক্ত সত্ত্বায় তোমার
এ কোন অভিযান?

হৃদয়ের নষ্ট তানপূরাটা
আবার কেন কেঁদে ওঠে?
আবার কেন ছেড়া তারগুলো
জোড়া লেগে যেতে চায়?

নিশ্বাসের স্পন্দন বাড়ে, শব্দ হয়
কলিজার শেকড়ে টান লাগে
বাকরুদ্ধ হৃৎপিন্ডে রক্তক্ষরণ,
বুকের চিতায় আগুন
হৃদয় পোড়ার গন্ধ -

অসমাপ্ত জীবনালেখ্য, প্রেমালেখ্য
বিদগ্ধ মরুর বুকে হাহাকার ছড়ায় ।

‘নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব’র বর্ণাঢ্য বনভোজন





























(শেষের পাতার পর)

পরিণত হয় সাংবাদিক ও তাদের পরিবার পরিজনদের মিলনমেলায়। চমৎকার আবহাওয়া ও বাহারি অনুষ্ঠানাদি বর্ণাঢ্য করে তোলে বনভোজনকে। বনভোজনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, শিশু-কিশোর-কিশোরী, মহিলা ও পুরুষদের নানা খেলাধুলা। সেই সাথে ছিলো সকালের নাস্তা, মধ্যাহ্ন ভোজ আর বিকেলে চা-চক্র। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো র‍্যাফল ড্র আর গান। প্রেসক্লাবের বনভোজন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও সমাজসেবী আবু জাফর মাহমুদ। অতিথি ও ক্লাব কর্মকর্তাগণ দুপুরে লাল রঙয়ের একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এর আগে বনভোজন আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে সকালের নাস্তা পরিবেশিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ও বনভোজন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ডা. ওয়াজেদ এ খান। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা মনজুর আহমদ ও আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাবেক সহ সভাপতি তাসের খান মাহমুদ, প্রধান অতিথি আবু জাফর মাহমুদ, আমন্ত্রিত অতিথি জেড টাইরেক্ট মর্গেজ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোহাম্মদ ফাহিম জান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। অনুষ্ঠান (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

‘নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব’র বর্ণাঢ্য বনভোজন























২০২৪-২৬-এ আসছে ঋণ পরিশোধের ধাক্কা

অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ২০ মেগা প্রকল্প ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ : সময়মতো বাস্তবায়ন না হওয়ায় সুফল আসছে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনের (জি-ডিপি) অনুপাতে বিদেশি দায়দেনা পরিশোধ করা হয় ১ দশমিক ১ শতাংশের মতো। ২০২৬ সাল নাগাদ তা দ্বিগুণ হতে পারে। এই হার ২ শতাংশে পৌঁছানোর আশঙ্কা আছে। তবে এতে কতটা ধাক্কা আসবে, তা নির্ভর করবে ওই সময়ে দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি কেমন থাকে এবং অর্থনীতি কতটা সুসংহত থাকে এর ওপর।'

ঢাকা ডেস্ক: এমনিতেই নানা ধরনের সংকটের মধ্যে আছে দেশের আর্থিক খাত। এর ওপর অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে মেগা প্রকল্প। কেননা আগামী ২০২৪-২৬ সালের মধ্যে এসব মেগা (বড়) প্রকল্পের ঋণ পরিশোধে বড় ধাক্কা আসবে। দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধের সময় এগিয়ে আসায় অর্থনীতির জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থমন্ত্রীকে দায়িত্ব নিয়ে উদ্যোগী হয়ে কাজ করা দরকার। কেননা প্রকল্পগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়ন শেষ হচ্ছে না। ফলে এগুলো থেকে অর্থনীতিতে যে সুবিধা যোগ হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। এদিকে ঋণ পরিশোধের সময় ঘনিয়ে আসায় তা অর্থনীতির জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণ নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত সঠিক।

বৃহস্পতিবার সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের কাছে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন। ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের বৃহৎ ২০ মেগা প্রকল্প : প্রবণতা ও পরিস্থিতি' শীর্ষক আলাপচারিতায় তিনি এসব কথা বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বিদেশি দায়দেনা পরিশোধ করা হয় ১ দশমিক ১ শতাংশের মতো। ২০২৬ সাল নাগাদ তা দ্বিগুণ হতে পারে। এই হার ২ শতাংশে পৌঁছানোর আশঙ্কা আছে। তবে এতে কতটা ধাক্কা আসবে, তা নির্ভর করবে ওই সময়ে দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি কেমন থাকে এবং অর্থনীতি কতটা সুসংহত থাকে এর ওপর।' তিনি আরও বলেন, 'বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়া, চীন ও জাপানকেই বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এর মধ্যে চীনের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বেশ কম।' তবে মেগা প্রকল্পগুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগ দুটোই ঠিক ছিল বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। সেই সঙ্গে যে সুদে ঋণ নেওয়া হয়েছে, সেটিও সঠিক এবং ভালো উদ্যোগ ছিল। ফলে এটি একটি স্বস্তির জায়গা তৈরি করেছে। এসব মেগা প্রকল্পের মোট ৪৫টি ঋণ প্যাকেজের মধ্যে ৫টি হচ্ছে বৈদেশিক অনুদান। বাকি ৪০টির মধ্যে ৩৩টিই হচ্ছে সাশ্রয়ী রেটে বৈদেশিক ঋণ নেওয়া। ৫টি প্যাকেজের ঋণ বাণিজ্যিক (বেশি সুদের) ঋণ এবং ২টি হচ্ছে মধ্যবর্তী সাশ্রয়ী (অর্থাৎ সস্তাও নয়, আবার চড়া সুদও নয়) ঋণ। যেমন রাশিয়ার কাছ থেকে নেওয়া ঋণ। তিনি বলেন, মেগা ২০টি প্রকল্পের যে বৈদেশিক ঋণ আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বোশ অংশ রাশিয়ার ৩৬ শতাংশ। জাপানের ৩৫ এবং চীনের ২১ শতাংশ। ২০২২-২৩ সালের মধ্যেই প্রায় ১৩টি প্রকল্পে লোন প্যাকেজের রেয়াতকাল শেষ হবে। এজন্য ২০২৪-২৬ সালের মধ্যে ঋণ পরিশোধের বড় চাপ আসবে। এক্ষেত্রে সবার আগে বেশি চাপ আসবে চীনের ঋণের ক্ষেত্রে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের পর্যালোচনা করা ২০ মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু প্রকল্প। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ, মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে। এসব প্রকল্পে প্রায় ৫ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫৫ কোট টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬২ শতাংশ বিদেশি ঋণ। অর্থাৎ ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ আছে। দেবপ্রিয় আরও বলেন, ২০০৯ সাল থেকে বড় প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে একধরনের জাতীয় ঐকমত্য দেখা গেছে। বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখা যায় বলে রাজনীতিবিদরা এতে আগ্রহ দেখান। তবে ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেগা প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। মেগা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, ২০টি মেগা প্রকল্পের মধ্যে ১১টিই সড়ক ও যোগাযোগ অবকাঠামোসংশ্লিষ্ট প্রকল্প। ৪টি রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির এবং ২টি করে প্রকল্প রয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের। এ থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব কম ছিল। আলোচিত ২০টি প্রকল্প ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি দশকে সবকটি শেষ করা সম্ভব হবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নে একধরনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব এবং দুর্নীতির মতো ঘটনা আছে। সরকারের উচিত এসব খুঁজে বের করে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আইএমএফ-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু করাটা একটি ভালো দিক। তিনি বলেন, ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) হোক বা সাড়ে চার বিলিয়ন (৪৫০ কোটি) ডলার হোক, আইএমএফ-এর কাছে অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এর ফলে মধ্য মেয়াদে অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে। এছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তার পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগীরা একধরনের আস্থা পাবেন। তারা মনে করবেন, বাংলাদেশকে একধরনের পরিবীক্ষণ ও নজরদারিতে রাখছে আইএমএফ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বর্তমান আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সরকারি সব উদ্যাগই স্বল্পমেয়াদি। দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নেই। সেই সঙ্গে মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে যোগ্য নীতি নেতৃত্বের প্রয়োজন।







ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'র বর্ণাঢ্য বনভোজন

(২৭ পাতার পর)

পরিচালনা করেন বনভোজন আয়োজন কমিটির সদস্য সচিব মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

প্রেসক্লাব সদস্য আবিদুর রহমানের কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে দুপুরে বনভোজন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় প্রধান অতিথি বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রো হোম কেয়ার ইনক'র কর্ণধার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আমরা যারা সমাজ, দেশ রাষ্ট্রকে ভালোবাসি, দেশের মানুষের সেবায় কাজ করতে চাই তাদের সবার একই পথ। সাংবাদিক সমাজও সেই পথের পথিক। তাই আমাদের সবাইকে একই পথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষের সেবায় আরো কাজ করতে হবে। নিউইয়র্কের সাংবাদিক সমাজ আর মিডিয়ার কল্যাণে তিনি তার সাধ্যমতো সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানের অতিথি বক্তারা নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা এবং সার্বিক সফলতা কামনা করেন। এসময় ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ-এর তত্ত্বাবধানে দুপুরে নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সাগর রেষ্টুরেন্টের মুখরোচক খাবার দিয়ে মধ্যহ্ন ভোজ সম্পন্ন হয়। মধ্যহ্ন ভোজের পর শুরু হয় বিভিন্ন খেলাধুলা। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দৌড়, মহিলাদের হাড়ি ভাঙ্গা ও মিউজিক্যাল পিলো, পুরুষদের বল নিক্ষেপ প্রভৃতি খেলা পরিচালনা করেন ক্লাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল। তাকে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন ক্লাবের অন্যতম সদস্য সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও এমদাদ চৌধুরী দীপু।

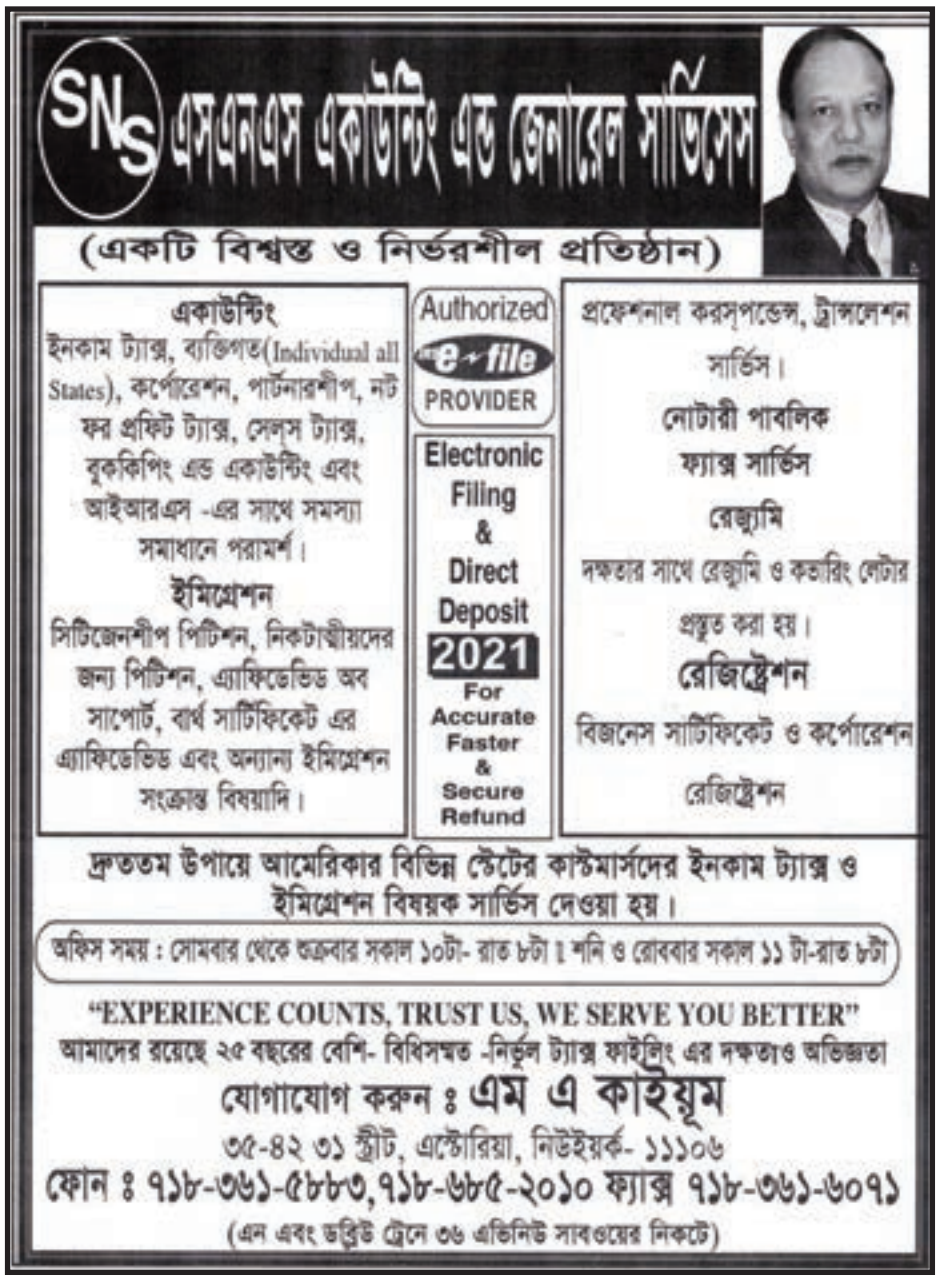
ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে র‍্যাফল ড্র'র টিকিট বিক্রি ও পরিচালিত হয়। তাকে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন ক্লাব সদস্য রওশন হক ও শেলী জামান খান। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মরিয়ম মারিয়া।

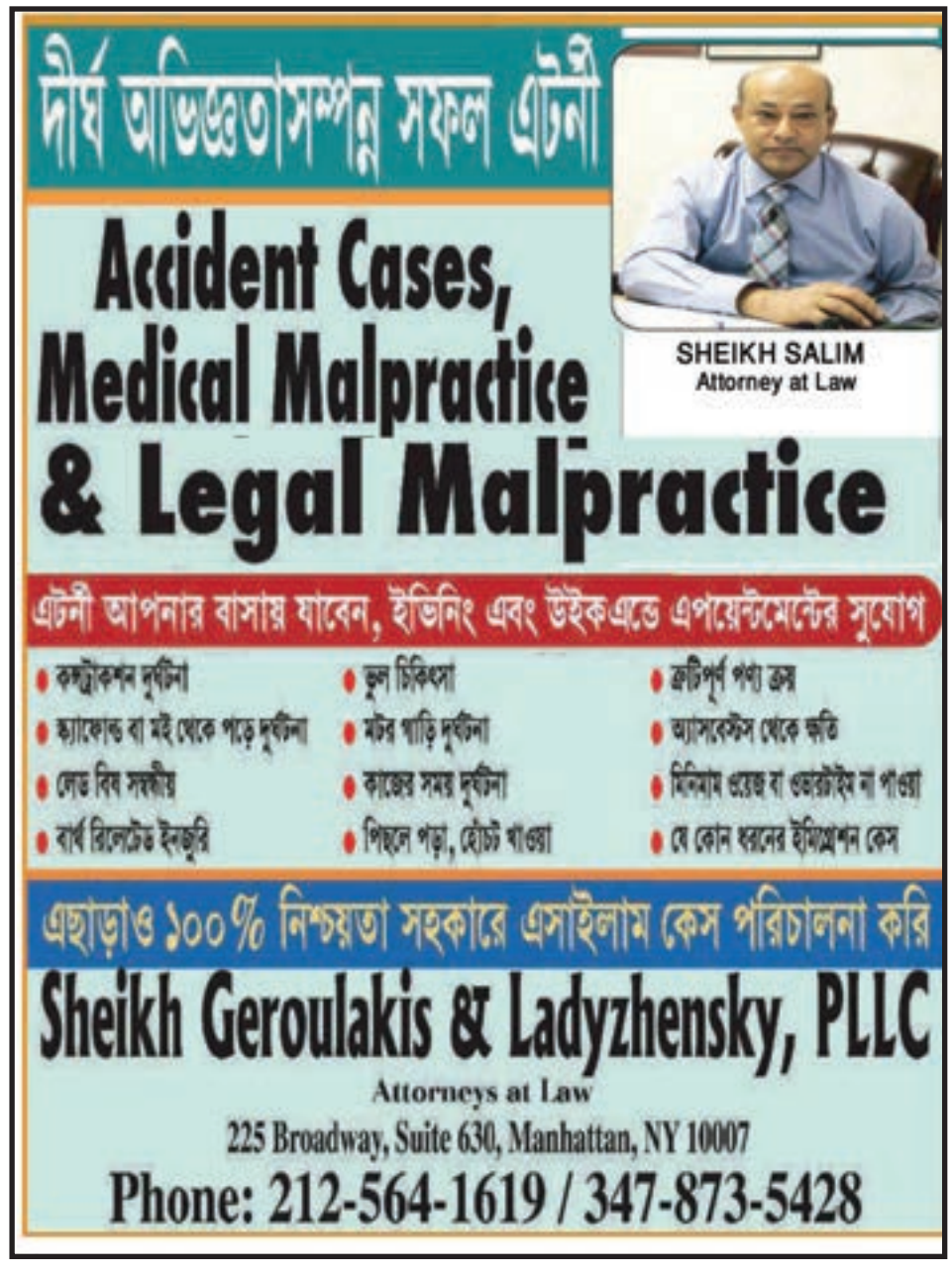
সবশেষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি ও ক্লাবের কর্মকর্তাগণ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে ক্লাবের বিগত কমিটির সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলামের কর্মকান্ডের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্লাবের পক্ষ থেকে প্ল্যাক প্রদান করা হয়। এছাড়াও সার্বিক দিক বিবেচনায় ক্লাবের 'গুড মেম্বার' হিসেবে ক্লাবে তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদারকে প্ল্যাক প্রদান করা হয়। বনভোজন তত্ত্বাবধানে ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম।

আকর্ষণীয় র‍্যাফল ড্র পরিচালনা করেন ডা. ওয়াজেদ খান। র‍্যাফল ড্র'র প্রথম পুরস্কার বিমানের টিকিট এক হাজার ডলারের চেক স্পন্সর করেন কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার, দ্বিতীয় পুরস্কার টেলিভিশন স্পন্সর করেন জান ফাহিম, আর তৃতীয় পুরস্কার স্বর্ণের চেন স্পন্সর করেন পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লি: এর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এছাড়াও নূর অটো রিপেয়ার, জ্যামাইকা ফার্মেসীর স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ কবীর, ইমিগ্রান্ট এলডার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, উৎসব.কম-এর কর্ণধার রায়হান জামান, এটর্নী মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সামসুল ইসলাম মজনু, ক্লাব সদস্য ও সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, ব্রুকসের পার্কচেষ্টার রিয়েলটি এবং ইয়র্ক বাংলা (ম্যাগাজিন) র‍্যাফল ড্র'র পুরস্কার স্পন্সর করেন। এর মধ্যে ফরিদ আলমের একাধিক পুরস্কার ছিলো। উল্লেখ্য, র‍্যাফল ড্র'র প্রথম পুরস্কারের দাবীদার (টিকেট নম্বর ৯৭৭৩৭০)-কে না পাওয়ায় পুরস্কারটি ক্লাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এই পুরস্কারের দাবীদারকে না পাওয়া গেছে উল্লেখিত অর্থ ক্লাব তহবিলে জমা হবে।

বনভোজনে সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক শিবলী চৌধুরী কায়েস সহ প্রেসক্লাবের সদস্যদের মধ্যে আরো যারা বনভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দেন তারা হলেন: বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নুল আবেদীন, মাঈন উদ্দিন আহমদ, এবিএম সালেউদ্দীন, আবিদুর রহমান ভূইয়া, শাহেদ আলম, ড. কনক সারওয়ার, সানাউল হক, মোস্তাফিজুর রহমান পারভেজ, আবির আলমগীর, সৈয়দ মাসুদুল কবীর, সামিউল ইসলাম, নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ জামিল আনসারী, যাকারিয়া ভূঁইয়া, মোস্তাফিজুর রহমান, সোহেল হোসাইন, মোহাম্মদ তপন মাহমুদ জনি, সৈয়দ সুজাত আলী, মাহফুজ আদনান প্রমুখ।

প্রেসক্লাবের বনভোজনে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদ, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, কমিউনিটি নেতা আলী ইমাম, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সহ সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমান-উদ দৌলা, জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ আল আমীন রাসেল, জুলকার হায়দার, কুইন্স কাউন্টির নির্বাচিত জুডিশিয়াল ডেলিগেট সাবুল উদ্দিন, কুইন্স সোস্যাল এডভান্স ডে কেয়ার-এর দুই কর্মকর্তা জিয়াউল হায়দার ও মিরাজ, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, আকাশ রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নইম উদ্দিন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ সাধারণ সম্পাদক আ স ম খালেদুর রহমান সবুজ, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রযুক্তি মানেই বিজ্ঞান নয়

সুধীর সাহা

ইলন মাস্ককে নিয়ে সারা পৃথিবীতে এখন ব্যাপক হইচই। টুইটার কিনতে গিয়ে তিনি এত বেশি অর্থ অফার করেছিলেন, যা রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দেয়। কোনো কোনো দেশ তো ভাবতেই শুরু করে দেয় যে, ইলন মাস্ক তাদের দেশটিও চাইলে কিনে নিতে পারেন। বিষয়টি যতই হাস্যরসপূর্ণ হোক, ইলন মাস্ক সেদিকে খুব নজর দেওয়ার সুযোগ পাননি। পরবর্তীকালে কী করে নতুন কিছু করা যায়, সেদিকেই তিনি মনোযোগ ধরে রেখেছেন। এই ইলন মাস্কই ২০০১ সালে মহাকাশ যাত্রার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মঙ্গলগ্রহে গ্রিনহাউস প্রজেক্টের মাধ্যমে খাদ্যশস্য তৈরি করার একটি 'মার্চ ওয়াসিস' কর্মকান্ড হাতে নিয়েছিলেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে ইলন জিম ক্যান্ট্রেল এবং কলেজবন্ধু এডিও রেসিকে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশ পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে পরিমার্জিত ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম) পরিদর্শন করেন। দলটি মস্কোর মনপিও লভস্কিন ও কসমোট্রাস কোম্পানি পরিদর্শন করে।

সাক্ষাৎ শেষে দলটি শূন্য হাতেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসে। ২০০২ সালে তারা আবারও তিনটি আইসিবিএম দেখার জন্য রাশিয়ায় যান। কসমোট্রাসের সঙ্গে আবারও সভা করেন। কোম্পানি একটি রকেট ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রির প্রস্তাব করলে এবারও দলটি শূন্য হাতে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসে।

ফিরতি প্লেনে ইলন সঙ্গে থাকা দলটিকে জানান, তিনি একটি নতুন কোম্পানি গঠন করে নিজেরাই রকেট তৈরি করবেন। এরপরই ২০০২ সালের মে মাসে তিনি ১০০ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে সহযোগী কোম্পানি 'স্পেস এক্সপ্লোরেশন টেকনোলজি করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র দুটি সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে রকেট টেকনোলজি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন ইলন মাস্ক।

এরই বহিঃপ্রকাশ 'ফ্যালকন-১' ও 'ফ্যালকন-২' নামের মহাকাশ যান। এরপরই কোম্পানির পূর্ণাঙ্গ মহাকাশ যান ড্রাগন' তৈরি হয়ে যায়। 'ফ্যালকন-১' রকেটটি ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিজস্ব তহবিলে নির্মিত বিশ্বের প্রথম মহাকাশ যান, যা পৃথিবীর কক্ষপথের স্যাটেলাইটে গমন করতে সক্ষম হয়। প্রযুক্তি-মেধার টাইকুন ইলন মাস্কের মেধার হিসাব নিতে হলে এ উদাহরণটিই যথেষ্ট।

প্রযুক্তি-মেধা জগতের আরেক চমক অ্যামাজনের জেফ বেজোস। ইতোমধ্যেই তিনি ঘোষণা করেছেন, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সিলিন্ডারের মধ্যে মানুষ ভরে মহাকাশে পাঠানো। মহাকাশে সন্তানসন্ততি জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে; গড়ে তোলা যাবে পুরোদস্তুর উপনিবেশ। সেখানকার বাসিন্দারা ছুটি-ছাটায় বেড়াতে আসবেন পৃথিবীতে। তিনি আরও বলেন, মহাকাশে বহু মানুষের জন্ম হবে। সুতরাং সেটাই হবে তাদের জন্মভূমি। আর পৃথিবী হবে তাদের কাছে ঘুরতে আসার জায়গা। ইতোমধ্যে তাদের এমন স্বপ্নের ঘরে ঘি ঢেলেছেন এক মডেল সমকামী দম্পতি অ্যাডলি ও রবি। তাদের স্বপ্ন মহাকাশে উদ্দাম মেলামেশার। লক্ষ্য, ২০২৬ সালে 'স্পেস এক্স' যে যাত্রীবোঝাই মহাকাশ যান পাঠাবে, তাতে সওয়ার হওয়া।

আজকের দুনিয়ায় প্রযুক্তি সংস্থার প্রভূত প্রভাব। গত দুই দশকে তারা মানুষের জীবনযাত্রায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অন্যদিকে আবার তা নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টার কোনো কমতি নেই। কয়েক বছর ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে এ টেক জায়ান্ট বা প্রযুক্তি দৈত্যদের লড়াই দানা বেঁধেছে।

গুগল, টুইটার আর ফেসবুককে চাপ দিয়ে চলেছে রাশিয়া, ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ অনেক দেশ। ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের জোট 'ফাইভ আইস' জানিয়ে দিয়েছে, প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে এনক্রিপ্ট করা উপাদান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে দিতে হবে। তারা সু¯úóভাবে জানিয়ে দিয়েছে, গোপনীয়তা এবং এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের নামে এমন কিছু করা যাবে না, যা অপরাধীদের সাহায্য করে।

> *ফিরতি প্লেনে ইলন সঙ্গে থাকা দলটিকে জানান, তিনি একটি নতুন কোম্পানি গঠন করে নিজেরাই রকেট তৈরি করবেন। এরপরই ২০০২ সালের মে মাসে তিনি ১০০ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে সহযোগী কোম্পানি 'স্পেস এক্সপ্লোরেশন টেকনোলজি করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র দুটি সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে রকেট টেকনোলজি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন ইলন মাস্ক।*

মাস কয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফেসবুকের যে লড়াই হয়, এ গ্রহের দখলদারিত্বে প্রযুক্তি দৈত্যদের ওপর তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ সংস্থা অভিযোগ করেছিল, তাদের খবরের লিংক ব্যবহার করে ব্যবসার সমূহ ক্ষতি করছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলো। ফলে সরকার আইন প্রয়োগে উদ্যোগী হয়, যাতে প্রযুক্তি সংস্থাগুলো খবর ব্যবহার করলেই উপযুক্ত অর্থমূল্য দিতে হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিবাদ করেও এ আইন মেনে নেয় গুগল। বিপুল অঙ্কের চুক্তি সেরে ফেলে প্রধান অস্ট্রেলীয় সংবাদ সংস্থাগুলোর সঙ্গে।

লড়াইয়ের ওদিকে অস্ট্রেলীয় মিডিয়ার খবর নিষিদ্ধ করে দেয় ফেসবুক। প্রবল চটে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেন, সংস্থাগুলো দুনিয়া পালটে দিতেই পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারাই দুনিয়া চালাচ্ছে।

দশমিক ৭ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ফেসবুক ব্যবহারকারীর জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্ত সহজ হলেও তা নিশ্চয়ই ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো বা ফিলিপাইনের মতো যেসব দেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা আমেরিকার পরেই সর্বাধিক, সেসব দেশে ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটলে খেলা অন্যরকম হতে পারে। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছে আলোচনার টেবিলে। কিন্তু এটা সমাপ্তি নয়, বৃহত্তর যুদ্ধের শুরু মাত্র। স্বয়ং আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ার মতো করে আইন আনা যায় কিনা, সে নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ব্রিটেন, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও অস্ট্রেলীয় আইন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। গত বছর ৪ অক্টোবর 'গেল গেল' আর্তনাদ উঠেছিল পৃথিবীজুড়ে। ছয় ঘণ্টার জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল হোয়াট্সঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম। এ সময় প্রতিযোগী সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফরমে উপচে পড়ে নেট-নাগরিকদের ভিড়। ফেসবুক কিংবা হোয়াট্সঅ্যাপনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য থমকে যায় মুহূর্তেই। ভাবুন তো, কয়েকটি মাধ্যম নয় কিংবা কয়েক ঘণ্টার জন্য নয়, যদি উধাও হয়ে যায় সব সোশ্যাল মিডিয়া-চিরতরে, অনির্দিষ্টকালের জন্য, কেমন হবে তখন পৃথিবীর চেহারা? আবার অন্যদিকে ভাবুন, আজকের প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী যদি পৌঁছতে পারে কয়েক দশক আগের সেই আবহে-যে সময়টায় শুধু গুগল, ইউটিউব, ইমেইল ছিল, অন্য কোনো প্রযুক্তি ছিল না! বর্তমানে পৃথিবীর ৯০ শতাংশের বেশি সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নেয় চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে। প্রায় ৪০ লাখ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেয় ফেসবুকে। প্রায় পাঁচ কোটি প্রতিষ্ঠান ফেসবুকে যোগাযোগ রাখে ক্রেতাদের সঙ্গে।

পৃথিবীর ৮০ শতাংশের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বর্তমানে খবর সংগ্রহ করে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। ছাপানো উৎস থেকে খবর নেয় মাত্র ৫-১০ শতাংশ মানুষ। ভাবতে পারেন, কী হবে এসব হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে! কল্পনায় দেখতে পারেন-আবার মানুষ সংবাদপত্র পড়ছেন, বই পড়ছেন, সিনেমা দেখছেন সিনেমা হলে গিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে সামনাসামনি বসে সময় কাটাচ্ছেন অনেক বেশি, হাতেলেখা চিঠির পুনর্জন্ম হচ্ছে, নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ইমেইল! এসব কি কল্পনায় কিংবা স্বপ্নে আসছে আপনার কাছে? সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য সহায়ক কে হবে-বিজ্ঞান না প্রযুক্তি? নাকি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমন্বিত পদ্ধতি? সেই কবে প্রযুক্তিকে মৌলিক বিজ্ঞানের 'জারজ সন্তান' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল তার 'স্টাডিজ ইন এ ডাইং কালচার' নামের বিশ্বনন্দিত বইয়ে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, বিশুদ্ধ মৌলিক বিজ্ঞানকে বিপথে নিয়ে যাবে প্রযুক্তি। মানুষের জন্য যা যা অকল্যাণকর, তার সবটাই ঘটাবে প্রযুক্তি। একটা সময় আসবে, যখন প্রযুক্তি হয়ে উঠবে মৌলিক বিজ্ঞানের হাতে গড়া ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

প্রযুক্তির রমরমায় মানুষ মেতে উঠবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই প্রযুক্তিই ডেকে আনবে মানুষের সর্বনাশ। কডওয়েলের তত্ত্ব কি আজ আমাদের হাতেনাতে ফলছে? আমরা প্রযুক্তিতে বুঁদ হয়ে ভুলতেই বসেছি যে আলো, পাখা, কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট-এসব ব্যবহারিক বস্তু আদতে আবিষ্কার হয়েছিল দীর্ঘদিনের মৌলিক বিজ্ঞানচর্চার ফলে এবং এর বেশিরভাগটাই হয়েছিল গবেষণাগারে।

প্রযুক্তিকে বিজ্ঞান বলে ভুল করে বসে অনেকেই। প্রযুক্তি বিজ্ঞান-ভিত্তিক হতে পারে, কিন্তু সব প্রযুক্তিই বিজ্ঞান নয়। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের হাত ধরে আসতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে সিলিকন ভ্যালির, বিজ্ঞান গবেষণাগারের নয়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে মেলবন্ধনে জড়িয়ে ফেলার প্রচেষ্টা ঠিক একচক্ষুবিশিষ্ট হরিণের দেখার মতো। আধুনিক বিজ্ঞানের দর্শনের সঙ্গে প্রযুক্তির দর্শনের রয়েছে বিশাল ব্যবধান। প্রযুক্তি বিজ্ঞানচর্চার বহমান ধারায় নিরন্তর আঘাত হেনে চলেছে। বিজ্ঞান প্রকল্প রদ হয়ে গিয়েছে, প্রকল্প ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন।

বৈজ্ঞানিক সত্য কোনো স্থির সত্য নয়। এসব সত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। যেমন সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘুরে চলা একটি চলমান সত্য-যা কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। বিজ্ঞান অপেক্ষা করে শেষ কথা কে বলবে তার জন্য। এ ফাঁক দিয়েই ঢোকে প্রযুক্তি, অপবিজ্ঞান। আর অপবিজ্ঞানের হাত ধরে আসে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বিজ্ঞানের পরিবর্তে বর্তমানে চলছে ভুয়া তথ্য আর অপবিজ্ঞানের বাড়বাড়ন্ত। এটা আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সমাজের বৃহৎ একটি অংশই আজ বিজ্ঞানের সঙ্গে অপবিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে তাদের কল্পজগতের বাস্তব রূপ দিয়ে দিচ্ছে। মানুষের সুপ্ত আত্মপ্রচারের লোভকে উসকে দেয় সমাজমাধ্যমের প্রযুক্তিগুলো। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো যেমন প্রযুক্তির ফায়দা তুলছে, তেমনি ধর্মের ধ্বজাধারী কিছু গোষ্ঠী চালিয়ে যাচ্ছে মিথ্যা প্রচার এবং হিংসার সর্বনাশী বিষ বিতরণ।

লেখক: কলাম লেখক

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
অরগানিক স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
অরগানিক স্যালবাকেলো ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্মোকড স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
স্মোকলেস স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আঞ্চলিক দেশগুলোর সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আঞ্চলিক দেশগুলো গত পাঁচ বছর ধরে দৃশ্যমান ও ফলপ্রসূ কোনো ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ১১ লাখ রোহিঙ্গা মাদক পাচার, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, হত্যা, মানব পাচার ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এর ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষাধিক ইয়াবা, দেশি-বিদেশি অস্ত্র, বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, দেশি-বিদেশি অর্থ এবং বিপুল পরিমাণ আমদানি ও বিক্রয়নিষিদ্ধ পণ্য জব্দসহ ৯৭২ জন দুষ্কৃতকারীকে আটক করে। রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘ সময় চলমান থাকলে বাস্তুচ্যুত এ জনগোষ্ঠীর কট্টরপন্থা, চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়বে; এর ফলে বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং এ অঞ্চলের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন জরুরি হয়ে পড়েছে। রোহিঙ্গাদের চাপ সামলাতে পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশকে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বনজসম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি মিলিয়ে মোট ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার মতো। প্রত্যাবাসন বিলম্ব হলে পরিবেশগত এ ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে। দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশকে এ ধরনের সংকটের মুখোমুখি পড়তে হতো না। ২৭তম আন্তর্জাতিক নিক্কেই সম্মেলনের বার্তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে এশিয়ার দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসা খুঁজে পেতে এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিজ বাসভূমে নিরাপদ, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে ফেরত পাঠাতে অবদান রাখতে আঞ্চলিক দেশগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ৪৮তম ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে তাদের উৎসে ফেরত পাঠাতে হবে বলে দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ। বৈঠকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে মিয়ানমারকে জবাবদিহি করতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গাম্বিয়ার করা মামলার আইনি খরচ মেটাতে স্বেচ্ছায় অবদান রাখতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে দৃঢ় সংহতির আহ্বান জানায় বাংলাদেশ। তুরস্ক এ তহবিলে দুই লাখ ডলার সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বাংলাদেশের উদ্যোগে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ৭ জুলাই জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ৫০তম অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন, জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের মাধ্যমে চলমান সংকট সমাধানে 'রোহিঙ্গা মুসলিম ও মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে।

এ প্রস্তাবে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের ফলে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসার পাশাপাশি মিয়ানমারে তাদের ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে সহায়তার জন্য রাখাইনে কর্মসূচি বাড়াতে জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। ১৩ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিয়ানমার বিষয়ক মহাসচিবের বিশেষ দূত ড. নোলিন হাইজারকে দ্বিপাক্ষিক প্রত্যাবাসন ব্যবস্থার দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য এ অনুরোধ করা হয়।।

রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে ঘটনার ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তি রোধ করতে সব দেশকে, বিশেষ করে আঞ্চলিক দেশগুলোকে এ সংক্রান্ত চলমান জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় সহযোগিতা দেওয়া ও তাদের প্রবেশাধিকার দিতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশ দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আসিয়ান সদস্য দেশ এবং এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখার জন্য মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূতের প্রতি আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশ চীনের সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রেখেছে এবং ত্রিপক্ষীয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তবে এখন পর্যন্ত ইতিবাচক কোনো ফল পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ আসিয়ানকে এ সমস্যার বিষয়ে অবহিত করেছে এবং জাপানের সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং কূটনৈতিকভাবে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য ইন্দোনেশিয়া ও আসিয়ানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

মিয়ানমার এখন পর্যন্ত এ সংকটে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় দেশটির সঙ্গে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থেই রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে পাঠানোর ব্যাপারে মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলোকে সংকট সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে জাতিসংঘের আলোচনা চলছে। মিয়ানমারের সঙ্গে করা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় এর সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে মিয়ানমার সম্মতি দিয়েছে। শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের মতে, এ সংকটের সমাধান মিয়ানমারেই। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর ও ইউএনডিপি মিয়ানমারের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় একটি সমঝোতার মাধ্যমে রাখাইনে কমিউনিটি প্রজেক্টগুলোতে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ তৈরিতে আরও সাহায্য প্রয়োজন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সর্বশেষ সভা ২০১৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালের ১৯ জানুয়ারি চীনের মধ্যস্থতায় ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে বাংলাদেশ-মিয়ানমার। পরবর্তী সময়ে সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের মধ্যে আর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ এক বছর পর গত ১৪ জুন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে দুই দেশ। সেই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে তিন বছর পর অনুষ্ঠিত হলো ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক। শীর্ষ পর্যায়ের এ বৈঠকে প্রত্যাবাসনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মিয়ানমার। এক্ষেত্রে আসিয়ান ও জাতিসংঘের সহায়তা নিতেও রাজি আছে মিয়ানমার।

ইউক্রেন যুদ্ধ, আফগানিস্তান এবং বিশ্বে একাধিক মানবিক সংকটের কারণে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য, জ্বালানি তেলের সংকট ও মহামারিতে বিশ্ব জর্জরিত। ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের চাহিদা তুলে ধরার মাধ্যমে বৈশ্বিক মনোযোগ ও সমর্থন বজায় রাখার সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) নির্বাহী পরিচালক অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ সহায়তা সংকুচিত হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জাতিসংঘের কিছু কিছু কর্মসূচিতে খাদ্য রেশন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনের যুদ্ধ বৈশ্বিক শরণার্থী সংকট এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সংঘাতে বিশ্বজুড়ে অতিরিক্ত শরণার্থীর পাশাপাশি খাদ্যপণ্য ও শস্যের দাম বেড়ে গেছে।

চলমান পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তহবিল নিয়ে 'সংকট' হতে পারে বলে মনে করেন জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীরা সম্পূর্ণভাবে মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। আফগানিস্তান ও ইউক্রেন সংকটের মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রোহিঙ্গাদের প্রতি যেন বিশ্বের মনোযোগ হারিয়ে না যায়। কারণ, দাতা দেশগুলো তাদের ত্রাণ তহবিল থেকে জরুরি ভিত্তিতে এসব সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিচ্ছে; এটা সামগ্রিক ত্রাণ সহায়তার ওপর প্রভাব ফেলছে। এর ফলে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তার ওপর চাপ পড়তে পারে এবং ভবিষ্যতে এ ত্রাণ সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

রোহিঙ্গা সংকটের দিকে যেন বিশ্বের মনোযোগ বজায় থাকে, সেজন্য ইউএনএইচসিআর হাইকমিশনার বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধি বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উল্লেখ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সংহতি ও অব্যাহত সমর্থনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আঞ্চলিক দেশগুলোকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার। মিয়ানমার আসিয়ান সদস্য উল্লেখ করে, আসিয়ান দেশগুলোও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

ইউএনএইচসিআর হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি রোহিঙ্গাদের জন্য চলমান মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। ইউএনএইচসিআর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের উন্নয়নে নানা ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে এবং রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন করে সাত দশমিক এক কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এডিবির চলমান জরুরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এ অনুদান দেওয়া হচ্ছে, এসব সহায়তা দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে রোহিঙ্গাদের মানবিক চাহিদা পূরণ করবে।

বিশ্বব্যাংক টেকনাফ ও উখিয়ায় অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের খাদ্য সহায়তায় অনুদান হিসাবে ২৫৫ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ দেবে বলে জানিয়েছে। জাপান সরকার জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মাধ্যমে অতিরিক্ত আরও ৯ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেবে বাংলাদেশকে। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকে জাপান প্রায় ১৭০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে।

কম্বোডিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী প্রাক সোখোন ৪ জুলাই ২০২২ মিয়ানমারে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই'র সঙ্গে বৈঠক করেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই প্রাক সোখোনের আসিয়ানের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণের পর মিয়ানমারসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানে কম্বোডিয়ার সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। আসিয়ানের সভাপতিত্ব গ্রহণ এবং মিয়ানমারে আসিয়ান চেয়ারের বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর প্রাক সোখোন, রোহিঙ্গা ইস্যুর টেকসই সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়ে বাংলাদেশকে আশ্বাস দিয়েছে। আঞ্চলিক শক্তিগুলো বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মিয়ানমারের চলমান সমস্যাগুলো দেখছে এবং এক পক্ষকে প্রকাশ্য সমর্থনদান অন্য পক্ষকে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ঠেলে দিতে পারে-এমন আশঙ্কা থেকে তারা সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সতর্ক। মিয়ানমারের ছায়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জি মা অং মনে করেন, ভারত একটি আঞ্চলিক শক্তি, তাই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ভারত তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

মিয়ানমারের অর্থনীতিতে আঞ্চলিক অনেক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তাদের বিনিয়োগ এবং চলমান বাণিজ্য সহযোগিতা মিয়ানমারকে পশ্চিমা বিশ্বের অবরোধ ও চাপ থেকে রক্ষা করছে। এর ফলে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান প্রলম্বিত হচ্ছে। সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মিয়ানমারের পরিস্থিতি অশান্ত হলেও দেশটিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ থেমে নেই। মিয়ানমারে বিনিয়োগকারী প্রথম সারির দেশগুলো হলো-সিঙ্গাপুর, চীন, থাইল্যান্ড, মার্সাল দ্বীপপুঞ্জ, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম ও ভারত। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথমদিকে অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হলেও চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ অব্যাহত থাকায় তারা পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে। এ দেশগুলো মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ থাকার পরও অর্থনীতিকে সচল রেখেছে।

ভূ-রাজনৈতিকভাবে ভারত-চীন মিয়ানমারের সঙ্গে আছে। মিয়ানমারে তাদের বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে। আসিয়ান দেশগুলোও মিয়ানমারে বিনিয়োগ করছে ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রত্যাবাসনে চীন-ভারত, জাপান ও আসিয়ানকে কাজে লাগাতে হবে। এ দেশগুলোর মাধ্যমে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও থাইল্যান্ডে অবস্থানকারী অভিবাসী রোহিঙ্গাদের এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকেও এ বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে।

আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভারত আর্থিক ও মানবিক সাহায্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আসিয়ান দেশগুলো রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন এবং চলমান মানবিক সংকট মোকাবিলায় আরও জোরালো ভূমিকা নিতে পারে; কারণ, ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে এ দেশগুলোর সঙ্গে মিয়ানমারকে সুসম্পর্ক রাখতেই হবে।

দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারণার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়ানোর মাধ্যমে তাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছিল। রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের প্রতি সহনীয় মনোভাব ফিরিয়ে আনতে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র যেমন- কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যাÛ, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা মিয়ানমারের বৌদ্ধ সংগঠনগুলোর মনোভাব নমনীয় করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ইউরোপীয় দেশগুলো ইউক্রেন সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত, তারা তাদের আর্থিক, মানবিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সামর্থ্য ব্যবহার করে সমস্যার সমাধানে লেগে রয়েছে। এখন সময় হয়েছে এশিয়ার দেশগুলোর তাদের নিজস্ব সমস্যাগুলো নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে সমাধানে এগিয়ে আসা। রোহিঙ্গা সমস্যা এ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট এবং এটি মোকাবিলায় আঞ্চলিক দেশগুলো একত্রে এগিয়ে আসার এখনি সময়। অর্থনৈতিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান করে আঞ্চলিক দেশগুলো বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারে এশিয়া সক্ষমতায় পিছিয়ে নেই।

লেখক: এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এম ফিল; মিয়ানমার ও রোহিঙ্গাবিষয়ক গবেষক







ঘরে বসেই কেনাকাটা বাজারে এলো

(শেষের পাতার পর)

এগিয়ে আসছেন ব্যবসায়ীরাও। নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে ঘরে বসে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী গ্রাহকদেও কাছে পৌছে দিতে বাজারে এলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'বাঙালীসবাজারডটকম'।

'বাঙালীসবাজার ডটকম'-এ ক্লিক করেই আপনি সব পেয়ে যাবেন। ঘরে বসেই কি চান আপনি? ইলেকট্রনিক্স, কসমেটিকস, জুয়েলারি, নারী-পুরুষের পোশাক, প্রসাধন সামগ্রী, ব্যাগ ও জুতা, খেলনা, এমনকী ঘর সাজানোর ফার্নিচার সব, সবই পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন শপিং পোর্টাল 'বাঙালীসবাজার ডটকম'-এ। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ঘরে বসে অনলাইনে কেনাকাটার পূর্ণাঙ্গ সুবিধা দিতে অনলাইন শপ 'বাঙালীসবাজার ডটকম' আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে। গ্রাহকদের বাড়তি সুবিধা দিতে একই সাথে প্রতিষ্ঠানটির অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অ্যাপসও চালু করা হয়েছে।

'বাঙালীসবাজার ডটকম'-এ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ২৮ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনলাইন শপটির ওয়েবসাইট ও অ্যাপস-এর গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠান হয়। তরিকুল ইসলাম বাদলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যের ব্যবসায়ী সহ নিউইয়র্কেও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনলাইন এই শপটির স্বত্তাধিকারী মো. নুর নবী উপস্থিত থেকে অনলাইন শপ ও অ্যাপস-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মো. নুর নবী বলেন, বর্তমানে অনলাইন ক্রেতারা পণ্য কিনে বিবিধ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা ওইসব সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব। এছাড়াও ধীরে ধীরে আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিত্য প্রয়োজনীয় আরো অনেক সুবিধা যোগ করা হবে। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে কোয়ালিটি মেইনটেইন করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দেশি ও বিদেশি শিল্পীদের পরিবেশনায় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সংশ্লিস্টরা জানান, ওয়েবসাইটটির গ্র্যান্ড ওপেনিং ও পবিত্র ঈদ-উল-আযহাকে সামনে রেখে ক্রয়কৃত সকল পণ্যে ন্যূনতম ২৫% ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়। ওয়েবসাইটটি থেকে গ্রাহকরা মানসম্মত আমেরিকান পণ্যসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশী পণ্যসমূহ কিনতে পারবেন। শপটির ম্যান ফ্যাশন, ওম্যান ফ্যাশন, ইলেকট্রনিক্স, কসমেটিকস, হেলথ অ্যান্ড বিউটি, ব্যাগ এন্ড সুজ, ফার্নিচার, জুয়েলারি ও ওয়াচসহ টয় কিডস এবং বেবিস ক্যাটাগরিতে রয়েছে হাজারো মানসম্মত পণ্য। এছাড়াও ওয়েবসাইটটিতে হোলসেল পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বিজনেস মালিকরা সহজেই নিজস্ব লোগো দিয়ে হোলসেলে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা পাবেন।

ওয়েবসাইটের ঠিকানা: https://bangaliesbazar.com

মারুফ ও মুনকার: এ উম্মাহর দায়িত্ব

(শেষের পাতার পর)

হচ্ছে সৎ কাজ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত কাজকে মারুফ বলা হয়। আর মুনকার হচ্ছে মারুফের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কথা ও কাজ যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন করেননি বরং তিনি তা অপছন্দ ও ঘৃণা করেছেন এবং তা করতে বারণ করেছেন।

যে সমস্ত কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং তাঁর নৈকট্য সাধিত হয় সেই কাজকে মারুফ বলা হয়। আর মুনকার হচ্ছে মারুফের বিপরীত। এমন কথা ও কাজ যা শরীয়তে হারাম, অপছন্দ ও ঘৃণা করে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের একটি অত্যাবশকীয় দায়িত্ব। এটি ইসলামের একটি মৌলিক কাজ। কারণ এর মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতা সংস্কার ও সংশোধিত হয়। সত্য প্রভাবশালী ও মিথ্যা দূর্বল হয়। সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়। কল্যাণ ও ঈমানের বিস্তৃতি ঘটে। চারদিকে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই পরিলক্ষিত হয়। অশান্তি ও অকল্যাণ সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়। তাই একটি কল্যাণকামী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ করা সমাজের প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার একটি কল্যাণকামী জাতির কল্যাণধর্মী বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর মুসলিম জাতি হলো শ্রেষ্ট উম্মাহ। সুতরাং তাদেরকেই এ দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বনী ঈসরাইলদের এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হঠকারিতার পথ বেঁচে নিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই নেতৃত্বের আসন থেকে হঠিয়ে মধ্যমপন্থী জাতি উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেন। কারণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে মুসলমানগণ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরই শেষ্ট উম্মত। তোমাদের মানবতার কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং দৃস্কৃতি থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাকবে।"(সুরা আলে ইমরান:১১০)

যারা এ দায়িত্ব পালন করেন তাদের রয়েছে মহা পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত আদায় প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"(সুরা তাওবা:৭১) আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধকারীর ওপর রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাকে ঈমানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ কাজ যারা করবে না তারা মু'মিন নারী পুরুষের বন্ধু হতে পারে না। বরং তারা মু'মিন নারী পুরুষ থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন কোন জাতিতে পরিণত হবে। কারণ মু'মিন নারী পুরুষই কেবল পারস্পরিক বন্ধু। তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য তাদের জীবনাচরণের অন্তর্ভুক্ত। এ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে।

"আর তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম হবে।"(আলে ইমরান:১০৪) অত্র আয়াতে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনকারীদের সফলকাম বলা হয়েছে।

আল কুরআন ও হাদীসে আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পার্থিব মুসিবত ও পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বলা হয়েছে। তাছাড়া যারা এ দায়িত্ব পালন করবে না তারা জালিম হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তারা দুনিয়ার জীবনে পদদলিতও লাঞ্জিত হবে।

"বনী ঈসরাইলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে লানত করা হয়েছে। এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না যা তারা করত। তারা যা করত অবশ্যই মন্দ ছিল।"(সুরা মায়েদা:৭৮-৭৯) অত্র আয়াতে আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা আল্লাহর লানত, গযব ও ঘৃণার কারণ এবং এ কারণেই তাদেও দুনিয়া আখিরাতের জীবনে কঠিণ শাস্তি নেমে আসবে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা প্রদানে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

কোথাও মন্দ ও অন্যায় কাজ হচ্ছে আর তা দেখে চুপ করে বসে থাকলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। সুতরাং আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি থেকে দুরে থাকা যায়।

এটি একটি বিশাল ইবাদাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য সহযোগীতা করো। আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ উল্লেখিত আয়াতের হুকুমকে বাস্তবে রূপায়ন করা হয়।

সমাজ ও সভ্যতায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সকল প্রকার বিকৃতি থেকে সমাজ রক্ষা পায়। একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠে। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি পায়। ফলে একটি তাকওয়াভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠে। এই সমাজের জন্য মহান আল্লাহ আকাশের বরকতের দরজা খুলে দেন।

আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা আল্লাহর লানত, গজর ও ঘৃণার কাজ বলে সে সমাজে দুনিয়ার জীবনে কঠিণ বিপদ ও মুসিবত নেমে আসে। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ জড়-ঝঞ্জা, সাইক্লোন ইত্যাদি সমাজকে পর্যদুস্ত করে তুলে। আর আখিরাতে তো প্রতিটি মানুষকে এ কাজ না করার জবাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"বনী ঈসরাইলের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মুখে তাদের লানত করা হয়েছে। এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করতো এবং সীমালঙ্ঘন করতো। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করতো না যা তারা করতো। তারা যা করতো অবশ্যই মন্দ ছিল।"(সুরা মায়েদা:৭৮-৭৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যে সমস্ত হেদায়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেগুলো সম্পুর্ণ ভুলে গেলো তখন যারা খারাপ কাজে বাধা দিতো তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম এবং বাকি লোক যারা দোষী ছিল তাদেও নাফরমানীর জন্য তাদেরকে কঠিণ শাস্তি দিলাম।"(সুরা আরাফ:১৬৫) এ আয়াত থেকে জানা যায় এ জনপদে তিন শ্রেনীর লোক ছিল।

এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্যত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচরণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচরণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীরদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কি লাভ? তিন, যারা ঈমানী মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে সৎ কাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদের বিরত রাখতে তৎপর ছিল। এ তিনটি দলের মধ্যে শেকে একমাত্র তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল। বাকি দল দু'টিকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করা হলো এবং নিজেদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তিভোগ করলো।

এ থেকে পরিস্কার প্রমাণিত হচ্ছেম যে জনপদে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধান লংঘন করা চলতে থাকে সেখারকার সবাই জবাবদিহির সম্মুখীন হয়। সেখানকার কোন অধিবাসী শুধু নিজেই আল্লাহর বিধান লংঘন করেনি বলেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে না। বরং আল্লাহর সামনে নিজের সাফাই পেশ করার জন্য তাকে অবশ্যই এ মর্মে প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, নিজের সামর্থ মোতাবেক মানুষের সংশোধন ও আল্লাহর সত্য দীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে সে অপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরূদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন. "তাদেরকে পরিস্কার বলে দাও, আমার পথতো এটাই আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"(সুরা ইউসুফ:১০৮)

সুতরাং এ আয়াতের আলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যিকারের অনুসারী হতে হলে তাকে অবশ্যই আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ সা: এ কাজ করেছেন এবং তাঁর সাথীরাও এ কাজ করেছেন। আর এ কাজটিই ছিল তাঁর প্রকৃত পথ। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আমাদের প্রত্যেককে এ পথে চলতে হবে তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে। এটি রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালণ করে গেছেন। আমাদেরকেও অবিরত এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে মৃত্যুর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত।

৪ দিন ব্যাপী নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন ২৮ জুলাই

(শেষের পাতার পর)

২৮ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলবে রাত ১১টা পর্যন্ত।

মেলার আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশ, ভারত, লন্ডন, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা থেকে প্রচুর সংখ্যক কবি-লেখক-সাহিত্যিক যোগ দিচ্ছেন। এবারের বইমেলায় যোগ দিচ্ছেন অমর মিত্র, মুহম্মদ নূরুল হুদা, শাহাদুজ্জামান, আসাদ মান্নান ও লুৎফর রহমান রিটনসহ রেকর্ডসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলায় প্রতিদিনই থাকছে সাহিত্যের অনুষ্ঠান ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অস্ট্রেলিয়া থেকে নীরা রহমান, লন্ডন থেকে নাহিদ নাজিয়া সহ আরো অনেক শিল্পী সংগীত পরিবেশন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে বিপা। সমাপনী অনুষ্ঠান করবে আড্ডা।

মুক্তধারা নিউইয়র্ক, ঘুংঘুরসহ আমেরিকা থেকে ৮টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল থাকছে এবারের বইমেলায়। জ্যামাইকা পারফর্মিং আট সেন্টার, ১৫৩-১০ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক ১১৪৩২। জ্যামাইকা গামী ই ট্রেনে শেষ স্টেশনে নামলেই বইমেলার স্থান।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণীকা

(শেষের পাতার পর)

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বনভোজন ৩১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কাউন্টি পার্কে।

প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র বনবোজন ৩১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের হেম্পষ্টেট লেক ষ্টেট পার্কে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, আমেরিকা'র বার্ষিক বনভোজন ৬ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ ষ্টেট পার্কে।

১৬তম টরন্টো বাংলা বইমেলা ৬-৭ আগষ্ট শনি ও রোববার ৯ ডজ রোড টরন্টো, কানাডা।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র বনভোজন ৭ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওরিয়েন্ট বীচ ষ্টেট পার্কে।

শতদল আয়োজিত উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ১৩-১৪ আগষ্ট নিউজার্সীর জেএমপি আর্ট সেন্টার।

'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ ১৫ আগষ্ট সোমবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (২৭-২২ ৭৩ ষ্ট্রীট)।

গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ'র বনভোজন ২১ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট বেবীলনের ৬২৫ বেলমন্ট।



দলমত নির্বিশেষে সবার দায়িত্ব আমার: প্রধানমন্ত্রী

আরও ২৬ হাজার ২২৯টি জমিসহ ঘর হস্তান্তর * বিদ্যুৎ-পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশে কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না। যেই গৃহহীন থাকবে তাকেই আমরা ঘর করে দেব, ঠিকানা দেব। জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করে দেব। দলমতে হয়তো ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। দেশটা তো আমাদের সবার। আমি যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার মানে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব আমার। মানুষকে আমি মানুষ হিসাবেই দেখি। প্রত্যেকটা মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচবে সেটাই আমি চাই। সেটাই আমার বাবার শিক্ষা। বৃহস্পতিবার সারা দেশে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ভূমি ও গৃহহীনদের মধ্যে আরও ২৬ হাজার ২২৯টি জমিসহ ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষের মাঝে ঘরের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আজকে আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ উন্নত দেশগুলো সব জায়গায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় করার উদ্যোগ নিয়েছে। অনেক উন্নত দেশে খাদ্যের জন্য হাহাকার চলছে। এখনো আমরা দেশকে ভালোভাবে চালাতে পারছি। আমরা সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি বলেন, সবাইকে অনুরোধ করব-বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে। পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে। আর এক ইঞ্চি জমিও যেন পড়ে না থাকে। খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গে সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা বলেন, রাশিয়ার ওপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞায় দেওয়ায় আমাদের সার কিনতে সমস্যা হচ্ছে, খাদ্য কিনতে সমস্যা হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। খাদ্যের জন্য উন্নত দেশগুলোয় পর্যন্ত হাহাকার দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, লন্ডনে এক লিটারের বেশি কেউ খাবারের তেল কিনতে পারেন না। আর আমাদের এখানে তো ইচ্ছা করলেই ৫ লিটার পর্যন্ত তেল কিনতে পারছি। কিন্তু প্রত্যেকেই সাশ্রয়ী হতে হবে। গৃহহীন ও ভূমিহীনদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, ঘর-বাড়ি যা দিয়েছি-সেসব রক্ষা ও উন্নত করার দায়িত্ব আপনাদেরই। ঋণ দেওয়া হচ্ছে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারছেন। আমরা চাই-এগুলো করে নিজের জীবনটাকে আরও উন্নত করবেন। সমাজকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক মানুষকে নাগরিক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। তিনি বলেন, আমাদের উদ্যোগের ফলে একটা প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। এতে আমরা আনন্দিত। পঞ্চগড় ও মাগুরা জেলার সব উপজেলাসহ সারা দেশে ৫২টি উপজেলা সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত করা হয়েছে। আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ঠিক এভাবে প্রতিটি জেলা-উপজেলাকে আমরা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করতে পারব। আমি বিশ্বাস করি-আমরা তা করে ফেলতে পারব।

কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকলে আমাদের খবর দেবেন: প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজন, সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা খুঁজে দেখেন-একটি মানুষও গৃহহীন ও ভূমিহীন আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব। আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতিও তিনি একই আহ্বান জানান। একেবারে অবহেলিত প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্যই আমরা কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

৫২টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করার পেছনে যারা কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরও বলেন, এটা শুধু একটা ঘর নয়। এতে একটা পরিবার ও তাদের আগামী প্রজন্ম, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি সবার ভবিষ্যতের আশ্রয় ও ঠিকানা। স্বাধীন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন, সেটা পূরণ করা আমার লক্ষ্য। সেজন্যই বোধহয় আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কারণ মৃত্যুকে আমি বারবার সামনে থেকে দেখেছি। তবে কখনো আমি ঘাবড়ে যাইনি বা ভয় পাইনি। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সংগ্রাম চালিয়ে গেছি। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগ মানুষের সংগঠন। কাজেই মানুষের জন্য আমাদের কাজ এবং সেটাই আমরা করে যাচ্ছি। সম্প্রতি সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় বন্যা কবলিত মানুষের পাশে সরকার ও তার দল সহায়তার হাত বাড়িয়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেন, আগামীতে হয়তো দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

স্পেন ও ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় বন পুড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে দাবানলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই বনে আগুন জ্বলছে। বাড়ি-ঘর, রেললাইন সব গলে যাচ্ছে। ট্রেন চলতে পারছে না। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে রানওয়ের পিচ গলে যাচ্ছে। প্লেন নামতে পারছে না। তিনি বলেন, জনগণকে সাশ্রয়ী হতে হবে। সেটা খাদ্য হোক বা অর্থ হোক। যাতে আপৎকালে পরিবার কষ্ট না পায়। আমরা সব সময় পাশে আছি, থাকব। নিজেদেরও ব্যবস্থা নিতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কোনো জমি ফেলে না রাখার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি পশুপাখি পালনের তাগিদ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, যে যা পারেন, কিছু একটা করেন; যেন আপনার নিজের খাবারের ব্যবস্থাটা আপনি নিজেই করতে পারেন। এর ফলে কারও কাছে আমাদের



হাত পেতে চলতে হবে না।

গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি স্থানে উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ্মীপুরের রামগতির চড় পোড়াগাছা ইউনিয়নের চর কোলাকোপায় ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছিলেন, সেই রামগতিতে নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে মতবিনিময় করেন। বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে আশ্রয়ণের জায়গা পাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা একরাম উদ্দিন এ সময় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করেন।

জাতির পিতার দেওয়া জায়গায় শান্তিতে বসবাস করছি : লক্ষ্মীপুরের রামগতির বীর মুক্তিযোদ্ধা একরাম উদ্দিন বলেন, জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। স্বাধীন দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন ছিলাম। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি চর পোড়াগাছা পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু। এ সময় ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু আড়াই একর জমি দেন। সেখানে আমরা খুব সুখে-শান্তিতে বসবাস করছি। এরপর অনুভূতি ব্যক্ত করে নাসিমা আকতার বলেন, আমাদের মুখে এখন হাসি। আমরা সব সময় আপনার হাসিমুখ দেখতে চাই। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেঁচে থাকুন।

কখনো ভাবিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব: বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার গৌরম্ভা আশ্রয়ণ প্রকল্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যুক্ত হন। সেখানে জলদস্যু জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা উপকারভোগী আবদুল হান্নান নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদের ৯ সদস্যের পরিবারের খরচ চালাতে বাবা পারছিলেন না। সংসারের কথা বিবেচনা করে জলদস্যুতার জীবন বেছে নিয়েছিলাম। খেয়ে না খেয়ে সুন্দরবনে দুঃসহ জীবন কাটিয়েছি। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাকে সুন্দর জীবন দিয়েছেন। আপনার দেওয়া সাধারণ ক্ষমায় আমি সুন্দর জীবন পেয়েছি। এখন ঘর দিলেন। কখনো ভাবিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব, গ্রামে আসতে পারব। সেই সুযোগ হয়েছে।

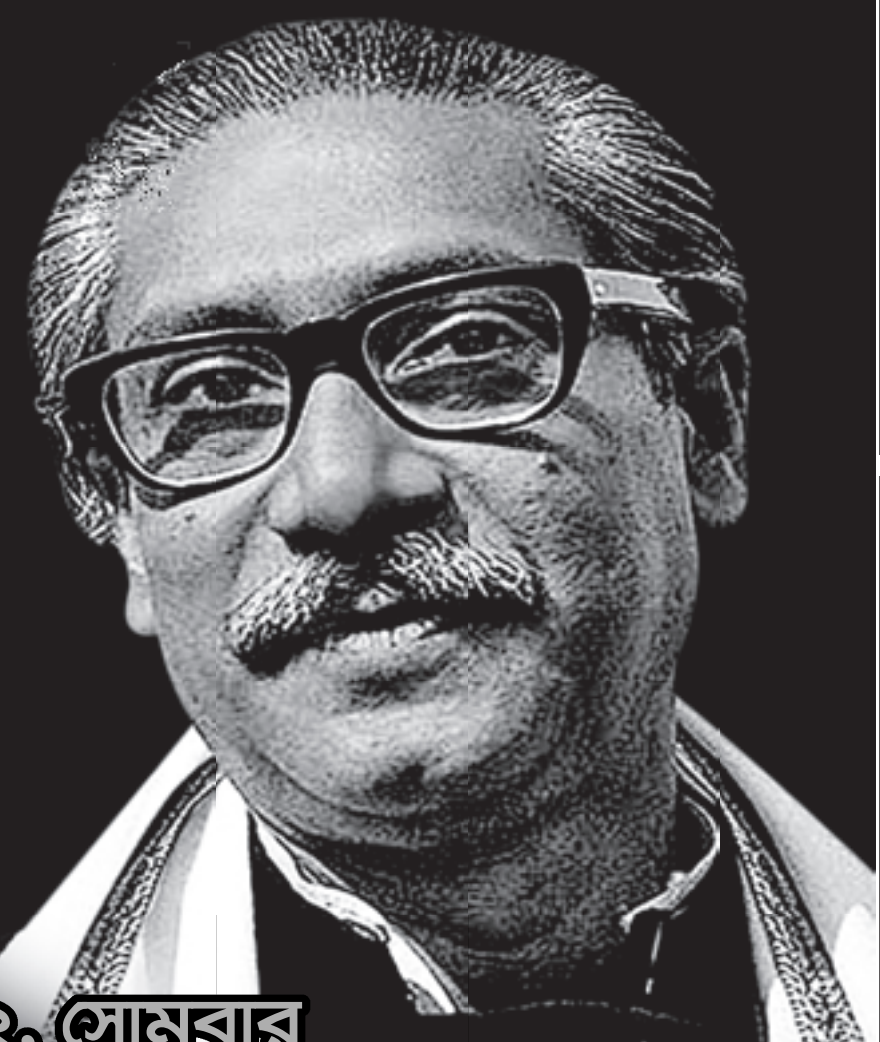
ঘর পাওয়ায় স্বামী ফিরে এসেছে: ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চর ভেলামারী আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগী জমিলা খাতুন বলেন, স্বামী আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আপনি ঘর দেওয়ার পর স্বামী আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি এখন অনেক সুখী। আরেক উপকারভোগী নাসিমা খাতুন বলেন, চার সন্তান রেখে স্বামী চলে যায়। এক সন্তানকে দত্তক দেই। অন্যের জমিতে থেকে সন্তানদের পড়ালেখা করিয়েছি। আমার কোনো ঘর ছিল না। আপনি ঘর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আপনি আমাদের কাছে আসবেন, ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন। উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, আসার চেষ্টা করব।

এখন নিজস্ব ঠিকানায় চিঠি পাব: মাগুরার জাঙ্গালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগী শাহীনুর বেগম, শিক্ষার্থী প্রিয়াংকা সরকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। শাহীনুর বলেন, ঘর পেয়ে অনেক খুশি। পদ্মা সেতু হওয়ায় অনেক খুশি হয়েছি। কারণ আমার বাবার বাড়ি নরসিংদীতে। ২০২০ সালে মা মারা যান। ফেরি ৩ ঘণ্টা দেরি করায় মায়ের মুখ দেখতে পারিনি। এখন বাবার বাড়ি যেতে আর ফেরির অপেক্ষা করতে হবে না। শিক্ষার্থী প্রিয়াংকা বলেন, বাবা একজন ভ্যানচালক। আমাদের কোনো ঠিকানা ছিল না। এখন ঠিকানা পেয়েছি। আগে মনে মনে বলতাম, আমাদের কী নিজস্ব ঠিকানা হবে না? নিজস্ব ঠিকানার অভাবে চিঠি পাব না? এখন আপনি ঘর দিয়েছেন। নিজস্ব ঠিকানায় চিঠি পাব।

পঞ্চগড়ে 'প্রধানমন্ত্রীর জান্নাত': পঞ্চগড় সদরের মাহানা পাড়ার আশ্রয়ণ প্রকল্পের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুন নাহার জান্নাত নিজের অনুভূতির কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানায়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পোস্টার থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি কেটে তা নিজের পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে রিকশাচালক রবিউলের মেয়ে জান্নাত। এলাকার সবাই তাকে 'শেখ হাসিনার জান্নাত' নামে ডাকে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়ে জান্নাত প্রধানমন্ত্রীকে জানায়, 'ঘর পেয়ে অনেক খুশি। বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই। আপনাকে অনেক ভালোবাসি। আপনার ছবি ঘরে টাঙিয়ে রেখেছি। প্রতিদিন পরিষ্কার করি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করো। তুমি অবশ্যই ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে পারবে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে রিকশাচালক রবিউল বলেন, দীর্ঘদিন ঢাকায় রিকশা চালিয়েছি। বড় বড় দালান দেখে মনে মনে ভাবতাম, আমার কি একটা টিনের ঘরও হবে না? প্রধানমন্ত্রী আপনি সে ব্যবস্থা করেছেন। এক মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, আরেক মা আপনি ঘর দিলেন।



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগষ্ট ২০২২, সোমবার

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল তবারক বিতরন

স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়ঃ দুপুর ৪.০০টা থেকে রাত১০.০০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মোঃ আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়কঃ মোঃ এ আজাদ, আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ মোঃ মাহবুব রহমান, হাজী এনাম

তত্বাবধায়নেঃ শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারীঃ মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ আসিফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যানঃ মামুন মিয়াজী চেয়ারপার্সনঃ বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপার্সনঃ সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষকঃ তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী (লিটু), নুরুল আজিম, আহসান হাবিব

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান। মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম,মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া,গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, আব্দুল মালেক, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদঃ হারুন ভূঁইয়া, এম এ আজিজ, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদিপ সাহা, কাজী শাম-সুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহমেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকত্তারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নূরুল আমিন বাবু।

সহযোগিতায়ঃ মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেষ্টুরেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আমিন বাবু, এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, মেজবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণা, ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, শাহ নেওয়াজ, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেষ্টুরেন্ট, ফরহাদ রেজা, হাসান জিলানী, সান্টু ভাই, লাবনিয়া, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূঁইয়া, আক্তারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, আহসান হাবীব, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ এবং ডা. তৌহিদ শিবলী,

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ দিল্লি ও ওয়াশিংটনের সমীকরণ

ঢাকা ডেস্ক: রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলোকে তিক্তভাবে আক্রমণ করার জন্য এবং ওয়াশিংটনকে সরাসরি সেগুলো প্রত্যাহার করতে বলার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর বেশ খুশি ভারত। কারণ এই নিষেধাজ্ঞার জেরে বিশ্বব্যাপী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। এদিকে এই সুযোগে ঢাকার বিরোধীরা ওয়াশিংটনের সঙ্গে সরকারের বিভেদ বাড়াতে ময়দানে নেমে পড়েছে। যা দেখে নিঃশব্দে হাসছে নয়া দিল্লি। কারণ ভারত আজ আমেরিকার কট্টর মিত্র। তারা চায় না যে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও নেপাল ভারতের চেয়ে বেশি ওয়াশিংটনের ওপর প্রভাব বিস্তার করুক। মালদ্বীপ হলো একমাত্র দক্ষিণ এশীয় দেশ যাকে ওয়াশিংটনের কাছাকাছি যেতে সম্মতি দিয়েছে ভারত। ভারতের ন্যাশনাল হেরাল্ডে এক নিবন্ধে এসব কথা লিখেছেন এসএনএম আবদি। তিনি আরও লিখেছেন, শ্রীলঙ্কায় খুব বেশি হট্টগোল ছাড়াই চীন এবং রাজাপাকসে ভাইদের অপসারণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরি করেছে ভারত। এখন নয়া দিল্লি অবশ্যই তার শ্রীলঙ্কার কৌশল পুনঃনির্মাণ করবে। কিন্তু বাংলাদেশ ও নেপালকে ভারতের প্রয়োজন নিজেদের স্বার্থেই।

সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দেয়া উচিত ভারতের। স্পষ্টতই, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞার প্রভাব স্পষ্ট, যা শেখ হাসিনার ক্ষোভের কারণ। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭.৪২% এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে- যা দেড় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এতটাই যে ঢাকা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে সমর্থনের জন্য আহ্বান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে শেখ হাসিনা সম্মুখে থেকেই আক্রমণ শানিয়েছেন, ভারতের মতো নিরপেক্ষতার আড়ালে থেকে রাশিয়াপন্থি হওয়ার কৌশল নেননি। শেখ হাসিনার দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করছে। কারণ এটি ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে একটি বড় ফাটল তৈরি করতে শুরু করেছে। কিছু অদ্ভুত কারণে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করছে বলেও মনে হচ্ছে। ওয়াশিংটন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার উপর অদ্ভুতভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। কারণ আমেরিকা বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশে নির্বাচনী কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে গেছে। গত মাসে হঠাৎই বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি মিডিয়াকে বলেছিলেন যে, 'বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে একটি 'বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন' দেখতে চায়। নির্বাচনে কে জিতবে তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো চিন্তা করে না, আমরা শুধু এমন একটি নির্বাচন চাই যেখানে বাংলাদেশের জনগণ তাদের নেতাকে বেছে নিতে পারে।' গুরুত্বপূর্ণভাবে, হাসের হস্তক্ষেপের আগে ওয়াশিংটনের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

নিষেধাজ্ঞার জেরে ঢাকায় উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। শেখ হাসিনার অভ্যন্তরীণ বৃত্তের শীর্ষস্থানীয় র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে ওয়াশিংটন স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানায়। বাংলাদেশে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হুইটলিও একটি বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'নির্বাচনের দিন ভোটাররা যেন নিজের ভোটটা ঠিকমতো দিতে পারেন।' বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকিও প্রকাশ্যে বলেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালের বিগত জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় আরও ভালো, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেবে।' এই সমস্ত সতর্কবার্তা নিয়ে সমর্থন পেতে নয়া দিল্লির কাছে ইতিমধ্যেই ঢাকা ছুটে গেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে, শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ৯৬% ভোট পেয়েছিল! এবং ২৯৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৮৮ আসনে জয়ী হয়।

নির্বাচনে সম্পূর্ণ কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। নয়া দিল্লি জানতো যে, নির্বাচনে জয়ী হতে অন্যায় উপায় অবলম্বন করা হবে কিন্তু অসদাচরণের মাত্রা এবং বিজয়ের ব্যবধান দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল। মোদি সরকার প্রহসনমূলক ভোটের ফলাফলকে শান্তভাবে সমর্থন করলেও মার্কিন ও পশ্চিমা সরকারগুলো প্রকাশ্যে তাদের অবিশ্বাস ও সংশয় প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর তারা স্পষ্টভাবে এই অনিয়মের নিন্দা করেছিল। কিন্তু ভারত প্রশ্নাতীতভাবে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিয়েছে। বিনিময়ে, তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে নয়া দিল্লিকে সঙ্গে রেখেছেন। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতে ভারত অস্বীকার করেছে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।
- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা'র প্রতিবাদে

যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং এ ব্যাপারে সরকারের নীরবতার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় গত ১৬ জুলাই শনিবার সন্ধ্া ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী সংখ্যালঘু এবং বিদেশী মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অন্যতম সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত এবং সভা পরিচালনা করেন রামদাস ঘরামী। ঐক্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত ও রণবীর বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য এবং ডিরেক্টর সুশীল সাহা ও রূপকুমার ভৌমিক ছাড়া সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের চেয়ারম্যান ডা. প্রভাত দাস, ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউএসএ'র প্রধান শ্রীমান নিত্যানন্দ কিশোর ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের পরিচালক ভজন সরকার, কবি নিখিল রায়, হিন্দু কোয়ালিশন অফ ইউএসএ-র ডিরেক্টর দীনেশ মজুমদার, শম্পা চৌধুরী, সুতিপা চৌধুরী, জলি সাহা, পরেশ ধর, মণিকা রায় চৌধুরী প্রমুখ।

সমাবেশে অংশগ্রহনকারী উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্র সরকার, রণেশ চক্রবর্তী, সুরেশ চন্দ্র রায়, রূপক নন্দী, সুভাষ বৈরাগী, বিপলব দাস, প্রবীর বড়ুয়া, জ্যোতিষ দাস, রূপক বড়ুয়া, জনি চন্দ, কানন শীল, সুবর্ণা ভৌমিক, তমা সেন, ঝুনু ঘোষ, ইন্দিরা দাশগুপ্ত, সোমা সাহা, বিভাস দাশগুপ্ত প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী হিন্দু ম্যাসাকার থেকে শুরু করে গত দুর্গাপূজো চলাকালে এবং চলতি সপতাহে লোহাগড়া ও মির্জাপুর পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী মুসলমানরা সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর লুটপাট করে বসত-ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা, উপাসনালয় গুড়িয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা, নারী ধর্ষণ, খুন ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার মত মধ্যযুগীয় বর্বরতার সবই করেছে সরকারের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ মদদে।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বর্তমান সরকার এর কোন ব্যতিক্রম নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারও কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি, বরং এরশাদ সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম আইনকে পাকাপোক্ত করে দিয়ে, ব্লেস্ফেমি আইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মাধ্যমে নিরপরাধ সংখ্যালঘু তরুণ-তরুণীদের জেলে পুরে রেখে ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তিকে সহায়তা করেছে।

বক্তারা মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন আজও অব্যাহত থাকার পেছনে চারটি প্রধান কারণ রয়েছে: প্রথমটি হল, ১৯৭২ সালের সংবিধানে দেশের সকল ধর্মের মানুষকে সম-মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিশেবে স্বীকৃতি প্রদান; দ্বিতীয়টি, ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে ঠিক বিএনপি-র মতই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল মুসলমানদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী চক্রের সঙ্গে আঁ-াতাত করা; তৃতীয়টি হল, কোন দিনই কোন সংখ্যালঘু নির্যাতকের বিচার না করা; আর চতুর্থটি হল, সালাফী-মওদুদী ইসলাম, অর্থাৎ আই. এস. ব্র্যান্ডের ইসলামের বিস্তারে সহায়তা করা।

সমাবেশে একাধিক বক্তা বলেন যে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপার প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুল মোমেনের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে যে, মৌলবাদীদের সঙ্গে তাঁর এমন একটি গোপন রাজনৈতিক আঁতাত হয়ে থাকবে যে, শেখ হাসিনা সরকারকে সমর্থন করার বিনিময়ে অশুভ মৌলবাদী-সন্ত্রাসী শক্তি বাংলাদেশের অবশিষ্ট সংখ্যালঘুদের সন্ত্রাসের মাধ্যমে উচ্ছেদ করতে পারবে। বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, এত প্রাণ ও নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ তাঁর পৌরহিত্যে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের মত ধর্মীয় সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হলে দেশ থেকে শুধু সংখ্যালঘুরাই নিশ্চিহ্ন হবেন না, দেশের প্রগতিশীল মুসলমানদেরও জীবন বিপন্ন হবে, এমন কি তিনি নিজেও হয়তো প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ পাবেন না।

বেশ কয়েকজন বক্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর বর্তমান নীতি পরিবর্তন করে দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন সমস্যার টেকসই সমাধানকল্পে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান, যার মধ্যে অন্যতম: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইশতেহারে ক্ষমতাসীন দল সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলোর বাসস্তবায়ন করা, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধান পুন:প্রতিষ্ঠা করে দেশে সেকুলার ডেমোক্র্যাসির ভিত মজবুত করা; সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করা, আলাদা সংখ্যালঘু মন্ত্রনণালয় প্রতিষ্ঠা করা, সংখ্যালঘু মানবাধিকার কমিশন গঠন করা; কিন্তু সর্বাগ্রে এবং অবিলম্বে একটি হেইট ক্রাইম ও স্পীচ্ বিল পাশ করে এর আওতায়, বিশেষ ট্রাইবুনালে, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং জজ্ সাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টে লিপিবদ্ধ সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি



হাবিব সভাপতি, জিলানী সেক্রেটারী

(৪৬ পাতার পর)

থাকায় কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মশিউর রহমান মজুমদার এবং মেম্বারশিপ চেয়ার হিসেবে জিএফএম রাসেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

অপরদিকে সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী ছিলেন। এরা হলেন- আহসান হাবিব, একেএম রশিদ এবং রফিকুল ইসলাম। এতে আহসান হাবিব সর্বাধিক ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। অপর দুই প্রার্থীর মধ্যে রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ১৫ এবং একেএম রশিদ পেয়েছেন ৬ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে হাসান জিলানী ৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ১৫ ভোট।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন শাহ নেওয়াজ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময় কমিশনের সদস্য লায়ন এডভোকেট নাসির উদ্দিন, লায়ন আসেফ বারী টুটুল এবং লায়ন মোহাম্মদ সাঈদসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সর্বমোট ৮২ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ১৯ সদস্যের কার্যকরি কমিটির অবশিষ্ট পদসমূহের তালিকা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

শিগগিরই বিষয়টি সবাইকে

(শেষের পাতার পর)

প্রযোজক হিসেবে সিনেমায় পা রাখতে চলেছেন তিনি। সম্প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে ৬৫ লাখ টাকা সরকারি অনুদান পেয়েছেন অপু। বুধবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অপু বিশ্বাসের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব।

জানা গেছে, 'লাল শাড়ি' নামের একটি সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে অনুদানটি পেয়েছেন এ চিত্রনায়িকা। এ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে মূল টাকার ৩০ শতাংশ। খবরটি গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। একদিন পরেই বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন অপু বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'আমি অনুদান ছাড়াই সিনেমা প্রযোজনা করতে পারতাম। কিন্তু কেন অনুদানের জন্য আবেদন করেছি সে নিয়ে কথা বলতে চাই। তবে এখন না। শিগগিরই বিষয়টি সবাইকে জানাব।'

নতুন ছবিটি 'অপু-জয় প্রোডাকশন হাউজ'র ব্যানারে তৈরি হবে। তবে এখনই সিনেমার শিল্পীদের নাম প্রকাশ করতে চান না এই অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, সেটা এখনই জানাতে পারছি না। চলতি বছরই সিনেমা নির্মাণের কাজ শুরু করব। আশা করি, দর্শকদের ভালো কিছু উপহার দিতে পারব।'

ক্যামেরার সামনে অপু বিশ্বাস অনেক অভিজ্ঞ। অভিনয়ে দীর্ঘ দেড় যুগের ক্যারিয়ার তার। একটা সময় সুপারস্টার শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে বেশ কিছু ছবি উপহার দিয়েছেন যার বেশিরভাগই ব্যবসাসফল হয়েছে। কিন্তু ক্যামেরার পেছনে অপু কাজ করেননি কখনও। প্রযোজনার কাজ সম্পর্কে জানা থাকলেও, নিজে কখনও এ কাজে যোগ দেননি।

সে কাজ ভালোই পারবেন বিশ্বাস অপু বিশ্বাসের। বললেন, 'এটা আমার জন্য নতুন একটা জার্নি, নতুন জীবন। এ নিয়ে আমি একটি স্ট্যাটাসও দিয়েছি। আশা করছি গুছিয়ে কাজ করার। আমি স্ট্যাটাসে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়েছি। তিনি সব সময় চলচ্চিত্রের সঙ্গে ছিলেন, আশা করি আগামীতেও থাকবেন।'

আর সেজন্যই সফল হতে ভক্ত-অনুরাগীর কাছে দোয়া চেয়েছেন জনপ্রিয় এ চিত্রনায়িকা। এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপু বলেছেন, 'নতুন পথ চলা, নতুন জীবন, সবার কাছে দোয়া চাই। প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা চলচ্চিত্রের পাশে থাকার জন্য। আশা করি সবসময় বাংলা চলচ্চিত্রের পাশে এভাবেই তাকে পাব। জয় হোক বাংলা চলচ্চিত্রের।'

এদিকে বৃহস্পতিবার প্রকাশ পেয়েছে অপু বিশ্বাস অভিনীত কলকাতার 'আজকের শর্টকাট' সিনেমার একটি গান। 'ছুঁয়ে যাওয়া হাত' শিরোনামের গানটির পুরোটাতেই দেখা গেছে অপু বিশ্বাস ও তার সহশিল্পী গৌরবকে। এ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কলকাতার কোনো প্রোডাকশনে কাজ করেছেন অপু বিশ্বাস। সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

বিয়ে কী ক্যানসারের ঝুঁকি কমে

(শেষের পাতার পর)

যায়। হয়তো এ কারণেই বলা হয়, বিয়ে দিল্লিকা লাড্ডুর মতো, খেয়েও পস্তায়, আবার না খেয়েও পস্তায়। যারা বিয়ে করেননি তারা মনে করেন, বিয়ে করলে জীবনে হয়তো সুখী হতে পারতাম! অন্যদিকে যারা বিয়ে করেছেন তারা মনে করেন অহেতুক ব্যাচেলর লাইফের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলাম। কিন্তু সম্প্রতি এক গবেষণা বলছে, বিয়ে না করলে পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিছুদিন আগে 'ইনভেস্টিগেটিভ জার্নাল'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যারা অবিবাহিত বা যাদের জীবনসঙ্গী নেই, তাদের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর ক্যানসারে মৃত্যু হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। বিবাহিত হলে ক্যানসার রোগীদের দীর্ঘায়ু পেতে সাহায্য করতে পারে। নতুন গবেষণায় এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

৩০০০ গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের দিয়ে এই গবেষণা চালানো হয়। রোগীদের প্রত্যেকেই ছিলেন ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায় আক্রান্ত। চীনা বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, ৭২ শতাংশ বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার ধরা পড়ার পর অবিবাহিতদের তুলনায় পাঁচ বছর বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

গবেষকদের মতে, জীবনসঙ্গী পাশে থাকলে তিনি আপনার খেয়াল রাখতে পারেন। অসুখ হলে ওষুধ খাওয়ানো এবং অন্যান্য সেবা তার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। ফলে রোগীর জন্য স্বাস্থ্যকর আচরণ মেনে চলা সহজ হয়। দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য এসব অভ্যাস জরুরি। আর শরীরে কোনো রকম সমস্যা হলে যারা অবিবাহিত বা একা থাকেন তারা ততটাও গুরুত্ব দেন না। আর তাতেই রোগে কাবু হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা বিবাহিত তাদের ক্ষেত্রে রোগ আগেই ধরা পড়েছে তাই চিকিৎসা পদ্ধতিও দ্রুত চালু করা সম্ভব হয়েছে। তাই বিবাহিতদের সুস্থতার হারও বেশি। বিবাহিতরা আর্থিক ও মানসিক দুই ক্ষেত্রেই রোগের সঙ্গে লড়াই করার বেশি সামর্থ্য রাখে।

গবেষণায় আরও জানা গেছে, যাদের স্বামী কিংবা স্ত্রী মারা গিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুঝুঁকির হার অনেকটাই বেশি। সাধারণ ভাবেই শরীরের প্রতি অযত্ন এর পেছনে বড় কারণ।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কেএমপির এডিসি লাবণী ও দেহরক্ষীর আত্মহত্যা



ঢাকা ডেস্ক: ছুটিতে মাগুরায় বাবার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন খুলনা মেট্রোপলিটন (কেএমপি) পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার খন্দকার লাবণী (৪০)। এ ঘটনার ৩ ঘণ্টা পর মাগুরা পুলিশ লাইনে কর্মরত অবস্থায় নিজ নামে ইস্যুকৃত শটগানের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন কনস্টেবল মাহমুদুল হাসান (২২)। এক সময় তিনি খন্দকার লাবণীর দেহরক্ষী ছিলেন। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই মৃত্যুতে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

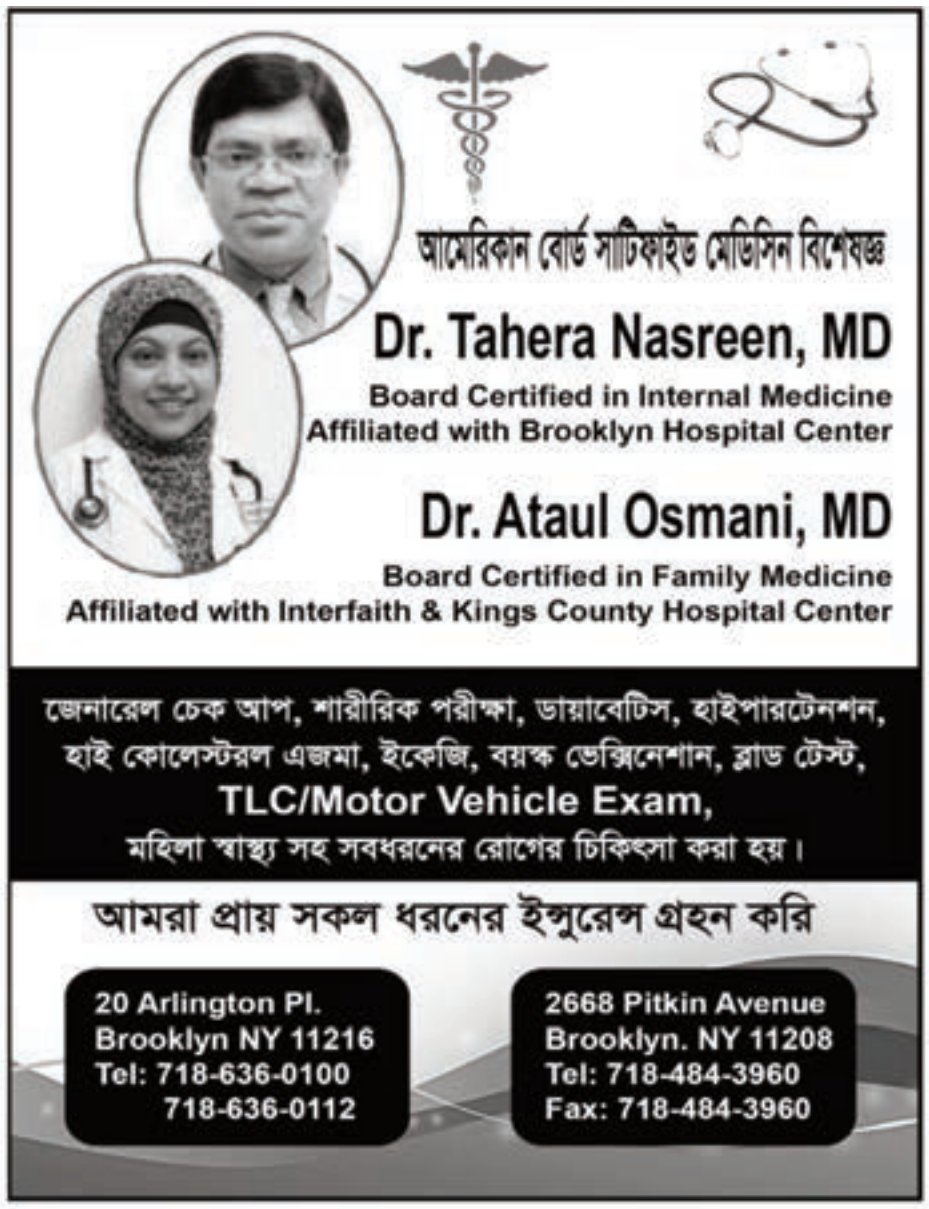
খন্দকার লাবণী মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার সারঙ্গদিয়া গ্রামের খন্দকার শফিকুল আজমের (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) একমাত্র মেয়ে। এ মৃত্যুর কারণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু জানাতে পারেননি তিনি। আর কনস্টেবল মাহমুদুল হাসান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পিপুলবাড়িয়া গ্রামের এজাজুল হক খানের (চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কনস্টেবল) ছেলে। হাসিখুশি অবিবাহিত ছেলের আত্মহত্যার কোনো কারণই থাকতে পারে না বলে জানিয়েছেন তিনি (এজাজুল হক)। জানা যায়, লাবণীর স্বামী তারেক আবদুল্লাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-পরিচালক। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসার জন্যে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ভারতের চেন্নাইতে অবস্থান করছেন। তার বাড়ি মাগুরা সদর উপজেলার হাজিপুর গ্রামে হলেও বসবাস করেন ফরিদপুরে। নিজ গ্রাম কিংবা লাবণীর গ্রামেও তার যাওয়া-আসা নেই। একই অবস্থা খন্দকার লাবণীর ক্ষেত্রেও।

রোববার দুই সন্তান তাজকিয়া (৮) এবং তাজনিয়াকে (৪) নিয়ে লাবণী মাগুরায় সারঙ্গদিয়ায় বাবার বাড়িতে আসেন। সন্ধ্যায় ছোট ভাইকে নিয়ে বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করেন। রাত ১২টার দিকে মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলার পর রাত ১টার দিকে ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি। বাড়ির গৃহপরিচারিকা শাহানা কোনো কারণে টিউবওয়েলে গিয়ে লাবণীর ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক শব্দ পেয়ে বাড়ির অন্যদের জানান। তারা ভেতরে ঢুকে লাবণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত লাবণীকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

লাবণীর বাবা শফিকুল আজম বলেন, মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল না। আলাদা থাকতেই পছন্দ করত। তারপরও মেয়েটি খুশি মনে ছিল। কিন্তু এবার তাকে দেখে মনে হয়েছে কোনো বিষয় নিয়ে খুব বিব্রত বা চিন্তিত। তবে পারিবারিক কলহ ছাড়া মেয়ের আত্মহত্যার অন্য কোনো কারণ দেখি না। কলহের কারণে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে লাবণী খুলনার বাসাতে দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

এদিকে কেএমপির সহকারী উপকমিশনার খন্দকার লাবণীর গলায় ফাঁস দেওয়ার ৩ ঘণ্টা পর ভোর ৪টার দিকে মাগুরা পুলিশ লাইনে শটগানের গুলিতে আত্মহত্যা করেন কনস্টেবল মাহমুদুল হাসান। ২৯ মে খুলনা থেকে বদলি হয়ে মাগুরা পুলিশ লাইনে যোগদানের আগে লাবণীর দেহরক্ষী হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি।

মাগুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কলিম উল্লাহ জানান, আত্মহত্যার ঘটনা দুটি পৃথক। খবর পেয়ে লাশ দুটি উদ্ধারের পর মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে দুটি মৃত্যুর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে পরিষ্কার হওয়া যাবে।







ন্যানি আবশ্যক

ন্যানি আবশ্যক বাচ্চার দেখাশুনা ও ঘরের কাজের জন্য মধ্য বয়স্ক (৪৫+ বছর) মহিলা লিভ-ইন ন্যানি প্রয়োজন (হিন্দু পরিবার এর জন্য)। আমাদের সাথে ফিলাডেলফিয়া-তে থাকতে হবে। থাকা খাওয়া ফ্রি, বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। **(২০৮) ৯০৮-৩৭৩১, (২০৮) ৯০৮-২৮৩০।**

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: **1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724**

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।

যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীন এফ ট্রেন ডিটমার্স এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে ২ বেডরুমের বাসা (স্বামী-স্ত্রীর) ভাড়া দেয়া হবে। সাইদ ৭১৮-৬০০-১০০৯, ৭১৮-৪৩৫-৭২৩৫

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

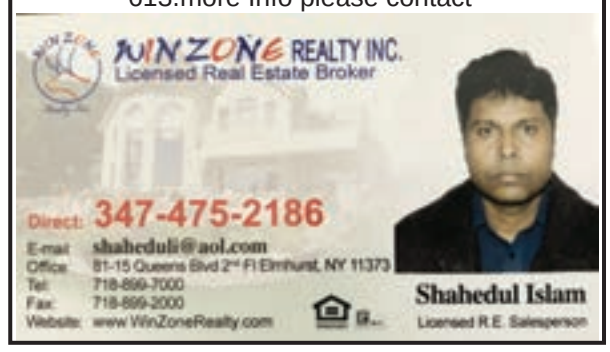
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



পেরুর জালে ‘হাফ ডজন’ গোল ব্রাজিলের

স্পোর্টস ডেস্ক: চলতি কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের নারী ফুটবল দলকে কোনোমতেই দমানো যায়ানি। মাঠে নামলেই প্রতিপক্ষের জালে ৩/৪ গোল জমা করেছে তারা। আর্জেন্টিনাকে ৪-০, উরুগুয়েকে ৩-০ এবং ভেনেজুয়েলাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল নেইমারের দেশের নারী ফুটবলাররা। এবার সেই ধারাবাহিকতায় গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচেও পেরুর জালে গুনেগুনে ৬ গোল জমা করল সেলেকাওরা।

কলম্বিয়ার পাসকুয়েল গুরেইরো স্টেডিয়ামে পেরুকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। যদিও এ ম্যাচে হারলেও ক্ষতি হতো না। কারণ এ ম্যাচে মাঠে নামার আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে দলটি।

ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল করেন ব্রাজিলের নারী দলের ‘নেইমার’ মারিও এডুয়ার্ডা ফ্রান্সেলিনো দা সিলভা। ১০ নম্বর জার্সির এ ফুটবলারকে দুদা নামে ডাকা হয়। প্রথমার্ধেই ৪-০ তে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। স্কোরশিটে নাম তোলেন দুদা সাম্পাইও, গিস ফেরেইরা এবং আদালিমা দস সান্তোস।

দ্বিতীয়ার্ধে ফিরেই আরও পেরুর জালে আরও ২ গোল জমা করে সেলেকাওরা। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে ফে পালেরমো এবং ৫০ মিনিটে আদ্রিয়ানা লাল দা সিলভার গোলে হাফ ডজন পূরণ করে তারা। তবে এরপর শেষ ৪০ মিনিটে আর কোনো গোল করতে পারেনি ব্রাজিল। অন্যদিকে একটি গোলও শোধ করতে পারেনি পেরু।

আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায় প্যারাগুয়ের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। আগেরদিন একই সময় আসরের প্রথম সেমিফাইনালে লড়বে স্বাগতিক কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা।

শ্রীলংকায় হচ্ছে না এশিয়া কাপ

স্পোর্টস ডেস্ক: আর্থিক সংকটে ভঙ্গুর অবস্থা দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকার। এমন পরিস্থিতিতে আগেই অনুমেয় ছিল এশিয়া কাপ আয়োজন করতে পারবে না লংকান ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অপারগতা প্রকাশ করে শ্রীলংকা।



বিষয়টি নিশ্চিত করে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) জানিয়েছে, শ্রীলংকা বোর্ড টুর্নামেন্ট আয়োজনে অপারগ। তারা আমাদের বলেছে, তাদের পক্ষে এশিয়া কাপ আয়োজন করা সম্ভব নয়। দেশে রাজনৈতিক সংকট চলছে। এ পরিস্থিতিতে ছয় দেশকে নিয়ে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে পারবে না শ্রীলংকা। বিকল্প ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভারতের কথা ভাবা হচ্ছে। তবে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে আগেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শ্রীলংকা এশিয়া কাপ আয়োজনে অপারগতা প্রকাশ করায় সুযোগ পেতেও পারে বিসিবি।

মাহমুদউল্লাহর নেতৃত্ব হারানোর গুঞ্জন



স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব হারানোর গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষে দেশে ফিরেছেন। তার সঙ্গে ফিরেছেন ব্যাটার আফিফ হোসেন ও স্পিনার নাসুম আহমেদ।

সদ্যসমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করলেও টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে ২-০তে। উইন্ডিজ সফরের আগে মুমিনুল হক নিজের ব্যাটিংয়ে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তবে কী এবার মাহমুদউল্লাহ একই পথের পথিক হতে যাচ্ছেন?

এশিয়া কাপ কোথায় হবে জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলি



স্পোর্টস ডেস্ক: অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত শ্রীলংকায় এবারের এশিয়া কাপ হবে কিনা তা নিয়ে দোলাচলে ছিল ক্রিকেটবিশ্ব। টুর্নামেন্ট শুরুর ৩৭ দিন আগেও ভেন্যু নিয়ে ছিল সংশয়। অবশেষে এশিয়া কাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায় শ্রীলংকা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। বিকল্প ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাংলাদেশ ও ভারতের কথা আলোচনায় ছিল শ্রীলংকায় সংকট শুরুর সময় থেকেই।

তবে বৃহস্পতিবারই সেই আলোচনাকে থামিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী। জানিয়ে দিলেন, এবারের এশিয়া কাপের আসর বসছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বৃহস্পতিবার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের এক বৈঠক শেষে বিসিসিআই সভাপতি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, এবার এশিয়া কাপ আরব আমিরাতে হবে। কারণ এটাই একমাত্র ভেন্যু যেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। ২৭ আগস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলার কথা মূল পর্ব। এর আগে ২০ থেকে ২৬ আগস্ট হওয়ার কথা বাছাইপর্ব। মূলপর্বে সরাসরি খেলবে পাঁচ টেস্ট খেলুড়ে দেশ বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। বাছাই পর্বে হংকং, সিঙ্গাপুর, কুয়েত ও আমিরাত থেকে একটি দল জায়গা করে নেবে মূল লড়াইয়ে।

সামনে ব্যস্ত সূচি কঠিন চ্যালেঞ্জ



স্পোর্টস ডেস্ক: আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামে (এফটিপি) বাংলাদেশের ব্যস্ত সূচি সামনে। ২০২৩ থেকে ২০২৭ এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ৩৪ টেস্ট, ৫৯ ওয়ানডে ও ৫১ টি ২০ ম্যাচ খেলবে। এর বাইরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘শুধু ক্রিকেটাররা নয়, টিম ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন তারাও ব্যস্ত সময় পার করবেন। যখন আমাদের এফটিপি চূড়ান্ত হবে আমরা পরিকল্পনা করে এগোবো।’

বাংলাদেশে এখনো রোটেশন পদ্ধতি চালু হয়নি। ২৮ জুলাই জিম্বাবুয়ে সফর। সেখানেও পাঠানো হচ্ছে পূর্ণ শক্তির দল। একমাত্র সাকিব আল হাসান আগেই ছুটি নিয়েছেন এই সফর থেকে। ৪-৫ দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার ধরতে হবে জিম্বাবুয়ের বিমান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচ বছরে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ম্যাচ পাচ্ছে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সব সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের ম্যাচ ১৪৪টি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলবে ১৪৬টি। অতীতে এফটিপিতে বাংলাদেশ কখনই এত বেশি ম্যাচ পায়নি। জাতীয় দলের সামনে তাই কঠিন চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ দল ফিরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষে কয়েক ধাপে দেশে ফিরল বাংলাদেশ দল। বৃহস্পতিবার সকালে দেশে ফেরেন টি ২০ অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ, আফিফ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। ফ্লাইট সিলেট বিমানবন্দর হয়ে আসায় নাসুম সেখানে অবতরণ করেন।

বিকালে দেশে ফেরে ক্রিকেটারদের সবচেয়ে বড় বহর। কয়েকদিনের মধ্যে আবার উড়াল দিতে হবে জিম্বাবুয়ের উদ্দেশে।

জিম্বাবুয়ে সফরের জন্য কাল বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হয়নি। দু-একদিনের মধ্যে নির্বাচকরা দল ঘোষণা করবেন। সফরে সাকিব আল হাসান না থাকলেও নতুন মুখ থাকছে না, এটা নিশ্চিত। এই সিরিজ দিয়ে ফিরবেন মুশফিকুর রহিম।

পবিত্র হজ শেষে দেশে ফিরেই মুশফিকুর রহিম অনুশীলনে নেমে পড়েন। সকালের অনুশীলনের ভিডিও পোস্ট করে মুশফিক লিখেছেন, ‘ভোরে যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন কঠিন অনুশীলন চলে।’ এদিন বিকালে সাকিব মোটরবাইকে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। কিন্তু মাথায় হেলমেট না থাকায় এই পোস্ট নিয়ে সমালোচনা হয়েছে।

হাতে সময় না থাকায় জিম্বাবুয়ে সিরিজ নিয়ে বড় পরিকল্পনা করার সুযোগ নেই। সফরে বাংলাদেশ তিনটি করে ওয়ানডে ও টি ২০ খেলবে। ৩০ জুলাই টি ২০ দিয়ে শুরু হবে সফর।



যুক্তরাষ্ট্রগামী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে

(শেষের পাতার পর)

অংশ, যেন দূতাবাস এ ধরনের ভিসার চাহিদা মেটাতে পারে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় ও শিক্ষার্থীদের চলাচল ব্যাহত হলেও, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ঢাকা নিয়মিত কনস্যুলার সেবা চালু করেছে, এবং শরৎকালীন সেমিস্টারের আগেই যত বেশি সম্ভব শিক্ষার্থীর জন্য সাক্ষাৎকারের সুযোগ নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, নির্ধারিত কিছু শুক্রবার শুধু শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নিতে ব্যয় করা।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনস্যুল জেনারেল উইলিয়াম ডাওয়ারস বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন যে একটি অনন্য সুযোগ এনে দেয় তা আমরা স্বীকার করি এবং আমরা শিক্ষার্থী ভিসা সাক্ষাৎকারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

এছাড়া আগামী শুক্রবার (২৯ জুলাই) আরেকটি সুপার ফ্রাইডে আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সুযোগ নিতে আগ্রহী যে কেউ এডুকেশনইউএসএর মাধ্যমে এই বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। এটি ৪৩০টিরও বেশি শিক্ষাগত পরামর্শ কেন্দ্রের একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক, যা গোটা বিশ্বের ১৭৫টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে কাজ করছে।

এছাড়া educationusa.state.gov ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ওয়েবসাইট bd.usembassy.gov-তে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

নিউইয়র্কে গাড়ীর ভিতর থেকে

(শেষের পাতার পর)

স্ত্রী ছাড়াও ২ বোন রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ২ মাস ধরে তিনি দেশেও যোগাযোগ করছিলেন না। তার পারিবারিক সিদ্ধান্তে আলী আকবর মানুনের মরদেহ দেশে প্রেরণ করা হবে।

মরহুম আলী আকবর মামুনের নামাজে জানাজা শুক্রবার (২২ জুলাই) বাদ জুমা ব্রুকলীনস্থ বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠানের পর শনিবার রাতের ফ্লাইটে তার মরদেহ ঢাকায় পাঠানো হয় বলে জানা গেছে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো। নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ভটেরাবাসীদের বনভোজন ৩১ জুলাই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভটেরা-বাসীদের বনভোজন আগামী ৩১ জুলাই রোববার অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৫ জুলাই শুক্রবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভাটেরাবাসীদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় ভাটেরার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ/যুবক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ভাটেরা কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম। এছাড়াও সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মকবুল হোসেন, আব্দুল মতিন, সাইফুল আলম সিদ্দিকী, রাজা মিয়া তালুকদার, হারুনুর রশিদ তালুকদার, আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী ও সৈয়দ ইলিয়াস খসরু।

সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ হ্যামষ্টেট লেক ষ্টেট পার্কে দিনব্যাপী ভাটেরাবাসীদের বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে। এই বনভোজন সফল করতে সকল ভাটেরাবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

নতুন অধিনায়ক সোহানের টি-টোয়েন্টি রেকর্ড কেমন?

(শেষের পাতার পর)

গত কয়েকদিন ধরে মাহমুদউল্লাকে নিয়ে চলে আসা গুঞ্জনের মাঝে বিকল্প অধিনায়ক হিসেবে সোহানের নামই শোনা যাচ্ছিল। এটা সবাই স্বীকার করবে যে, কিপিংয়ে সোহান বাংলাদেশের অন্যতম সেরা। কিন্তু ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে? টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে সোহানের পারফর্মেন্স কিন্তু তার পক্ষে কথা বলছে না।

অধিনায়ক হওয়ার আগ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে ৩৩ ম্যাচের ২৯ ইনিংস ব্যাট করে সোহান সংগ্রহ করেছেন মোটে ২৭১ রান। গড় মাত্র ১২.৯০ এবং স্ট্রাইকরেটে ১১১.৯৮। এই ফরম্যাটে তার সর্বোচ্চ স্কোর অপরাজিত ৩০ রান। সেই ২০১৬ সালে ক্যারিয়ারের তিন নম্বর ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিনি এই রান করেছিলেন।

গাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে তরুণদের সুযোগ দেওয়ার কথা খুব শোনা যাচ্ছে। তার অংশ হিসেবেই হয়তো সোহানকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হলো।



বড় দায়িত্ব পেলে অনেকের পারফর্মেন্সেও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। আপাতত নুরুল হাসান সোহানকে নিয়ে সেই আশা করা যেতেই পারে। আর প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে হওয়ায় আশাটা জোড়ালোভাবেই করা যায়।





বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 25 // 2022

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হাবিব সভাপতি, জিলানী সেক্রেটারী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব'র নির্বাচন গত ৩০ জুন জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২-২০২৩ সালের জন্য গঠিত নতুন কমিটিতে আহসান হাবিব পুনরায় সভাপতি এবং হাসান জিলানী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ এবং মেম্বারশিপ চেয়ার পদে একাধিক প্রার্থী না (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)







চট্টগ্রাম সমিতি পেনসেলভেনিয়ার ভিন্নধর্মী কর্মসূচী

ফিলাডেলফিয়ায় 'নো মোর ড্রাগ'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: চট্টগ্রাম সমিতি অব পেন্সেলভেনিয়ার, ফিলাডেলফিয়া-কে ড্রাগ মুক্ত করার ভিন্নধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। 'নো মোর ড্রাগ' শ্লোগান নিয়ে শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচী। এই কর্মসুচির আওতায় বিনোদনের মাধ্যমে 'নো মোর ড্রাগ' এর আহবান, টরেন্টোতে বনভোজন ও আলোচনা এবং মেম্বারশীপ ড্রাইভ (মেম্বার শিপ ড্রাইভ, জুলাই থেকে সেশান ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩- ২০২৪ এই ২ বৎসরের জন্য মাত্র ১০ ডলার) রয়েছে। গত ১৭ জুলাই রোববার এই কর্মসূচীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক চা চক্র ও বৈকালিক বিনোদন আনন্দ সমাবেশ ফিলাডেলফিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্সের, ঐতিহাসিক ক্লার্ক পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ খোরশানের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাহাদাত।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি আব্দুল শুক্কুরের চট্টগ্রাম সমিতি অব পেন্সেলভেনিয়ার মেম্বারশীপ ফর্ম পূরনের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত সহিদুল ইসলামের ডোমিনিকার প্রেসিডেন্টের কাছে পরিচয়পত্র পেশ



ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলাম গত গত ৬ জুলাই বুধবার ডোমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাদারের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে দায়িত্বরত রাষ্ট্রদূত ইসলাম একই সাথে বেলিজ, কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, গায়ানা এবং হাইতিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ডোমিনিকান রিপাবলিকের রাজধানী সান্তো ডোমিঙ্গোর ন্যাশনাল প্যালেসে প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি এই পরিচয়পত্র পেশ করনে। সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস রাকেল পেনা ডি আন্টুনা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব রবার্তো আলভারেজ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত ইসলাম ডোমিনিকার প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা জানান।

ডোমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের সাথে তার দেশের সম্পর্ক জোরদার করতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূত ইসলাম ৭ জুলাই ডোমিনিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্তো আলভারেজের সাথেও পৃথক বৈঠক করেন। তিনি ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি), কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা মওকুফ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাবসহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। ডোমিনিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী বছর বাংলাদেশ সফরের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূতের সাথে এসময় কাউন্সিলর মোঃ মাহমুদুল ইসলাম এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকে বাংলাদেশের অনারারি কনসাল জোয়ান গঞ্জালেজ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউজার্সীর প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান ফরিদের শপথ গ্রহণ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের প্যাটারসন সিটি কাউন্সিলের মেম্বার হিসেবে শপথ নিয়েছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন। গত ১ জুলাই অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে ফরিদ উদ্দিন শপথ গ্রহণ করেন। বিগত ১০ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্কুল শিক্ষক ফরিদ উদ্দিন কাউন্সিল মেম্বার নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, প্যাটারসন সিটি কাউন্সিলে আরেকজন বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহিন খালিক (ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিটি কাউন্সিল) রয়েছেন। একইসাথে প্যাটারসন সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে দ্বিতীয় টার্মের জন্যে শপথ নিয়েছেন আন্দ্রে সায়েঘ। শপথ গ্রহণের পর নিজের অনুভূতি ব্যক্তকালে সিলেটের সন্তান ফরিদ উদ্দিন পরম করুণাময়ের শোকরিয়া আদায়ের পর ভোটারগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়নের মধ্যদিয়ে ভোটারদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকবো। তিনি এলাকার বাংলাদেশী আমেরিকানদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানিয়েছেন।

আরো উল্লেখ্য, প্যাটারসন সিটির এক লাখ ৬০ হাজার বাসিন্দার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হচ্ছেন বাংলাদেশী। ইতিমধ্যেই এখানে স্থায়ী শহীদ মিনার ছাড়াও একটি সড়কের নামকরণ হয়েছে 'জালালাবাদ স্ট্রিট'।



বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সভাপতি নয়ন এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক মন্টুর সাথে প্রবাসীদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট নুর উদ্দীন চৌধুরী নয়ন এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টুর সাথে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের ইটজি পার্টি সেন্টারে গত ১৯ জুলাই মঙ্গলবার বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।









বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা'র সভাপতি ও বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা সঞ্চালনায় ছিলেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম ফেরদৌস। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের শীর্ষ দুই কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এডভোকেট নুর উদ্দীন চৌধুরী নয়ন এবং অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু তাদের সম্মানে এ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকার কর্মকর্তাদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এডভোকেট নুর উদ্দীন চৌধুরী নয়ন তার বক্তব্যে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্সের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে বলেন, অ্যাথলেটিক্সের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। কৃতি খেলোয়াড় তৈরীতে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অ্যাথলেটিক্সের সার্বিক উন্নতির জন্য শুধু সরকার নয় বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অ্যাথলেটিক্সকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, অ্যাথলেট পরিবারের সন্তান আব্দুর রকির মন্টু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার মান উন্নয়নে যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন।

অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু অ্যাথলেটিক্সকে সামনে এগিয়ে নিতে সংশিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে বলেন, অ্যাথলেটিক্সের সার্বিক উন্নয়নে বাস্তবমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা এ লক্ষ্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, একজন খেলোয়ারকে মূল্যায়ন করা হয় তার মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। অন্য কোন পরিচয়ে নয়।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সাবেক জাতীয় খেলোয়ার অলিম্পিয়ান সাইদুর রহমান ডন, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার উপদেষ্টা মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, সাবেক জাতীয় খেলোয়ার সৈয়দ এনায়েত আলী, বক্সার সেলিম উদ্দিন, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, ছোট ইউসুফ, আবদুর রউফ পাশা, শাহান উদ্দিন চৌধুরী, শামসাদ ফাতিমা পলাশ, ডা. শাহানারা আলী, জাহানারা বেগম লক্ষী, মনোয়ারা বেগম মনি, রানা জামান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুন নূর বড় ভূইয়া, আতাউর রহমান সেলিম, প্রকৌঃ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, মো: সোলায়মান আলী, শেখ আতিকুল ইসলাম, সাখাওয়াত আলী, শাহীন আজমল, ডা. এনামুল হক, প্রফেসার ইমাম উদ্দীন চৌধুরী কিরন, সাইদুর রহমান লিঙ্কন, মেহরান চৌধুরী, নূসাইবা সামস চৌধুরী, আক্তার ভূইয়া, নূর হোসেন লিটন, বেলাল আহমেদ, দেলোয়ার হোসেন, মাহবুবুর রহমান অনিক, জালাল উদ্দিন জলিল, নূরে আলম জিকু, জুয়েল মইজুর লস্কর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সাবেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়ারদের সংগঠন 'বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা'। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট নুর উদ্দীন চৌধুরী নয়ন এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

যুক্তরাষ্ট্রগামী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ঢাকায় 'সুপার ফ্রাইডে'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রগামী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে 'সুপার ফ্রাইডে' এর আয়োজন করেছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। শুক্রবার (২২ জুলাই) এ আয়োজন করা হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই বিশেষ কর্মদিবসে অনভিবাসী শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদনকারী প্রায় ৬০০ জন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই আয়োজন একটি প্রচারণা কার্যক্রমের (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



৪ দিন ব্যাপী নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন ২৮ জুলাই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে আগামী ২৮ জুলাই শুরু হচ্ছে ৩১তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা। মেলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লেখক-সাহিত্যিকেরা যোগ দিচ্ছেন কোভিড-উত্তর এই বইমেলায়। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

নিউইয়র্কে গাড়ীর ভিতর থেকে বাংলাদেশীর মরদেহ উদ্ধার



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে গাড়ীর ভিতর থেকে এক বাংলাদেশীর মরদেহ উদ্ধার করেছে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ। তার নাম আলী আকবর মামুন এবং বয়স হয়েছিলো ৩৯ বছর। তিনি ফুড ডেলিভারীর কাজ করতেন বলে জানা গেছে। বুধবার ভোর রাতে ম্যানহাটানের মিড টাউনের পার্ক ও লেক্সিংটন এভিনিউ এবং ৫১ স্ট্রীটে পুলিশ তার গাড়ীর ভিতর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। ধারনা করা হচ্ছে কাজের মধ্যে গাড়ী চালানোর এক ফাঁকে সে স্ট্রোকের শিকার হন। তার দেশের বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানা। চিটাগাং সমিতি ইউএসএ'র সাবেক কর্মকর্তা ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী জানান, নিহত আলী আকবর মানুন ২০০৬ সালে ডিভি লটারী জয়ী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র আভিবাসী হন। তিনি জ্যাকসন হাইটস এলাকায় বসবাস করছিলেন। দেশে বা-বাবা, (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

আমরা সবাই মিলে সেলিব্রেট করবো : শাহানা হানিফ

আগামী বছর থেকে 'লিটল বাংলাদেশ মেলা'

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন কর্তৃক বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড স্কয়ার 'লিটল বাংলাদেশ' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় আগামী বছর থেকে ব্রুকলীন পথমেলা 'লিটল বাংলাদেশ মেলা' নামে আয়োজিত হবে। বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক এবং (বাকি অংশ ০৩ পাতায়)

ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া আর নেই



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'র বর্ণাঢ্য বনভোজন

সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আরো জোরদার করার প্রত্যয়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সর্ববৃহৎ পেশাজীবী সংগঠন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। পেশাগত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বৃদ্ধির পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে সংগঠনটি। এমনি একটি আনন্দানুষ্ঠানের অনুসঙ্গ বার্ষিক বনভোজন। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব গত ১৭ জুলাই রোববার লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কে আয়োজন করে বনভোজন। দিনভর অনুষ্ঠিত বনভোজন কার্যত (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)



অনুষ্ঠান অনুস্মরণীকা

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত ৩১তম বাংলা বইমেলা ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ জুলাই যথাক্রমে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার ও রোববার জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে (১৫৩-১০ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২)।

৩৬তম ফোবানা সম্মেলন, শিকাগো উপলক্ষ্যে মিট এন্ড গ্রীল ৩০ জুলাই শনিবার বেলা ১২টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্ট। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

ঘরে বসেই কেনাকাটা বাজারে এলো bangaliesbazar.com

বিশেষ প্রতিনিধি: দিন বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যও। মহামারী করোনায় ঘরে বসেই জীবন চারানোর নানা কৌশল শিখিয়েছে মানুষকে। তাই তো নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত ফুটবল লীগ শুরু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত ফুটবল লীগ-২০২২ শুরু হয়েছে। নিউইয়র্কের র‍্যান্ডলস আইল্যান্ড পার্কে গত ১৭ জুলাই রোববার থেকে শুরু হওয়া এবারের লীগে চার গ্রুপে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



মারুফ ও মুনকার: এ উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য

জাফর আহমাদ

মারুফ শব্দের অর্থ পরিচিত, জ্ঞাত ও জানা বস্তু বা বিষয়। মুনকার শব্দের অর্থ অপরিচিত, অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়। পারিভার্ষিক অর্থে মারুফ (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

খেলার খবর

নতুন অধিনায়ক সোহানের টি-টোয়েন্টি রেকর্ড কেমন?

স্পোর্টস ডেস্ক: অবশেষে আপাতত এক সিরিজের জন্য জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হয়ে গেলেন নুরুল হাসান সোহান। (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

হেলথ টিপস

বিয়ে কী ক্যানসারের ঝুঁকি কমে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিয়ে এবং সংসার জীবন নিয়ে অনেকের আগ্রহ কম থাকে। আবার কারও কারও বিয়ে নিয়ে বাড়তি আগ্রহ দেখা (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

শিগগিরই বিষয়টি সবাইকে জানাব: অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক: নতুন এক পথচলায় নিজেকে সামিল করেছেন ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা অপু বিশ্বাস। শুধু নায়িকা নয়, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com